Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 24-04-2026 10:29 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১০ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ২৪ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৬ সংখ্যা।।১৩ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

স্বাধীনতার পর রেকর্ড

ভোটদান, নেপথ্যে এসআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রেকর্ড গড়ে শেষ হলো বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্ক না কি রাজনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা? নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত এসআইআর (বিশেষ নিবিড় সংশোধন) পদ্ধতির জেরে রাজ্যজুড়ে প্রায় ৯০ লক্ষ ভোটারের নাম কাটা পড়ার আবহে নজিরবিহীন ভোটদান দেখল পশ্চিমবঙ্গ। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে ভোট পড়েছে ৯২.৩৫ শতাংশ। স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুতে ভোটদানের এই হারকে সর্বোচ্চ বলে ঘোষণা করেছেন ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তাঁর কথায়, 'স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুতে ভোটদানের হার এ বারই সর্বোচ্চ'।

দুই রাজ্যের ভোটারদের এই বিপুল অংশগ্রহণকে কুর্নিশ জানিয়ে অভিবাদন জানিয়েছেন তিনি। তবে নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই পরিসংখ্যান শেষ পর্যন্ত ৯২.৪৭ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রথম দফায় সবথেকে বেশি ভোটদান লক্ষ্য করা গিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়, সেখানে ৯৫.২২ শতাংশ মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এর ঠিক পরেই ৯৫.১৭ শতাংশ ভোট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কোচবিহার। অন্যদিকে পাহাড়ে ভোটদানের হার তুলনামূলক কম। সবথেকে কম ভোট পড়েছে কালিম্পং জেলায়, ৮২.৯৯ শতাংশ। দার্জিলিং জেলায় ভোট পড়েছে ৮৮.৪৮ শতাংশ। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৮৪.৩৩ শতাংশ ভোটদানের যে রেকর্ড রাজ্যে ছিল, তা এ দিন অনায়াসেই ম্লান হয়ে গিয়েছে।নজিরবিহীন এই হারের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান কারণ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর। প্রথম দফায় যে ১৫২টি আসনে ভোট হয়েছে, সেখানে বিতর্কিত এই পদ্ধতির জেরে ৪০,৪৬,৭৫৩ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মোট ভোটারের সংখ্যা কমে গেলে এবং ভোটদানের সংখ্যা মোটামুটি একই থাকলে সহজ অঙ্কেই পোলিং পার্সেন্টেজ বেড়ে যায়। কিন্তু এবার শুধু হার বাড়েনি, বেড়েছে ভোটদাতার সংখ্যাও। ২০২১ সালে এই আসনগুলিতে ভোটার ছিল ৩.৭৮ কোটি, ভোট দিয়েছিলেন ৩.১৪ কোটি মানুষ। ২০২৬ সালে এসআইআর-এর পর ভোটার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৬০ কোটি, অথচ ভোট দিয়েছেন ৩.২৪ কোটি মানুষ। অর্থাৎ, ভোটার কমলেও বুথমুখী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ১০ লক্ষাধিক।ভোট না-দিলে তালিকা থেকে নাম কাটা যাবে, এই আতঙ্কে দলে দলে মানুষ বুথমুখী হয়েছেন। ভোটার হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে হাওড়া বা শিয়ালদহ স্টেশনে ভিন রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ বা উত্তর দিনাজপুরের মতো সংখ্যালঘু পরিযায়ী শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় মানুষ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাড়ি ফিরেছেন শুধু ভোট দেবেন বলে। নাম কাটার আতঙ্ক শুধু দরিদ্র শ্রমজীবীদের মধ্যে নয়, গ্রাস করেছে উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদেরও। অনেক সরকারি আমলাকেও বলতে শোনা গিয়েছে, 'কোনও বার ভোট দিই না। এ বার দেব। না হলে শুনছি নাকি নাম বাদ চলে যাবে।' এমনকি বাদ পড়াদের স্মরণে অনেককে কালো কাপড় ও ফিতা ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্রে যেতে দেখা গিয়েছে।সাধারণ রাজনৈতিক ধারণা বলে, ভোট বেশি পড়ার অর্থ প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া। ২০১১ সালে ৮৪.৩৩ শতাংশ ভোট পড়েছিল এবং ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটেছিল। সেই নজির টেনেই বিরোধীরা পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখছেন। তবে তৃণমূলের যুক্তি ভিন্ন। ব্রাত্য বসু বিহারের উদাহরণ টেনে জানিয়েছেন, সেখানে এসআইআর-এর পর ভোটের হার বাড়লেও ক্ষমতাসীন সরকারই ফিরে এসেছিল। শাসক শিবিরের দাবি, এই বিপুল ভোট আসলে 'বাঙালি গরিমা' এবং কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনমত।তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যাপক ভোটার উপস্থিতিকে স্বাগত জানিয়ে একে 'ইতিবাচক' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'আপনারা শুনলে খুশি হবেন, এবার প্রচুর ভোট পড়েছে। আসলে এত নাম এবার বাদ গিয়েছিল; তাই কেউ রিস্ক নেননি। সকলে ভোট দিয়েছেন। এটা গুড সাইন। সকলে এসআইআর নিয়ে ভীত ছিলেন।' মমতার দাবি, ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়ার চক্রান্ত রুখতে মানুষ কোনো ঝুঁকি নেননি। কুণাল ঘোষের কথায়, 'যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা চক্রান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। বিপুলসংখ্যক মহিলা ভোট দিয়েছেন। যে সমর্থন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকেই গিয়েছে। 'অন্যদিকে, এই ভোট নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে তিনি বলেন, 'গত ৫০ বছরে এটাই প্রথম নির্বাচন, যেখানে সবচেয়ে কম সহিংসতা দেখা যাচ্ছে।' উল্লেখ্য, ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় আড়াই লাখ সদস্য মোতায়েন করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হেলিকপ্টার থেকে সূর্যাস্তের ছবি পোস্ট করে দাবি করেন, 'তৃণমূলের দুর্নীতি ও গুন্ডারাজের সূর্য অস্ত গেছে।'ভোটের জেলাওয়ারি পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ব্যাপক সক্রিয়তা। জলপাইগুড়িতে ৯৪.০৯ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৯৩.৩৩ শতাংশ এবং মালদহে ৯৩.৪১ শতাংশ ভোট পড়েছে। মুর্শিদাবাদে ৯৩.৩২ শতাংশ ও বীরভূমে ৯৪.১৯ শতাংশ ভোটদান হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে ঝাড়গ্রামে ৯২.০৪ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৯১.৯৭ শতাংশ এবং বাঁকুড়ায় ৯১.৭৬ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুরে ৯০.৬৪ শতাংশ, পুরুলিয়ায় ৯০.২৮ শতাংশ এবং আলিপুরদুয়ারে ৯১.৪২ শতাংশ ভোট রেকর্ড করা হয়েছে। পশ্চিম বর্ধমানে এই হার ছিল ৮৯.৮২ শতাংশ।বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজ্যে প্রথম দফায় ভোট পড়েছিল ৮৯.৯৩ শতাংশ। সন্ধ্যা ৬টায় ভোট শেষ হওয়ার আগেই দেখা যায়, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ৭৯.৮ শতাংশ বা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ৮৩.২ শতাংশ ভোটদানের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গিয়েছে এ বারের হার। প্রথম দফায় মোট ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ ভোটদানকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছে। তৃণমূলের দাবি, ১৫২টি আসনের মধ্যে তারা অন্তত ১২৫টি আসনে জয়ী হতে চলেছে।

কুণাল ঘোষের বক্তব্য, 'খুব কম হলেও আমরা ১২৫টি আসন জিতছি। এই সংখ্যা বেড়ে ১৩৫-ও হতে পারে'।তৃণমূল নেতৃত্বের আরও দাবি, নন্দীগ্রামে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী পরাজিত হতে চলেছেন। কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'উনি ভবানীপুরেও হারবেন। নন্দীগ্রামেও হারবেন। উনি প্রাক্তন বিধায়ক হতে চলেছেন'। যদিও পালটা দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারীও। তাঁর মতে, প্রথম দফার এই ভোটে বিজেপি ১২৫টি আসনে জয়ী হবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, 'আমি যদি মানুষের নাড়ি বুঝতে পারি, তবে আপনাদের বলি, আমরা ইতিমধ্যেই চালকের আসনে বসে আছি' ।রাজনৈতিক মহলে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী, বেশি ভোট পড়ার অর্থ হলো পরিবর্তনের পক্ষে রায়। তবে তৃণমূলের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এই তত্ত্ব খণ্ডন করে বিহারের নির্বাচনের উদাহরণ টেনেছেন। সেখানে এসআইআরের পর বিপুল ভোট পড়লেও সরকারেরই প্রত্যাবর্তন হয়েছিল। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি অনুযায়ী, যত বেশি ভোট পড়েছে, দিদির প্রত্যাবর্তন ততই জোরালো হবে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, মুর্শিদাবাদে সর্বোচ্চ ২২টি, পূর্ব মেদিনীপুরে ১৬টি এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ১৫টি আসনে ভোট নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মালদহ ও বাঁকুড়ায় ১২টি করে এবং বীরভূমে ১১টি আসনে ভোট পড়েছে। উত্তরের কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ৯টি করে আসনেও ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছে।আগামী বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটেও যদি এর কাছাকাছি হার বজায় থাকে, তবে পশ্চিমবঙ্গ ভোটদানের নিরিখে জাতীয় স্তরে বহু নজির ভেঙে দিতে পারে। প্রথম দফার এই ভোট হার চলতি বছরের অসমের ৮৫.৩৮ শতাংশ এবং পুদুচেরির ৮৯.৯৩ শতাংশের হারকে অনায়াসেই পিছনে ফেলে দিয়েছে। এখন দেখার, ৪ জুন ভোটগণনায় শেষ হাসি কে হাসেন।

৫০ বছরে শান্তিতম ভোট বঙ্গে কমিশনের
প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে বঙ্গ ভোটের ময়দানে কার্যত 'মাস্টারস্ট্রোক' দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত পাঁচ দশকের রেকর্ড ভেঙে এবারই বাংলায় সবচেয়ে কম হিংসার ঘটনা ঘটছে বলে দাবি করলেন তিনি। প্রথম দফার ভোট চলাকালীনই বৃহস্পতিবার কমিশনের কাজে ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল মোদীর গলায়। অতীতে খুনের ঘটনাকে 'আত্মহত্যা' বলে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে এদিন বিরোধীদের বিঁধেছেন তিনি। নির্ভয়ে বুথমুখী হওয়ার জন্য জনতাকে সাধুবাদ জানিয়ে মোদীর দাবি, ভয় কাটিয়ে পরিবর্তনের লক্ষ্যেই এবার রেকর্ড ভোট দিচ্ছে বাংলা। বিজেপির এই হাইভোল্টেজ প্রচার থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। 'ঝালমুড়ি' বিতর্কে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'ঝালমুড়ি আমি খেয়েছি, কিন্তু ঝাল তৃণমূলের লেগেছে'। তৃণমূলের দুর্নীতি ও 'জঙ্গলরাজ' খতম করতে সাধারণ মানুষই এবার শঙ্খে ফুঁ দিয়েছেন বলে তাঁর দাবি। পুলিশ থেকে শিক্ষক;সব স্তরের মানুষ ন্যায়ের স্বার্থে ভোট দিচ্ছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, ৪ জুনের পর নতুন সুরক্ষার গ্যারান্টি শুরু হবে। অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া পদক্ষেপের পাশাপাশি সীমান্ত সুরক্ষায় বিএসএফ ও পুলিশের সমন্বয়ের কথাও শোনা যায় তাঁর মুখে। মতুয়া ও শরণার্থীদের আশ্বস্ত করে মোদী বলেন, 'মতুয়াদের বলব, তৃণমূলকে ভয় পাবেন না। আপনাদের কেউ হাত লাগাতে পারবে না'। ক্ষমতায় এলে সিএএ-র গতি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। নারী সুরক্ষায় প্রতি ব্লকে মহিলা থানা এবং 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ডের' মাধ্যমে বছরে ৩৬ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট দাবি, দুর্নীতিবাজদের জায়গা হবে না বাংলায়, লুটের টাকা জনগণকে ফেরানোই এখন 'মোদীর গ্যারান্টি'। একপ্রকার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তিনি বলেন, এবারের ভোটে তৃণমূল অনেক জায়গায় খাতাই খুলতে পারবে না। ফাইল ফটো।

প্রথম দফাতেই ১২৫ আসনের দাবি
নিয়ে এবার ভবানীপুরের পথে শুভেন্দু

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ চেনা মেজাজের সেই আগ্রাসন উধাও। নেই কোনো আস্ফালন কিম্বা মেজাজ হারানো। রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও সারাদিন দেখা গেল এক অন্য শুভেন্দু অধিকারীকে। মেঠো রাজনীতির আক্রমণাত্মক মেজাজ ছেড়ে বৃহস্পতিবার নিভৃতে ছক কষে শান্তিতেই নন্দীগ্রামের ভোট যুদ্ধ সামলালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। ভোটগ্রহণ শেষে তাঁর প্রবল আত্মবিশ্বাসী দাবি, প্রথম দফার ১৫২টি আসনের মধ্যে ১২৫টি আসনেই পদ্ম ফুটবে। শুভেন্দুর কথায়, 'বিজেপি এই দফায় ১২৫ আসনের কমে পাবে না। তৃণমূলের সরকার চলে গিয়েছে।' বৃহস্পতিবার কাকভোরে কাঁথির 'শান্তিকুঞ্জ' থেকে নন্দীগ্রামের পথে রওনা দিয়েছিলেন শুভেন্দু। নিজের বুথে ভোট দেওয়ার পর বুথে বুথে ঘোরার সময় চেনা এসইউভি ছেড়ে বেছে নিয়েছিলেন একটি ছোট গাড়ি। বড় গাড়ির মাঝখানের আয়াস ছেড়ে চালকের পাশের আসনে বসে জনসংযোগের এক নতুন কৌশল দেখল পূর্ব মেদিনীপুর। তাঁর এই শান্ত ভঙ্গি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তরজা তুঙ্গে। বিজেপির স্থানীয় শিবিরের দাবি, জয়ের বিষয়ে নিশ্চিত বলেই তিনি এমন ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের কটাক্ষ, হার নিশ্চিত জেনেই 'হতাশা' থেকে চুপসে গিয়েছেন তিনি। তাদের দাবি, বেশি 'লাফঝাঁপ' করে লাভ নেই বুঝে শান্ত হয়ে গিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। ভোটের চরম উত্তেজনার মাঝেও এদিন একবারের জন্যও মেজাজ হারাননি শুভেন্দু। গোপালচকে বিজেপি কর্মীদের আবদারে তাঁদের ক্যাম্প অফিসে ত্রিপলে বসে মুড়ি-ঝুরিভাজা খেয়ে আড্ডায় মাততেও দেখা গেল তাঁকে। এমনকি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের কনভয় যখন জোর গলায় হর্ন বাজিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখনও তাঁর মুখে ছিল আলগা হাসি। শুভেন্দু কেবল বললেন, 'ওরা ভাবছে, এখান থেকে কেউ 'জয় শ্রীরাম' বলবে। নন্দীগ্রামে ওদের কেউ কাউন্টই করে না!' ভীমকাটা বা সাতেঙ্গাবাড়িতে তৃণমূল কর্মীদের 'জয় বাংলা' স্লোগান ও বিক্ষোভের মুখে পড়লেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অবিচল। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের তৎপরতায় উত্তেজনা ছড়ালেও শুভেন্দুর শরীরী ভাষায় ছিল চরম সংযম। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করতেই প্রথম দফায় ১২৫ আসন জয়ের বাজি ধরেছেন শুভেন্দু। তাঁর হিসেব মিললে ম্যাজিক ফিগার ১৪৮ ছুঁতে পরবর্তী দফার ১৪২টি আসনের মধ্যে স্রেফ ২৩টি আসন দরকার বিজেপির। যদিও শুভেন্দুর দাবির পাল্টা তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন, তাঁরাই ১৫২টির মধ্যে ১৩২টি আসনে জয়ী হবেন। ২০০৭-এর জমি আন্দোলন থেকে ২০২১-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই; শুভেন্দু মানেই যেখানে ছিল আগ্রাসনের সমার্থক, সেখানে এদিনের 'সংযত' নেতার রূপ অনেককেই চমকে দিয়েছে। এমনকি গত পাঁচ বছরে বিধানসভার ভেতরেও যাঁর মেজাজ বারবার স্পিকারের কোপে পড়েছে, সেই নেতার এই পরিবর্তনকে কৌশলী চাল হিসেবেই দেখছেন অনেকে। বিকেলের দিকে তেখালিতে বুথ পরিদর্শনের সময় ভবানীপুর নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন তিনি। সেখানেও ধীরস্থিরভাবে কৌশলী জবাব দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এসআইআরের পর ভবানীপুর আমার কাছে অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছে। তবে নন্দীগ্রামের ভোটের সময় আমি ৩০-৪০টি আসনে প্রচার করেছি। দ্বিতীয় দফায় এত জায়গায় যেতে পারব না। এখন ভবানীপুরেই বেশি মনোযোগ দিতে চাই।' এর পরেই নন্দীগ্রামের ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দায়িত্ব স্থানীয় নেতাদের কাঁধে সঁপে দিয়ে কলকাতার 'মহারণ'-এর উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। আগামী বুধবার ভবানীপুরের লড়াইয়ে এই শান্ত মেজাজ ধরে রাখাই এখন বড় লক্ষ্য তাঁর কাছে। সব মিলিয়ে ভোটপর্বের প্রথম দিনে এক 'অচেনা' শুভেন্দুকেই দেখল রাজ্য রাজনীতি। ছবি পিটিআই।

প্রথম দফাতেই কি ১২৫ পার!
রেকর্ড ভোটে প্রত্যাবর্তনের
দাবি জোড়াফুলের

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থবার নবান্ন দখল এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। অন্তত প্রথম দফার ভোট শেষে তেমনই দাবি করল ঘাসফুল শিবির। কুলছাপানো ভোটদানের হার দেখে যখন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অঙ্কের হিসেব মেলাতে ব্যস্ত, তখন তৃণমূলের স্পষ্ট বার্তা; সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগারের দোরগোড়ায় ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে তারা। শাসকদলের দাবি, প্রথম দফার ১৫২টি আসনের মধ্যে কম করে ১২৫টিতে জিতবে জোড়াফুল। এই সংখ্যা ১৩৫ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলেও মনে করছে দল। এর সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় দক্ষিণবঙ্গের 'ঘাঁটি'র ভোট যোগ হলে বিজেপি কার্যত ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুণাল ঘোষ এবং ব্রাত্য বসু সাংবাদিক বৈঠকে আত্মবিশ্বাসের সুরে দাবি করেন, 'খুব কম হলেও আমরা ১২৫টি আসন জিতছি। এই সংখ্যা বেড়ে ১৩৫-ও হতে পারে।' কুণালের কটাক্ষের তির ছিল সরাসরি বিরোধী দলনেতার দিকে। তাঁর দাবি, 'উনি ভবানীপুরেও হারবেন। নন্দীগ্রামেও হারবেন। উনি প্রাক্তন বিধায়ক হতে চলেছেন।' মজার বিষয় হল, একই দিনে বিজেপি শিবিরও ঠিক ১২৫টি আসন পাওয়ার পাল্টা দাবি করে ময়দান গরম রেখেছে। বৌবাজারের জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। জনতার নাড়ি টিপে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'আমি যদি মানুষের নাড়ি বুঝতে পারি, তবে আপনাদের বলি, আমরা ইতিমধ্যেই চালকের আসনে বসে আছি।' ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিয়ে মমতা বলেন, 'এ বার প্রত্যেকেই ভোট দিয়েছেন। কারণ, কেউ কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না। যে হেতু অসংখ্য মানুষের নাম নির্মম ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।' একই সঙ্গে ভোটগণনা যেন সঠিকভাবে হয়, সেই দাবিও তুলেছেন তিনি। কেন এই বিপুল জয়ের প্রত্যাশা করছে শাসকদল? কুণাল ঘোষের ব্যাখ্যায় উঠে এসেছে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ক্ষোভের প্রসঙ্গ। তাঁর মতে, এসআইআর-এর মাধ্যমে বহু বৈধ নাগরিককে বাদ দেওয়ায় মানুষ চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বিপুল সংখ্যক মহিলার সমর্থন সরাসরি মমতার দিকেই গিয়েছে বলে তাঁর দাবি। এতেই বিজেপির কোমর ভেঙে গিয়েছে বলে মনে করছেন তিনি। কুণাল সাফ জানান, বিজেপি কেবল কর্মীদের মনোবল ধরে রাখতে অবাস্তব সংখ্যা বলছে। অন্যদিকে, ব্রাত্য বসুর তত্ত্বে উঠে এসেছে বিহারের নির্বাচনের উদাহরণ। সাধারণত ভোট বেশি পড়লে তাকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু ব্রাত্য বলছেন, 'বিহারে এসআইআরের পরে দেখা গিয়েছিল বিপুলসংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছেন।

কিন্তু সেখানে সরকারের প্রত্যাবর্তন হয়েছে।' সেই একই ছকে বাংলায় মমতার প্রত্যাবর্তন নিয়ে তিনি নিশ্চিত। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও মেটিয়াবুরুজ থেকে একই দাবি করেছেন।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের দাবি, তাঁদের ভোট শতাংশ এবং আসন; দুই-ই এবার বাড়বে। ৪ জুন সেই হিসেব মিলে যাবে বলেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়েছে জোড়াফুল শিবির। প্রথম দফার শেষে দিদির জোরালো প্রত্যাবর্তনের দাবিতে এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। ছবি সংগৃহীত ।

সম্পাদকীয়

নয়া জামানা

সম্পাদকীয়

খেয়ে পরে বাঁচার গল্প

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, মাথাপিছু আয়ের নিরিখে রাজ্য ষাটের দশকের গোড়া থেকেই বাকি দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে, এবং গত পনেরো বছরে সেই প্রবণতা বেড়েছে বই কমেনি। কিন্তু এই আখ্যানের ভিতরে কিছু জটিলতা আছে, যা রাজনৈতিক চাপানউতোরে ঢাকা পড়ে যায়। তনিকা চক্রবর্তী ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যৌথ গবেষণায় আমরা দেখছি, শুধু আর্থিক বৃদ্ধি নয়, মূল্যবৃদ্ধির হারের প্রভাবও ধরা প্রয়োজন।পশ্চিমবঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির হার বাকি দেশের তুলনায় কম। সেই তথ্যটি হিসাবে রাখলে দেখা যাচ্ছে যে, আপাতদৃষ্টিতে আয়ের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের অবনতিকে যতটা নাটকীয় মনে হয়, প্রকৃতার্থে তা নয়। দ্বিতীয়ত, কৃষি, শিল্প এবং পরিষেবা ক্ষেত্রে আলাদা করে বৃদ্ধির ধরনে স্পষ্ট যে, আশির দশক থেকে ২০০০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কৃষিতে রাজ্যের মাথাপিছু উৎপাদন বাকি দেশের গড়কে ছাপিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শিল্পে সত্তরের দশক থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু শিল্প উৎপাদন বাকি দেশের গড়ের তুলনায় পড়তে শুরু করে। নব্বইয়ের উদারীকরণের পর সেই প্রবণতা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে, এবং গত দেড় দশকেও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। পরিষেবা ক্ষেত্রে নব্বইয়ের দশক থেকে বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু যে হারে হয়েছে তা শিল্পের দুর্বলতাকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি। তৃতীয়ত, বাকি দেশের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ অঞ্চলে মূল্যবৃদ্ধির হার কম, নগরাঞ্চলে তা মোটামুটি একই রকম। তাই সময়ের সঙ্গে রাজ্যের গ্রামীণ অঞ্চলে জীবনযাত্রার খরচ আপেক্ষিক ভাবে কমেছে। এই তথ্যগুলি থেকে রাজ্যের উন্নয়নের যাত্রাপথের যে ছবি ফুটে উঠছে, তা মনোযোগ দাবি করে।আশির দশক থেকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে রাজ্যে কৃষিজ দ্রব্যের জোগান বাড়ে, আর বাকি দেশের তুলনায় তার দাম কমতে থাকে। দেশে এই সময় শিল্পায়নের হার বাড়ায় নগরাঞ্চলে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ছিল, আর তার সঙ্গে কৃষিতে 'ন্যূনতম সহায়ক মূল্য' নীতির কারণে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিও ঘটছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে শ্লথতার কারণে নগরাঞ্চলে খাদ্যের চাহিদা তুলনায় কম বেড়েছিল। এ দিকে রাজ্যে শিল্পক্ষেত্রে সব মিলিয়ে জিনিসের দাম বাকি দেশের তুলনায় খুব একটা কমেনি। এর নিট ফল হল, রাজ্যে যে পরিসরে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, তাতে দাম বেড়েছে কম; আর যে পরিসর মোটামুটি স্থবির থেকেছে, তাতে দাম কমেনি। তাই রাজ্যের সার্বিক মাথাপিছু আয় টাকার অঙ্কের হিসাবে বাকি দেশের তুলনায় যত কমেছে, প্রকৃত মূল্যের হিসাবে ততটা কমেনি।তমোঘ্ন হালদারের সঙ্গে যৌথ গবেষণায় আমরা পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভের পরিসংখ্যান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকরা কর্মসংস্থানের প্রতিটি বিভাগেই জাতীয় গড়ের নীচে উপার্জন করেন। স্বনিযুক্ত শ্রমিকরা জাতীয় গড়ের তুলনায় ৩৪ কম পান, এবং সেই ফারাক বাড়ছে। বেতনভোগী কর্মীরা ১৪ কম, এমনকি দিনমজুররাও প্রায় ৮ কম পান। রাজ্যে কাজ পাওয়া যাচ্ছে; কর্মসংস্থানের হার জাতীয় গড়ের উপরে; কিন্তু সেই কাজে আয় কম। ই-শ্রম ডেটাবেসের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সেই রাজ্যগুলির মধ্যে আছে, যেখান থেকে নিট হিসাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকেরা অন্য রাজ্যে যাচ্ছেন। বেঙ্গালুরু বা তিরুঅনন্তপুরমে এঁরা যে কাজ করছেন, শিল্পে আরও গতিশীল হলে পশ্চিমবঙ্গেই সে কাজ তৈরি হতে পারত।কিন্তু উৎপাদন ক্ষেত্রে রাজ্যের এই প্রবণতার একটি উল্টো পিঠও আছে। কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং তুলনায় মূল্যবৃদ্ধির হার কম হওয়ায় গ্রামীণ অঞ্চলে ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে, আর তার ফলে জীবনযাত্রার মান বাকি দেশের গড়ের তুলনায় বেড়েছে। যে-হেতু দরিদ্র শ্রেণির মানুষেরা গড়ে খাবারের উপরে বেশি অনুপাতে খরচ করেন, আয়বৃদ্ধির হার কম হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের জীবনযাত্রার খরচ তুলনায় কম থেকেছে।দেড় দশক আগে পর্যন্ত কয়েক বছর অন্তর জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার পারিবারিক সমীক্ষার মাধ্যমে মাথাপিছু পারিবারিক ব্যয়ের পরিসংখ্যান জানা যেত, যার থেকে জীবনযাত্রার মান এবং দারিদ্ররেখার তলায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত বিচার করা যায়। ২০১১ সালের পর এই সমীক্ষার ফলাফল বেরোয়নি। গত দু'বছরে দু'টি পর্বে এই সমীক্ষার ফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। যদিও আগের পর্বের সমীক্ষার সঙ্গে তার ফলাফল সম্পূর্ণ ভাবে তুলনীয় নয়, তা হলেও আশির দশকের গোড়া থেকে গ্রামীণ ও নগরাঞ্চলে গড় মাথাপিছু পারিবারিক ব্যয় এবং দারিদ্ররেখার তলায় থাকা জনসংখ্যার অনুপাত নিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত টানা যায়।পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে বর্তমান মূল্যের হিসাবে খানিক পিছিয়ে থাকলেও, প্রকৃত মূল্যের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু গড় পারিবারিক ব্যয় সর্বভারতীয় গড়ের থেকে আগাগোড়া বেশি থেকেছে। অন্য দিকে, বর্তমান মূল্য বা প্রকৃত মূল্য, যে হিসাবেই ধরা হোক; নগরাঞ্চলে মাথাপিছু গড় পারিবারিক ব্যয় জাতীয় গড়ের চেয়ে কম। দারিদ্ররেখার তলায় জনসংখ্যার অনুপাত যদি দেখি, তাতেও একই রকম ছবি ফুটে উঠছে; গ্রামাঞ্চলে এই নিরিখে রাজ্য বাকি দেশের থেকে এগিয়ে আছে, যদিও সর্বশেষ দুই সমীক্ষা-পর্বে রাজ্য ও দেশের গড় প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। অথচ নগরাঞ্চলে দারিদ্রের হার বাকি দেশের গড়ের তুলনায় রাজ্যে বেশি।এর কারণ নিহিত আছে রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রগত বিন্যাস এবং গ্রাম ও নগরাঞ্চলে মূল্যস্তরের উপরে তার প্রভাবের মধ্যে।

মোদি, নির্বাচন কমিশন ও ফুয়েরারের গল্প...

মৃনাল কান্তি দাস

জার্মানির ইতিহাসে একমাত্র হিটলারই একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলর উভয় পদ আঁকড়ে ছিলেন আমৃত্যু। তাকে কি প্রেসিডেন্ট বলা হবে নাকি চ্যান্সেলর এই সমস্যা দূর করার জন্য তিনি নতুন একটি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। উপাধিটির নাম ছিল ফুয়েরার অর্থাৎ ত্রাণকর্তা।

স্কুলের শিক্ষার্থীদের শেখানো হত জার্মান জাতির ফুয়েরার মহামতি হিটলার হলেন দ্বিতীয় যিশুখ্রিস্ট। যিনি কি না প্রথমজনের চেয়েও বড়। হিটলারের দলের নাম ছিল নাৎসি এবং দলের ভাবাদর্শকে বলা হত নাৎসিবাদ। দেশের সব দল, ট্রেড ইউনিয়ন এমনকি সামাজিক সংগঠনগুলোকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছিল। কেবল নাৎসি ভাবধারার লোকজন ছাড়া জার্মানিতে আর কারোরই বাঁচার অধিকার থাকল না। শিক্ষা-দীক্ষা, অভিনয়, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে নাৎসিমার্কা ছাপ লাগিয়ে দেওয়া হল। হিটলারের ছিল বিশ্বের সবচেয়ে কুখ্যাত কয়েকজন সহচর। এদের মধ্যে একজনের নাম হেরম্যান গোয়েরিং। তিনি বলতেন, বিশুদ্ধ যুক্তি, নীতিকথা, আর নিরপেক্ষ চিন্তার যুগ চলে গিয়েছে। এখন নির্ভেজাল জার্মানরা বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান-গরিমা, প্রজ্ঞা, ধর্মবোধ ইত্যাদি বাদ দিয়ে কেবল রক্ত দিয়ে চিন্তাভাবনা করে। গোয়েরিং ছাড়াও হিটলারের আরেক কুখ্যাত সহযোগী তাবৎ দুনিয়ায় পরিচিত হয়ে উঠেছিল। ডক্টর জোসেফ গোয়েবলসের পদবি ছিল তথ্যমন্ত্রী। তিনি সংবাদপত্র সম্পর্কে বলতেন, মানুষ যেমন পিয়ানো থেকে ইচ্ছেমতো সুর বের করে, তেমনই সংবাদপত্রকেও আমার ইচ্ছামতো কথা বলানোই আমার অভিপ্রায়।

হিটলারের মূলমন্ত্র ছিল, বল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলা এবং সাধারণ জনগণের মুখ বন্ধ করে নাৎসিবাদের সব কিছু সমর্থন করিয়ে নেওয়া। চ্যান্সেলর নির্বাচিত হওয়ার কিছু দিন পর হিটলার পার্লামেন্টের সব বিরোধী দলের এমপিকে গ্রেফতার করে জেলে ভরলেন। ওই দেশে পার্লামেন্টকে বলা হয় রাইখস্টান। রাইখস্টান ভবন অর্থাৎ পার্লামেন্ট ভবনটি কোনো এক রাতে কে বা কারা সম্পূর্ণ পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। নাৎসিরা বলল, এই কাজ বিরোধী দল করেছে। ফলে নতুন করে শুরু হল ধরপাকড়।১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি সময়জুড়ে পুরো জার্মানিতে শুরু হল নাৎসিদের ভয়ানক তাণ্ডব। প্রথমেই পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হল। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা ন্যস্ত করা হল হিটলার এবং তার মন্ত্রিসভার হাতে। এরা আইন তৈরি করতে পারবেন এবং যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারবেন। রাষ্ট্রের সংবিধান বাতিল বলে ঘোষণা করা হল; গণতন্ত্রের দরজা বন্ধ। জার্মানিতে তখন পর্যন্ত ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা। নাৎসিরা এই পদ্ধতি বন্ধ করে সব ক্ষমতা বার্লিনে এনে কেন্দ্রীভূত করল। প্রত্যেক জায়গাতেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে ডিক্টেটর নিয়োগ করা হল। যারা কেবল নিজের নিজের ঊর্ধ্বতন ডিক্টেটরের অধীন থাকবে। সর্ব প্রধান ডিক্টেটরের পদটিতে স্বভাবতই বসলেন হিটলার স্বয়ং।

এসব পরিবর্তন ঘটেছিল ঝড়ের গতিতে- অন্যদিকে উল্কার গতিতে পুরো জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ল নাৎসি ঝটিকা বাহিনীর অন্যায় অত্যাচার এবং প্রলয়ংকরী তাণ্ডব। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এই বাহিনী এমন এক আতঙ্ক এবং অত্যাচার শুরু করল যা দেখে মানুষজন বর্বরতা এবং নৃশংসতার নতুন সংজ্ঞা জানল এবং ভয় ও আতঙ্কে একেবারে বোবা পাথর হয়ে গেল। তারা এই কাজ করত কেবল এই কারণে যে, ভিন্ন মতাবলম্বীরা তাদের দলমত ভুলে যেন নাৎসি বাহিনীতে যোগ দেয়। ভেবেচিন্তে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় এবং অবিশ্বাস্যরকম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তারা এই অভিযান চালাচ্ছিল। যেসব বই নাৎসিদের পছন্দ নয় তা যেমন ধ্বংস করা হচ্ছিল তেমনি পুরো সংবাদপত্র শিল্পকে গলাটিপে ধরা হয়েছিল নিদারুণভাবে। অতি সামান্য মতভেদ বা সমালোচনার অপরাধে বহু সংবাদপত্রকে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। নাৎসি অত্যাচারের কোনো সংবাদই কাগজে প্রকাশ করতে দেওয়া হত না, এমনকি এই সম্বন্ধে কেউ কানাঘুষা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত।

নাৎসিদের এতসব কর্মকাণ্ডের পিছনে ছিল একটি নীতি; বল প্রয়োগের নীতি। অপরের প্রতি বল প্রয়োগ এবং উৎপীড়নকে এরা শুধু প্রশংসা এবং উৎসাহ প্রদানই করত না, তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করত। এই দর্শনের জনকের নাম অস্‌ভাল্ড স্পেংলার। লোকটি সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম এবং তিনিই হলেন নাৎসি জাতির পিতা। তাঁর মন-মস্তিষ্ক এবং চিন্তাধারার কারণেই দুনিয়াতে হিটলার এবং নাৎসিবাদের পয়দা হয়েছিল। তিনি যেসব বই লিখেছেন তাতে যে প্রচুর পরিমাণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে, তা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। অথচ সেই অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়েও তিনি উপনীত হয়েছেন অদ্ভুত এবং ঘৃণ্য সব সিদ্ধান্তে। তিনি বলেন, 'মানুষ হচ্ছে একটি শিকারি পশু, সাহসী, ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর।' 'আদর্শবাদ মানেই কাপুরুষতা', 'শিকারি জন্তুই হচ্ছে জীবন্ত প্রাণশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর ভাষায় 'সহানুভূতি আপস স্থাপন এবং শান্তি হচ্ছে দন্তহীন অনুভূতি।' 'ঘৃণা হল শিকারি পশুর সবচেয়ে খাঁটি জাতিগত চেতনা', 'মানুষকে হতে হবে সিংহের মত, তার গর্তে তার সমান শক্তিশালী আর একজনের অস্তিত্ব সে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। শান্ত গরুর পালকে যেদিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাও সেই দিকেই চলে। কাজেই মানুষকে গরুর মতো হলে চলবে না। সিংহসম মানুষের পক্ষে যুদ্ধই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ এবং আনন্দ।' স্পেংলার জার্মানিতে জন্মেছিলেন ১৮৮০ সালে এবং মারা গিয়েছেলেন মাত্র ৫৫ বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের ৮ মে। তাঁর লেখা ভুবন বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'ডিব্রাইন অব দি ওয়েস্ট' বইটি এখনও পাঠকমহলে সমাদৃত। প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি সম্ভবত এক ধরনের নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হন। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে নাৎসিবাদ পয়দা হলেও তিনি কিন্তু ঘোর নাৎসিবিরোধী ছিলেন। জোসেফ গোয়েবলস বার বার ধরনা ধরেও স্পেংলারকে নাৎসি সমর্থক বানাতে পারেননি। এ যেন অনেকটা বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কেস্টাইন এবং তার সৃষ্ট দানবের কাহিনীর মতো।

দানব যেভাবে বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কেস্টাইনকে মেরেছিল, নাৎসিরা কিন্তু ওভাবে স্পেংলারকে মারেনি। বরং যথেষ্ট সমীহ করত এবং তাদের ধর্মগুরু হিসেবে অনেকটা উপযাচক হয়ে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখত। স্পেংলার ওসব পাত্তা দিতেন না। বরং জার্মানসহ গোটা ইউরোপে নাৎসিদের বিস্ময়কর উত্থান এবং পাশবিক কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড মমপীড়া অনুভব করতেন। ফলে অতি অল্প বয়সেই তিনি তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেন। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে তিনি স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে মিউনিখে বসবাস শুরু করেন। এই সময় তিনি বিখ্যাত জার্মান সংগীতজ্ঞ বিটোফেনের গীত শুনতেন, ফরাসি সাহিত্যিক নাট্যকার মলিয়িরের রম্য রচনা এবং শেকসপিয়রের রচনাসমূহ পাঠ করতেন। বাজার থেকে হাজার হাজার বই কিনে লাইব্রেরি বানাতেন, তুরস্ক, পারস্য এবং হিন্দুস্তানের প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করতেন। মাঝে মধ্যে সুউচ্চ হার্জ পর্বতামালার শিখরে উঠতেন এবং ইতালিতে ভ্রমণে যেতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে কোনো এক বসন্তের দিনে তিনি তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে চিঠি লিখলেন। শিষ্যটি তখন জার্মানির জাতীয় নেতা এবং হিটলারের কাছের মানুষ। হ্যানস ফ্রাঙ্ক নামে শিষ্যটি একদিকে যেমন ছিলেন নাৎসি পার্টির বড় নেতা অন্যদিকে হিটলারের ব্যক্তিগত আইনজীবী। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জার্মানির চিফ জুরিস্ট এবং অধিকৃত পোল্যান্ডের জেনারেল গভর্নমেন্ট ছিলেন। স্পেংলার লিখলেন, 'আগামী ১০ বছর পর জার্মানি নামে বর্তমান রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব হয়তো থাকবে না।' স্পেংলার মারা গেলেন ১৯৩৬ সালের ৮ মে। আর জার্মানির পতন হয়েছিল ঠিক ন'বছর পরে।এই ইতিহাসের সঙ্গেই মিলিয়ে নিন আমার-আপনার দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে। নাৎসি জমানার মতই মোদি সরকার গিলে ফেলেছে নির্বাচন কমিশনকে।

দেশের আমলাতন্ত্রকে। গিলে ফেলেছে দেশের সংবাদজগতকে। ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ বলেছিলেন, মোদি কেবল আত্মগর্বে আচ্ছন্ন নন; তিনি এক মতাদর্শগত প্রকল্পেরও ধারক। তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর চাপানো রয়েছে হিন্দুত্বের একটি আবরণ (যা হিন্দুধর্ম থেকে পৃথক), যা ভারতীয় সমাজের বুনটকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই কারণেই তিনি কেবল আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতিকের চেয়ে বেশি বিপজ্জনক; তাঁর ছবিকে ঘিরে ব্যক্তিপুজোর সংস্কৃতি এবং সভ্যতাগত প্রকল্প একাকার হয়ে গিয়েছে।

প্রতিটি নির্বাচনী পরাজয় আর শুধু রাজনৈতিক ধাক্কা নয়; তা তাঁর কাছে ব্যক্তিগত আঘাত, যার প্রতিশোধ চাই। বিরোধী সরকার ভেঙে দেওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সিবিআই ও ইডি-কে প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা, দিল্লি থেকে পশ্চিমবঙ্গকে গিলে ফেলার নিরলস চেষ্টা; এগুলি কেবল রাজনৈতিক কৌশল নয়। এগুলি এমন এক মানুষের প্রতিক্রিয়া, যিনি প্রতিরোধ সহ্য করতে পারেন না। সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 24-04-2026 10:29 Page 3

মহানগর
নয়া জামানা

শান্তির ভোটের দাবি ‘নিছক গপ্পো’ ?

প্রথম দফায় বিক্ষিপ্ত অশান্তি বাংলায়

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সাতসকালে ভোট শুরু হতেই উত্তপ্ত বাংলার একাধিক জেলা। বীরভূমে বিজেপি এজেন্টের মাথা ফাটা থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদে প্রার্থীর কনভয়ে হামলা; সংঘাতের ছবি ধরা পড়ল সর্বত্র। নির্বাচন কমিশন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সকাল ১১টা পর্যন্ত মূল দফতরে জমা পড়েছে ২৬০টি অভিযোগ। পাশাপাশি সি-ভিজিল অ্যাপের মাধ্যমে জমা পড়া অভিযোগের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭৫-এ। কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ, আবার কোথাও প্রার্থীর বিরুদ্ধেই ভোটারদের প্রভাবিত করার পাল্টা দাবি ঘিরে সরগরম রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, আজ বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৫২ টি আসনে ভোট গ্রহণ চলছে । সবথেকে উদ্বেগজনক ছবি দেখা গিয়েছে বীরভূমের লাভপুর বিধানসভার ভ্রমরকল অঞ্চলে। সেখানে বিজেপির পোলিং এজেন্ট বিশ্বজিৎ মণ্ডলের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত এজেন্টের মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে এলাকায়। অন্যদিকে, মালদহের চাঁচল বিধানসভার ২২১ নম্বর বুথের ধুম সাডাগী পানপাড়া এলাকায় বিজেপির এক নির্বাচনী এজেন্টের উপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। তাঁর পরনের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে দেওয়ার পাশাপাশি শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নওদায় দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে আমজনতা উন্নয়ন পার্টি এবং তৃণমূলের মধ্যে। শিবনগর এলাকায় দলের নেতা হুমায়ুন কবীরের কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। তাঁর গাড়ির সামনে বাঁশ ফেলে পথ আটকানোর চেষ্টা করা হয় এবং পোলিং এজেন্টের গাড়িতে ইটবৃষ্টি করা হয়। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বিক্ষোভ সরিয়ে হুমায়ুনকে এলাকা থেকে বের করে আনে। মুর্শিদাবাদেরই জলঙ্গি বিধানসভার মহিষমারিতে আবার ইভিএম বিভ্রাটের জেরে দীর্ঘক্ষণ থমকে থাকে ভোটদান প্রক্রিয়া। ১০১ নম্বর বুথের ভোটাররা প্রখর রোদে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হন।কোচবিহারের মাথাভাঙায় সরাসরি বাগ্ বিতণ্ডায় জড়ান তৃণমূল ও বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন তৃণমূল প্রার্থী সাবলু বর্মণ। সাবলু বর্মণের

অভিযোগ, ‘৪৭ এবং ৪৮ নম্বর বুথের ৫০ মিটার দূরে বসে মানুষকে প্ররোচিত করছেন নিশীথ প্রামাণিক। টাকা বিলোনো হচ্ছে, ঠান্ডা জল খাওয়ানো হচ্ছে।’ এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের স্লোগান-পাল্টা স্লোগানে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খায়। নিশীথ প্রামাণিক এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মেজাজি স্বরে বলেন, ‘এখানে ঘেউ ঘেউ করছে। আমি পুলিশকে বলে দিয়েছি, যত ক্ষণ এখানে ওরা স্লোগানিং করবে, তত ক্ষণ এখান থেকে যাব না। স্লোগান থামবে, তার পরে যাব।’পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে আবার খোদ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধেই মারধরের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বেলদার পাতলি গ্রামের ১১৮ নম্বর বুথের কাছে তৃণমূলের ক্যাম্পে জওয়ানরা চড়াও হয় বলে দাবি শাসক দলের। তাঁদের অভিযোগ, কর্মীরা যখ ন দলীয় কার্যালয়ে খাওয়াদাওয়া করছিলেন, তখন জওয়ানরা ভেতরে ঢুকে হামলা চালায়। ঘটনায় তিন জন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছেন। হলদিয়ার তৃণমূল প্রার্থী তাপসী মণ্ডলও ভোটারদের ধমকানোর অভিযোগ তুলেছেন বাহিনীর বিরুদ্ধে। তিনি জানান, বাহিনীর সদস্যদের শান্ত করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। যদিও প্রশাসন ওই এলাকায় কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে।সিউড়ির কুতুরা গ্রামের ২৫১ নম্বর বুথেও বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল এজেন্ট রমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রমারঞ্জনবাবু বলেন, ‘আমি এসডিও সাহেবকে জানিয়েছি। পুলিশ পর্যবেক্ষককেও জানিয়েছি। কিন্তু এখনও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।’ এদিকে ভোটদানের হারের নিরিখে সকাল ৯টা পর্যন্ত এগিয়ে ছিল পশ্চিম মেদিনীপুর (২০.৫১শতাংশ)। রাজ্যে গড় ভোট পড়েছে ১৮.৭৬ শতাংশ। আলিপুরদুয়ারে ১৭.৭০ শতাংশ এবং বাঁকুড়ায় ২০.২০ শতাংশ ভোট পড়লেও মালদহে ভোটের গতি ছিল তুলনামূলক শ্লথ (১৬.৯৬শতাংশ)। সবশেষে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নতুন তথ্য অনুযায়ী, ৯২.৪৭ শতাংশ ভোট পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। জেলাজুড়ে দফায় দফায় অভিযোগের স্তূপ জমছে কমিশনের টেবিলে। ছবি; নওদায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় বৃহস্পতিবার দুপুরে।

গড়চুমুক থেকে গাদিয়াড়া জনজোয়ার। বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বর্ণাঢ্য রোড শো-এর মাধ্যমে প্রচার সারলেন শ্যামপুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নদেবাসী জানা। ছবি ও তথ্য;সন্দীপ মজুমদার,নয়া জামানা, হাওড়া।

নওদায় রণক্ষেত্র

রাস্তায় বসে বিক্ষোভ হুমায়ুনের, রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন

নয়া জামানা,নওদা ঃ তপ্ত মুর্শিদাবাদের নওদা। ভোটের দিন দফায় দফায় উত্তেজনায় কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল এলাকা। বুথ পরিদর্শনে গিয়ে তৃণমূলের বাধার মুখে পড়লেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি)-র প্রার্থী হুমায়ুন কবীর। তাঁর কনভয়ে ভাঙচুর এবং কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে রাস্তার মাঝেই চেয়ার পেতে বসে নজিরবিহীন বিক্ষোভে শামিল হন হুমায়ুন। উত্তপ্ত পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন।

এদিন সকাল থেকেই নওদা উত্তপ্ত ছিল। হুমায়ুন কবীর এলাকায় ঢুকতেই পরিস্থিতি চরমে পৌঁছায়। অভিযোগ, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে তৃণমূলের মস্তানবাহিনী তাঁর পথ আটকায়। এই সময় এক অনুগামীকে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে দেখা যায় বিক্ষোভরত হুমায়ুনকে। ক্ষুব্ধ প্রার্থী সরাসরি পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, ‘পুলিশ এখ ানে পুরোপুরি তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। এলাকায় বেআইনি বন্দুক নিয়ে তৃণমূলের মস্তানবাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে আছে।’ দীর্ঘ টানাপড়েনের পর কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে ঘেরাটোপ থেকে তাঁকে উদ্ধার করে। কমিশনের রিপোর্টে এখন সব নজর। ছবি সংগৃহিত।

ভোট মিটলেই সিজিও-র ডাক, কোর্টে দিনক্ষণ চূড়ান্ত সুজিতের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের উত্তাপে আপাতত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জেরার মুখে বসতে হচ্ছে না রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্ট জানিয়ে দিল, এখনই ইডি দফতরে হাজিরা দিতে হবে না তাঁকে। তবে স্বস্তি দীর্ঘমেয়াদী নয়। আদালত স্পষ্ট করেছে, ভোট মিটলেই সটান পৌঁছে যেতে হবে সিজিও কমপ্লেক্সে। আগামী ১ মে তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও।পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুজিতকে বারবার তলব করেছিল ইডি। পালটা সময় চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন মন্ত্রী। তাঁর যুক্তি ছিল, ‘ভোটের কাজে ব্যস্ত রয়েছি, ভোট মিটলে হাজিরা দেব’। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালতের দরজায় পৌঁছলে বিচারপতি রাও সব পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনে হাজিরা কিছুটা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নেন।সংশ্লিষ্ট মামলায় রাজ্যের আর এক মন্ত্রী রথীন ঘোষকেও তলব করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটে বিধাননগর থেকে লড়ছেন সুজিত এবং মধ্যমগ্রামের প্রার্থী রথীন। ভোটের মুখে এই ঘনঘন তলব নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতর তুঙ্গে। গত বছর অক্টোবরে রথীনের বাড়িতে ম্যারাথন তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছিল ইডি। পিছিয়ে নেই সুজিতের মামলাও। চলতি বছরের জানুয়ারি এবং ২০২৫-এর অক্টোবরে তাঁর দফতর ও বাসভবনে অভিযান চালানো হয়। মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠদের ঠিকানাতেও তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। আপাতত আদালতের রক্ষাকবচ পেলেও ১ মে-র হাজিরা সুজিতের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কতটা চাপ তৈরি করে, সেটাই এখন দেখার। দোরগোড়ায় নির্বাচন, আর তার পরেই তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ; সব মিলিয়ে বিধাননগরের প্রার্থীর ওপর চাপ এখন বহুগুণ।

৬০ শতাংশ ছুলো কেন্দ্রীয় ডিএ

প্রতিশ্রুতির বিজ্ঞপ্তির অপেক্ষায় রাজ্যের কর্মীরা

কেন্দ্র ও রাজ্যের মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) ফারাক এবার আরও চওড়া হল। বুধবার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ ২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা ৫৮ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৬০ শতাংশ। যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীরা এখনও ১৮ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন, সেখানে এই নতুন ঘোষণার পর দুই স্তরের ব্যবধান বেড়ে দাঁড়াল ৪২ শতাংশ। নয়াদিল্লি থেকে জারি হওয়া এই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে সপ্তম বেতন কমিশনের ‘পে ম্যাট্রিক্স’ মেনে এই সুবিধা কার্যকর হবে। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বর্ধিত ডিএ মূল বেতনের আলাদা উপাদান হিসেবেই গণ্য হবে। হিসেবে সুবিধার জন্য ৫০ পয়সা বা তার বেশি ভগ্নাংশকে পরবর্তী পূর্ণ টাকায় ‘রাউন্ড অফ’ করা হবে এবং ৫০ পয়সার কম অংশকে গ্রাহ্য করা হবে না। প্রতিরক্ষা ও রেল

কেন্দ্র ও রাজ্যের মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) ফারাক এবার আরও চওড়া হল। বুধবার কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের ডিএ ২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

মন্ত্রক তাদের কর্মীদের জন্য পৃথক নির্দেশ জারি করবে। এই বিপুল বৈষম্য নিয়ে ফের উত্তাল হয়ে উঠেছে রাজ্যের কর্মচারী মহল। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলনের মাঝে এই ৪২ শতাংশের দূরত্ব নতুন করে বিতর্কের ইন্ধন জোগাচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, কেন্দ্রীয় কর্মীদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লেও এই আকাশছোঁয়া বৈষম্য আগামী দিনে বড়সড় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়াতে পারে। রাজ্যের ছবিটা অবশ্য উল্টো। গত ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্য বাজেটে মুখ ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অতিরিক্ত ৪ শতাংশ ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১ এপ্রিল থেকে এই সুবিধা কার্যকর হওয়ার কথা এবং মে মাসের বেতনের সঙ্গে তা পাওয়ার আশা ছিল কর্মীদের। কিন্তু এপ্রিল মাস শেষ হতে চললেও নবান্ন থেকে এখনও কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়ায় রাজ্য সরকারি কর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। সব মিলিয়ে ডিএ-র ময়দানে কেন্দ্রের এগিয়ে যাওয়া এবং রাজ্যের বিজ্ঞপ্তির কালক্ষেপ নিয়ে ক্ষোভের পারদ তুঙ্গে।

বাইক নিষেধে নাজেহাল জনতা কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বাইক নিয়ে কমিশনের বিধিনিষেধে চরম ক্ষুব্ধ কলকাতা হাই কোর্ট। ‘ক্ষমতা আছে বলে যা খুশি করা যায় না, নাগরিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে’; বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে এই কড়া মন্তব্য করলেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ এবং কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা নিয়ে সওয়াল করে রীতিমতো তুলোধোনা করল আদালত। ভোটের দু’দিন আগে কেন এই বিধিনিষেধ, তা নিয়ে শুক্রবার কমিশনকে হলফনামা জমার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের যুক্তি ছিল, অশান্তি রুখতে ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে বাইক মিছিলে নিষেধাজ্ঞা এবং বাইকের পিছনে আরোহী বসানোর ক্ষেত্রে রাশ টানা হয়েছে। কিন্তু এই যুক্তি ধোপে টেকেনি আদালতের কাছে। বিচারপতি রাও সাফ জানান, ‘এই ভাবে সাধারণ নাগরিকের অধিকার হরণ করা যায় না। তা হলে গাড়িও বন্ধ করে দিন। তাতেও তো লোকজন বোমা-বন্দুক নিয়ে গিয়ে গোলমাল পাকাতে পারে!’ গত পাঁচ বছরে বাইকবাহিনীর গোলমালের ক’টি নজির রয়েছে, তা নিয়েও তথ্য তলব করেছে হাই কোর্ট। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই সব কিছু স্তব্ধ করে দেওয়ার এই পদক্ষেপ। কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ভোটের দু’দিন আগে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বাইকের পিছনে কেউ বসতে পারবেন না। ভোটের দিনও জরুরি কাজ বা ভোট দেওয়া ছাড়া বাইক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে চিকিৎসা, স্কুল বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাড়ের কথা বলা হলেও অন্য প্রয়োজনে পুলিশের লিখিত অনুমতির খাঁড়া ঝুলিয়েছিল কমিশন। যদিও অ্যাপভিত্তিক বাইক পরিষেবা এই নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছিল।কমিশনের এই তুঘলকি নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বুধবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মামলাকারীরা। বৃহস্পতিবার শুনানিতে বিচারপতি রাও স্পষ্ট করে দেন যে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনজীবন ব্যাহত করা সমর্থনযোগ্য নয়। কমিশনের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে, কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং অতীতে বাইক নিয়ে কী ধরনের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানানো হবে। আপাতত শুক্রবারের শুনানির দিকেই তাকিয়ে সব পক্ষ।

কেউ চান পরিবর্তন, আবার কেউ প্রত্যাবর্তন ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী সব দলের প্রার্থীই

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে শুরু হল প্রথম দফার হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচন। সকালের মিঠে রোদ গায়ে মেখেই বুথের বাইরে দেখা গেল ভোটারদের দীর্ঘ লাইন। সাধারণ নাগরিকদের ভিড়ে শামিল হলেন হেভিওয়েট প্রার্থীরাও। কেউ মন্দিরে পুজো দিয়ে দিন শুরু করলেন, তো কেউ আবার পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাজির হলেন নিজ নিজ ভোট কেন্দ্রে। বিজেপি প্রার্থীদের গলায় শোনা যাচ্ছে ‘পরিবর্তন’-এর হুঙ্কার, অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থীরাও ঘাসফুলের ‘প্রত্যাবর্তন’ নিয়ে সমান আশাবাদী। ভোটের পরিবেশে কমিশনের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, ‘এ বার বহুস্তরীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে ভোটকেন্দ্রে ঢুকে গিয়ে ছাপ্পা দেওয়া, বুথ দখল করা, এ সব এ বার হবে না।’ তাঁর মতে, বাইরে থেকে ভয় দেখানোর চেষ্টা হলেও ভোটারদের ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়ার চেনা ছবি এ বার অতীত। অধীরের স্পষ্ট কথা, ‘নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, তা সন্তোষজনক।’ জয়ের পরিসংখ

্যান নিয়ে বড় দাবি করলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার দুপুরে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘শুধু পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে আমাকে আটকে রাখবেন না। ১৫২টা আসনের মধ্যে ১২৫-এর নীচে বিজেপির নামার কোনও জায়গা নেই। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল সাফ হয়ে গিয়েছে একদম।’ গেরুয়া শিবিরের এই দাবি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে দেখা গেল বেশ ফুরফুরে মেজাজে। মেয়ে সুকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি শোনালেন শান্তির বাণী। অনুব্রতর কথায়, ‘মানুষকে বলব, সুস্থ ভাবে ভোট করুন। কুল কুল ঠান্ডা, আরামসে ভোট করুন।’ জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী এই নেতা আরও যোগ করেন, ‘খুব ভাল শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হচ্ছে। এটাই তো আমরা চেয়েছিলাম। এটাই তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়েছিলেন। বীরভূমের ১১টি আসনেই জিতব।’ বাম শিবিরেও দেখা গেছে জয়ের প্রত্যয়। সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র ভোটদানের পর বুথের বাইরে জানান, এ বার বামেদের ভোটব্যাঙ্ক বৃদ্ধি পাবে। তাঁর তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ, ‘মেরুকরণ যেমন চলছে, তেমন মেরুকরণ ভাঙছেও।’ তবে কমিশনের অতি সক্রিয়তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নানুরের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখ। নিজের গ্রামে ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, ‘বেছে বেছে তৃণমূল নেতাদের নজরদারির মধ্যে রেখেছে। তাও মানুষ হাসি মুখে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট তৃণমূলকেই দিচ্ছেন। ৪ তারিখ কমিশনের পরাজয় নিশ্চিত।’ ব্যতিক্রমী মেজাজে দিন শুরু করেন এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট তথা রাজগঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী স্বপ্না বর্মণ। পাতকাটা ঘোষপাড়া বিএফপি স্কুলে পরিবারের সঙ্গে ভোট দিয়ে তিনি এক অনন্য নজির গড়েন। আসানসোলের লড়াইও ছিল হাড্ডাহাড্ডি। আসানসোল দক্ষিণে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল এবং উত্তরে তৃণমূলের মলয় ঘটক সকাল সকাল নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জয়ের দাবি করেন। শিলিগুড়িতে আবার লড়াই দুই হেভিওয়েটের। তৃণমূলের গৌতম দেব নিজের পোষ্যকে আদর করে ও মন্দিরে পুজো দিয়ে সাধারণের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেন। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ তথা বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে বুথে পৌঁছে বলেন, ‘বাংলায় এবার পরিবর্তন নিশ্চিত।’ উত্তর থেকে দক্ষিণ; সর্বত্রই একই চিত্র। বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎকুমার রায়ও সস্ত্রীক ভোট দিয়ে সাফ জানান, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন কেবল সময়ের অপেক্ষা। সব মিলিয়ে প্রথম দফার এই লড়াই কেবল ব্যালটের নয়, বরং বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের এক মহাযুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 24-04-2026 10:29 Page 4

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

উৎসব থেকে উত্তেজনা

ভোটের দিনে মিশ্র ছবি উত্তরবঙ্গে

নয়া জামানা ।। উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

প্রথম দফার ভোটে উত্তরবঙ্গ জুড়ে ধরা পড়ল বিপরীত ছবি। কোথাও ইভিএম বিকল, কোথাও বুথ জ্যাম, আবার কোথাও মানবিকতার নজির। শিলিগুড়ির জগদীশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৩৫ নম্বর বুথে প্রথম ভোটারের ভোট আগেই পড়ে যাওয়ার অভিযোগ। বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের হস্তক্ষেপে নড়েচড়ে বসে কমিশন। তুফানগঞ্জের রবীন্দ্রনগরে ভোটারদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মানসাইয়ে বুথ জ্যামের পাল্টা অভিযোগে রণক্ষেত্র এলাকা। মাথাভাঙ্গায় চাঞ্চল্য ইভিএম ঘিরে। ২৬১ নম্বর বুথে বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের নামে কালো টেপ সাঁটার অভিযোগে এক ঘণ্টা ভোট বন্ধ। পুনর্নির্বাচনের দাবি বিজেপির। তৃণমূল বলছে প্রযুক্তিগত ত্রুটি। কোচবিহারের ঘুঘুমারিতে তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিককে বুথে ঢুকতে বাধা সিআরপিএফের। পক্ষপাতের অভিযোগে সরব শাসকদল। ফাঁসিদেওয়ার জামাতুল্লা জোতে ৩ ঘণ্টা ইভিএম বিকল থাকায় ভোগান্তি ভোটারদের। খ ড়িবাড়ির হাওদাভিটায় মানবিক মুখ কেন্দ্রীয় বাহিনীর। অসুস্থ-বৃদ্ধদের কোলে করে বুথে পৌঁছে দিলেন জওয়ানরা। ধূপগুড়িতে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকায় কেনা হলুদ শাড়ি পরে ভোট দিলেন মহিলারা। ফালাকাটায় মডেল পোলিং স্টেশন হয়ে গেল মডেল পুলিশ স্টেশন। বানান বিভ্রাটে হাসাহাসি। এর মধ্যেই আলিপুরদুয়ারে উৎসবের আমেজে রেকর্ড ৯০ শতাংশের বেশি ভোট। কুমারগ্রামে সর্বোচ্চ ৯২.৬০ শতাংশ। ভোটের দিনেই কোচবিহারে বিজয় মিছিলের ডাক তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিকের। গণতন্ত্রের এই পরীক্ষায় কোথাও জয়ী হল মানুষের জেদ, কোথাও প্রশ্নের মুখে কমিশনের প্রস্তুতি।

ছাপ্পা ভোটের থাবা শিলিগুড়িতে, কড়া পাহারাতেও ভোট চুরি!

কুশল রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ কড়া নিরাপত্তা আর কেন্দ্রীয় বাহিনীর ঘেরাটোপ, তবুও আটকানো গেল না ছাপ্পা ভোট। শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় উঠল ভোট চুরির অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। প্রতিবাদে সরব হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ভারতনগরের একটি বুথে ভোট দিতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হলেন কাজল দাস নামে এক তরুণী। জীবনের প্রথম ভোট দেওয়ার উৎসাহ নিয়ে বুথে পৌঁছে তিনি শোনেন, তাঁর ভোট ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে। হতভম্ব কাজল ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, এত নিরাপত্তা থাকার পরেও কী করে একজনের ভোট অন্যজন দিতে পারলেন জানি না। প্রথম ভোটটা দিতে পারলাম না, খুব খ রাপ লাগছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। তিনি ওই ভোটারকে নিয়ে পুনরায় বুথে গেলে ভোটকর্মীদের সাফাই, সম্ভবত ভোটার স্লিপ অদলবদলের কারণে এই বিপত্তি। যদিও এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয় রাজনৈতিক মহল। এই ধরনের ভুল কীভাবে সম্ভব, তা নিয়ে উঠছে বড়সড়ো প্রশ্ন। এদিকে, ভারতনগরের পর ১ নম্বর ওয়ার্ডেও

ছাপ্পা ভোটের গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। ওয়ার্ডের ৪৯ নম্বর বুথে ভোট দিতে গিয়ে স্থানীয় এক ভোটার রাকেশ সাহানী জানতে পারেন, তাঁর নামের পাশে ইতিপূর্বেই টিক পড়ে গিয়েছে, অর্থাৎ তাঁর ভোট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। নিজের ভোট অন্য কেউ দিয়ে দিয়েছে শুনেই বুথের ভেতর প্রতিবাদ জানান রাকেশ। এই খবর বাইরে আসতেই তাঁর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ঘটনাটি জানতে পেরে দ্রুত ওই বুথে পৌঁছান তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। তিনি ভোটকর্মীদের কাছে এই অনিয়ম নিয়ে কৈফিয়ত চান এবং কীভাবে কড়া নিরাপত্তার মাঝেও একজনের ভোট অন্যজন দিয়ে চলে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। গৌতম দেবের উপস্থিতিতেই বুথ চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হয়। তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকায় বিশৃঙ্খলা তৈরি করে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে। পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হস্তক্ষেপ করে। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ ওই বুথে ভোটদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তবে রাকেশ সাহানী শেষ পর্যন্ত ভোট দিতে পারলেন কি না, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।

৮৭-তে লাঠি ভরসা, কমিশনের ব্যর্থতায় ৫০০ মিটার হেঁটে ভোট কুসুমিবালার

নয়া জামানা উত্তরবঙ্গ ডেস্ক ঃ বয়স ৮৭ ছুঁইছুঁই। শরীর অশক্ত হলেও মনের জোর অটুট। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী বাড়িতে বসে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাওয়ার কথা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত দুই হাতে দুই লাঠি আর নাতি-নাতনিদের ভরসা করেই বুথে পৌঁছলেন কুসুমিবালা সরকার। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় বংশীহারী মহাবাড়ি পঞ্চায়েতের ধুমসাদিঘি এফ পি স্কুলে ধরা পড়ল গণতন্ত্রের এই অভাবনীয় দৃশ্য। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা। ১৯৩ নম্বর বুথের রাস্তায় দেখা যায় ধীর পায়ে এগোচ্ছেন এক বৃদ্ধা। দুই হাতে দুটি লাঠি, আর সঙ্গে রয়েছে ১১ বছরের নাতি রাজু ও ৬ বছরের নাতনি কল্পিতা। বাড়ি থেকে প্রায় ৫০০ মিটার তপ্ত রাস্তা পেরিয়ে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছান কুসুমিবালা দেবী। এই দৃশ্য দেখে কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত এগিয়ে আসেন এবং তাঁকে সসম্মানে বুথের ভেতরে নিয়ে গিয়ে ভোটদানে সহায়তা করেন। কুসুমিবালা দেবীর এই লড়াই যেমন প্রশংসিত হচ্ছে, তেমনই কমিশনের ভূমিকা নিয়ে

উঠছে গুরুতর প্রশ্ন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, ৮৫ বছরের বেশি বয়স্ক ভোটারদের জন্য বাড়িতে গিয়ে ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা থাকার কথা। কিন্তু কুসুমিবালা দেবীর ক্ষেত্রে তা হয়নি কেন? এই বিষয়ে বুথ লেভেল অফিসার সঞ্জয় কীর্তনীয়া জানান, বিডিও অফিস থেকে প্রাপ্ত তালিকায় ওই বৃদ্ধার নাম ছিল না। ফলে নিয়মানুযায়ী তাঁর বাড়িতে গিয়ে ভোট গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এই তালিকায় নাম না থাকার কারণ নিয়ে স্থানীয় মানুষ এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। একদিকে যখন কমিশন সুগম নির্বাচনের দাবি করছে, তখন ৮৭ বছরের এক বৃদ্ধার তালিকায় নাম না থাকা এবং তাঁকে ৫০০ মিটার হেঁটে বুথে আসতে হওয়া প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাবকেই প্রকট করে তুলেছে। কুসুমিবালা দেবী তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেও, ভোটার পরিষেবায় এমন ঘাটতি ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে, সেই দাবিই তুলছেন ওয়াকিবহাল মহল।

প্রথম ভোটেই চুরি! শিলিগুড়িতে ছাপ্পার অভিযোগে রণক্ষেত্র বুথ

বাপ্পা রায়, নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির জগদীশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৩৫ নম্বর বুথে ভোট জালিয়াতির অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

প্রথমবারের ভোটার কাজল দাস এদিন বাবা গোপাল দাসকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে এসে জানতে পারেন, তার ভোট ইতিমধ্যেই অন্য কেউ দিয়ে দিয়েছে। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি এবং বিষয়টি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। এই সময় সেখান থেকে বেরোচ্ছিলেন বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। বিষয়টি জানতে পেরে তিনি কাজল দাসের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাকে নিয়ে পুনরায় বুথে প্রবেশ করেন। পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ভোটার স্লিপ অন্যের হাতে পড়ায় এই সমস্যা হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের গাফিলতির ফল বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনাটি নিয়ে শংকর ঘোষ এসডিওর সঙ্গেও কথা বলেন এবং কীভাবে ওই ভোটারকে পুনরায় ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যায়, তা নিয়ে উদ্যোগ নেন। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও প্রথম ভোটারের অধিকার ছিনতাই, প্রশ্নের মুখে কমিশনের ভূমিকা।

উৎসবের ভোটে দুর্ভোগ! একের পর এক ইভিএম বিকল শিলিগুড়িতে

নয়া জামানা উত্তরবঙ্গ ডেস্ক ঃ উৎসবের আমেজে ভোট দিতে বেরিয়েও চরম ভোগান্তির মুখে শিলিগুড়ির ভোটাররা। শনিবার সকাল থেকেই শিলিগুড়ির একাধিক বুথে যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে ইভিএম বিকল হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। যার ফলে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট দিতে না পেরে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। শিলিগুড়ি বিধানসভার অন্তর্গত মার্গারেট স্কুলের ৩১ নম্বর বুথে সকাল ৮টা বাজলেও ভোট গ্রহণ শুরু করা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। তিনি দীর্ঘক্ষণ ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরিস্থিতির তদারকি করেন। পরে তিনি সরাসরি মহকুমা শাসকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান। শিলিগুড়ির ২৬/২৩৫ নম্বর বুথ, রামকৃষ্ণ পাঠাশালায় সকাল থেকেই যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। সেখ

ানে মকপোল চলাকালীনই ইভিএম মেশিনটি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ফলে মূল ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হতেই বেশ খানিকটা দেরি হয়ে যায়। খবর অনুযায়ী, নতুন ইভিএম আনা হচ্ছে এবং সেটি সেট করার পরেই ভোট শুরু হবে। শুধু মার্গারেট স্কুল বা রামকৃষ্ণ পাঠাশালাই নয়, শিলিগুড়ির জগদীশ হাই স্কুলেও একটি বুথে ইভিএম খারাপ হওয়ার খবর মিলেছে। তীব্র গরমে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকায় বয়স্ক ভোটারদের মধ্যে ক্লান্তি ও বিরক্তি দেখা দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দ্রুত মেশিন মেরামতি বা বদলানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রের উৎসবে যান্ত্রিক বিপত্তিতে প্রশ্নের মুখে কমিশনের প্রস্তুতি।

বিএলও-কে ঘিরে ধুন্ধুমার মাটিগাড়া, কেন্দ্রীয় বাহিনী নামতেই শান্ত ভোটকেন্দ্র

উত্তম সিংহ, নয়া জামানা, মাটিগাড়া ঃ সকাল থেকেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ চলছিল মাটিগাড়ার প্রমদনগর এসএসকে কেন্দ্রটিতে। তবে হঠাৎই বিএলও-কে ঘিরে অভিযোগ ওঠায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ তুলে সরব হয় বিজেপি। তাদের দাবি, সাধারণ ভোটারদের ভোটার স্লিপ তৃণমূলের বুথ থেকে দেওয়া হচ্ছিল এবং সেই স্লিপ নিয়েই ভোট দিতে যেতে হচ্ছিল ভোটারদের। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মাটিগাড়া ব্লকের এমসিসি ল' অ্যান্ড অর্ডারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক রবিন সরকার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি দল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তারা সংশ্লিষ্ট বিএলও-কে টেবিলসহ ভোটকেন্দ্রের বাইরে সরিয়ে দেন। এদিকে অভিযোগ, ভোটকেন্দ্রের

ভিতরে টেবিল পেতে কাজ করছিলেন বিএলও। যদিও অভিযুক্ত বিএলও নবনীতা মণ্ডল দাবি করেন, তিনি সাময়িকভাবে ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরবর্তীতে পুনরায় স্বাভাবিকভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হয়।

ইভিএমে নিশীথের নামে কালো টেপ, ভোট বন্ধ রেখে রণক্ষেত্র মাথাভাঙ্গায়

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ প্রথম দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রে ইভিএমকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ সামনে আসায় ভোটপর্বে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের নামের পাশে কালো সেলোটেপ লাগিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গা শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছবিরন্নেছা নিম্ন বুনিয়াদি বালিকা বিদ্যালয়ের ২৬১ নম্বর বুথে। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই বুথ চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এর জেরে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ কিছু সময়ের জন্য ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নির্বাচনী পরিদর্শন দল এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। বুথ এলাকায় কড়া নজরদারি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের নির্বাচনী এজেন্ট কৌশিক ভদ্র দাবি করেন, সকালেই তাঁদের কাছে খবর আসে যে ইভিএমে প্রার্থীর নাম কালো সেলোটেপ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে পোলিং এজেন্টকে জানানো হলেও তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন। পরে একাধিক ভোটার একই অভিযোগ করলে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে বলে জানা গেছে। প্রায় এক ঘণ্টা ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকার পর পুনরায় ভোট শুরু হয়। এই ঘটনার জেরে সংশ্লিষ্ট বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবি তুলেছে বিজেপি। অন্যদিকে, শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে খারিজ করেছে। দলের প্রার্থী সাবলু বর্মনের নির্বাচনী এজেন্ট বিশ্বজিৎ রায় বলেন, একটি সামান্য প্রযুক্তিগত সমস্যা হয়েছিল, যা দ্রুত সমাধান করা হয়েছে এবং তাতে ভোট প্রক্রিয়ায় কোনও প্রভাব পড়েনি। তাঁর দাবি, সব দলের এজেন্টদের উপস্থিতিতেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। ভোটের দিনে ইভিএম সংক্রান্ত এমন অভিযোগ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বৃদ্ধাকে বুথ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে ভোট দিলেন জোসিনা

নয়া জামানা, ফাঁসিদেওয়া ঃ ভোট দিতে এসে এক বয়স্ক মহিলা ভোটারকে বুথ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হল ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫৪ নম্বর বুথে। জুনিয়র বেসিক স্কুলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ, প্রিসাইডিং অফিসার সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও বিজেপির এক পোলিং এজেন্ট ওই বৃদ্ধ ভোটারকে বুথের ভেতর থেকে বের করে দেন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। জানা যায়, ওই ভোটারের নাম জোসিনা খাতুন।

ভোট দিতে এসে এক বয়স্ক মহিলা ভোটারকে বুথ থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হল ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫৪ নম্বর বুথে। জুনিয়র বেসিক স্কুলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ, প্রিসাইডিং অফিসার সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও বিজেপির এক পোলিং এজেন্ট ওই বৃদ্ধ ভোটারকে বুথের ভেতর থেকে বের করে দেন। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। জানা যায়, ওই ভোটারের নাম জোসিনা খাতুন।

তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে ভোট দিতে এসেছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত কয়েক বছর ধরে তিনি মানসিকভাবে দুর্বল থাকলেও প্রতি নির্বাচনে পরিবারের সহায়তায় ভোট দিয়ে আসছেন।

ঘটনার পর কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা উদ্যোগ নিয়ে ওই বৃদ্ধাকে পুনরায় বুথে নিয়ে যান এবং তাঁর ভোটদান নিশ্চিত করেন। এরপর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। এ বিষয়ে দায়িত্বে থাকা সেক্টর অফিসারের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি সাংবাদিকদের সামনে মন্তব্য করতে চাননি। ভোটের অধিকার কাড়তে গিয়েও ব্যর্থ এজেন্ট, জওয়ানদের তৎপরতায় গণতন্ত্র রক্ষা।

ভোটের দিনেই বুথ জ্যাম থেকে ভাঙচুরে রণক্ষেত্র তুফানগঞ্জ

নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জে ভোটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগে সরব শাসক-বিরোধী। তুফানগঞ্জ শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর এলাকার ১৭৬ নম্বর বুথে ভোটারদের বুথে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পর থেকেই একাংশ ভোটারকে ভয় দেখিয়ে কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাদের তৎপরতায় শেষপর্যন্ত বহু ভোটার নিরাপত্তার মধ্যেই বুথে পৌঁছে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার পর বিজেপি অভিযোগ করে, পরিকল্পিতভাবে ভোটের শুরু থেকেই তৃণমূল কর্মীরা ভোটারদের ভয় দেখিয়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 24-04-2026 10:29 Page 5

২৪ এপ্রিল ২০২৬

গৌড়বঙ্গ

নয়া জামানা

কুমারগঞ্জের বিজেপি প্রার্থীকে কিল-ঘুষি ! পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার, অভিযোগ দায়ের কমিশনে

সাজাহান আলী ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ দিনাজপুর

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৬ টি বিধানসভা আসনের ভোটগ্রহণ পর্বে বৃহস্পতিবার বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেস দলের লোকজনের বিরুদ্ধে। অপ্রীতিকর এই ঘটনার অভিযোগ উঠেছে ৩৮ নম্বর কুমারগঞ্জ বিধানসভার চালুন গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪ নম্বর বুথে। বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারের অভিযোগ , এই বুথে সকালে বিজেপির এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি এবং বুথ জ্যাম করে ভোটারদের প্রভাবিত করা হচ্ছিল।এই বিষয়টি নিয়ে ২৪ নম্বর বুথে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতেই তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন তাকে তাড়া করে এবং মারধর শুরু করে বলে অভিযোগ। চারিদিক থেকে তৃণমূলের লোকজন এসে ধাক্কাধাক্কি ও চড়, কিল, ঘুসি মেরে তাকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করে বলে অভিযোগ ।এই সময় দেখা যায় এক পুলিশকর্মী তাকে উদ্ধার করে দৌড়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

কিন্তু সেখানেও তৃণমূলের লোকজন দৌড়ে এসে তাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানাজানি হতেই কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রসহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

কুমারগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারের অভিযোগ , চালুন গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪ নম্বর বুথে বিজেপি এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি এবং বুথ জ্যাম করে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন ভোটারদের প্রভাবিত করে ভোট করছিল। খবর পেয়ে আমি গিয়ে প্রতিবাদ করতে তারা আমাকে মারধর করে ও বিভিন্নভাবে হেনস্থা করে। এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় ছিল বলে শুভেন্দু বাবুর অভিযোগ।

এই ঘটনার পর তিনি নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন।বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারের অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রার্থী তথা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস

চেয়ারম্যান তোরাফ হোসেন মন্ডল বলেন , বিজেপির অভিযোগ সঠিক নয়। কারণ ২৪ নম্বর বুথে বিজেপি এজেন্ট দিতেই পারেনি। তাদের সেখানে কোন সংগঠন চোখে পড়েনি। শুভেন্দু বাবু এই বুথে আসার পর পুনরায় তাকে নিজের এজেন্ট দেওয়ার জন্য বলা হলেও তিনি স্থানীয় কোনো এজেন্ট খুঁজে পাননি। পরিবর্তে বাইরে থেকে আসা একজনকে এজেন্ট করতে চাইলে কোন দলই তা মেনে নেয়নি। ফলে তার সঙ্গে কিছুটা বাদানুবাদ হয়েছে বলে শুনেছি।

তবে কোনো দলের প্রার্থীকে কেউ হেনস্থা করুক এটা কখনোই তৃণমূল কংগ্রেস চায়না। এই একটি অপ্রীতিকর ঘটনা বাদ দিলে কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্য কোথাও

কিংবা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মোট ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের কোথাও তেমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে জানা গিয়েছে। সিপিএমের জেলা কমিটির নেতা ও কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মোফাজ্জল হোসেনও স্বীকার করেছেন , এবারের নির্বাচনে বড় কোন সমস্যা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তরফেও এদিনের নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

বিকেল

তিনটে পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রায় ৮২ শতাংশের মতো ভোট পড়েছে বলে সরকারি

সূত্রে জানা যায় এবং ভোটদান পর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত ভোটের হার ৯৩.১২ শতাংশ হয়েছে বলে জানা গেছে।

শান্তিপূর্ণ ভোট মালদহে, উচ্চ ভোটদানে রেকর্ড ছোঁয়ার ইঙ্গিত !

নয়া জামানা, মালদহ ঃ বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তির ঘটনা ছাড়া সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই সম্পন্ন হলো মালদহ জেলার ১২টি বিধানসভার ভোটগ্রহণ পর্ব। গণতন্ত্রের এই উৎসবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রথমবার ভোট দিতে আসা তরুণদের উচ্ছ্বাস- সব মিলিয়ে এক প্রাণবন্ত ছবিই ধরা পড়ল মালদহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে।জেলার অধিকাংশ কেন্দ্রেই ভোটের হার ৯০ শতাংশের উপরে যা এই নির্বাচনে মানুষের আগ্রহ ও সচেতনতার স্পষ্ট প্রতিফলন।সর্বাধিক ভোট পড়েছে মানিকচক বিধানসভায় ৯৩.৪১ শতাংশ। খুব কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে বৈষ্ণবনগর (৯৩.১৭) এবং মোথাবাড়ি (৯৩.১৫)। অন্যদিকে মালদহ (৯২.৭৮), হরিশ্চন্দ্রপুর (৯২.২৮) ও হবিবপুর (৯২.২৩) বিধানসভাগুলিতেও ভোটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।গাজোল (৯১.৮০), চাঁচল (৯১.৬৩), রতুয়া (৯১.৪২) এবং সুজাপুর (৯১.১৩)এই কেন্দ্রগুলিতেও ভোটারদের উপস্থিতি ছিল সন্তোষজনক। মালতীপুরে ৯০.৮৩ শতাংশ ভোট পড়েছে যা ৯০-এর গণ্ডি অতিক্রম করেছে। তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম হলেও ইংরেজবাজারেও ভোটের হার দাঁড়িয়েছে ৮৮.০৪ শতাংশ।সামগ্রিকভাবে বলা যায়, মালদহের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে এবারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের পাশাপাশি এই উচ্চ ভোটদানের হার ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।এখন শুধু অপেক্ষা ফলাফল ঘোষণার কার ঝুলিতে যাবে বিজয়ের মুকুট।

খালি পায়ে ভোট দিতে এসে ভোটারদের চমকে দিলেন কুশমন্ডির বিজেপি প্রার্থী

নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বেজে গিয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা।

গতকাল, বৃহস্পতিবার ১৬ টি জেলার মোট ১৫২ টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।প্রথম দফা নির্বাচনের দিন সকাল সকাল নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন কুশমন্ডি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী তাপস চন্দ্র রায়। এদিন কুশমন্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯১ নম্বর বুথে ভোট দেন তিনি। তার পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবি, গেরুয়া উত্তরীয় এবং মাথায় লাল তিলক।বিজেপি প্রার্থী এই দিন খালি পায়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করেন, যা স্থানীয় ভোটারদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করে।

প্রার্থী নিজেই ভোট দিয়ে নিজের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। তাপস বলেন, এই নির্বাচনকে ঘিরে আমাদের কর্মীরা অনেক পরিশ্রম করেছে। এখন শুধু ফল প্রকাশের অপেক্ষা।

মালদায় ব্যাপক 'ইভিএম' বিভ্রাট, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তৎপর কমিশন

কুঞ্জ বিহারী শর্মা, নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদা বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৪৮। এই কেন্দ্রটি দশটি অঞ্চলে বিভক্ত;যার মধ্যে ছয়টি পুরাতন মালদা ব্লকের, তিনটি হবিবপুর ব্লকের এবং একটি ইংরেজবাজার ব্লকের অন্তর্গত।বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী থেকে সাধারণ ভোটার,সকলেই উৎসাহের সঙ্গে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বিঘ্নে ভোট সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল সর্বদা তৎপর। তবে দিনের বিভিন্ন সময়ে একাধিক কেন্দ্রে ইভিএম বিকল হওয়ার অভিযোগ সামনে আসে। গৌড় মহাবিদ্যালয়, রাম মার্ডি স্কুল, ওল্ড মালদা নিউ প্রাইমারি স্কুল এবং গৌড় মহাবিদ্যালয় ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় এই ধরনের সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। যদিও নির্বাচন কমিশনের দ্রুত

হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। নিরাপত্তার খাতিরে কড়া বিধিনিষেধ জারি ছিল। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের আগে মোবাইল বা অন্যান্য গ্যাজেট জমা রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়। পাশাপাশি, ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর ছিল।সব মিলিয়ে, কড়া নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক তৎপরতার মধ্যে দিয়ে মালদা বিধানসভায় ভোটের উৎসব সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

কুশমন্ডিতে মুমূর্ষ অবস্থায় টোটোয় চেপে ভোট দিতে এলেন বৃদ্ধ

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসব নির্বাচন। আর সেই উৎসবে শামিল হতে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও যে বাধা হতে পারে না, তা আরও একবার প্রমাণ হলো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডিতে।বৃহস্পতিবার কুশমন্ডি প্রাথমিক বিদ্যালয় বুথে দেখা গেল এক মানবিক ও আবেগঘন দৃশ্য। এক মুমূর্ষু রোগীকে টোটোয় করে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে আসেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা, শুধুমাত্র নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য। শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করেও ভোট দেওয়ার এই আগ্রহ গণতন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের অটুট বিশ্বাসকেই তুলে ধরে।তবে এই ঘটনার পাশাপাশি সামনে এসেছে নির্বাচন ব্যবস্থার কিছু প্রশ্নও। অভিযোগ উঠেছে, অসুস্থ ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা বা বিশেষ ব্যবস্থার অভাব ছিল ওই বুথে। যার ফলে বাধ্য হয়েই পরিবারকে এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ নিতে হয়েছে।

একদিকে যেমন এই দৃশ্য গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা ও সচেতনতার উদাহরণ তুলে ধরে, অন্যদিকে তেমনি নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনাকে নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।এদিকে, কুশমন্ডি বিধানসভা জুড়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

সস্ত্রীক ভোটদান সুকান্তর, বালুরঘাটের বুথে শান্তিপূর্ণ ভোটদানের দাবি

দুলাল সিংহ, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ভোট দিলেন হেভিওয়েট নেতারা, ব্যাক্ত করলেন ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ হওয়ার আশা।বৃহস্পতিবার সকালে স্ত্রী-কে সাথে নিয়ে বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের ৪৮নং প্রাচ্যভারতী বিদ্যাপীঠ বুথে অন্যান্য নির্বাচকদের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটদান করেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড সুকান্ত মজুমদার। নিজের ভোটদান করে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন আমরা প্রত্যেকে প্রতিবেশী - সহ নাগরিক, যে যার ইচ্ছামত ভোট দেবে - যে যার ইচ্ছামত রাজনৈতিক দল করবে। সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে - সে আমার শত্রু নয়, এই মানসিকতা নিয়ে গণতান্ত্রিক উৎসবে আমাদের সকলের অংশগ্রহণ করা উচিৎ বলে আমার মনে হয়। সেই সাথে এই ভোট পরিবর্তনের ভোট হবে বলে তিনি দাবী করেন। অপরদিকে বৃহস্পতিবার বিকালে হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিপ্লব মিত্র

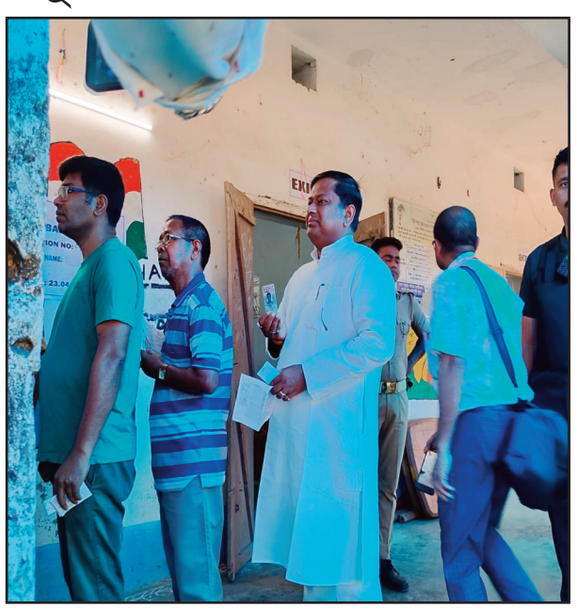

নিজের গঙ্গারামপুরের বাসভবন সংলগ্ন ৫৯নং গঙ্গারামপুর গার্লস হাই স্কুল বুথে ভোটদান করেন। উল্লেখ বিপ্লব মিত্র হরিরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হলেও তিনি গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। নিজের ভোটদান করে।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিপ্লব মিত্র বলেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ হচ্ছে। মানুষ কেউই মুখ খুলছে না। তারা নিশব্দে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছে ভোটের মাধ্যমে। যতক্ষণ না ভোটের ফলাফল না প্রকাশ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝা সম্ভব না মানুষ কাকে ভোট দিচ্ছে।

ভোটের শেষবেলায় 'ফিরে আসা' করিম, বুথে গিয়ে দিলেন ভোট

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দীর্ঘদিন রাজনৈতিক ময়দান থেকে অনুপস্থিত থাকার পর অবশেষে ভোটের শেষবেলায় দেখা মিলল বর্ষীয়ান নেতা ও ১১ বারের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরীর। চলতি নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী না করায় শুরু থেকেই জল্পনা তৈরি হয়েছিল তাঁর ভূমিকা নিয়ে।

দল যখন কানাইয়ালাল আগরওয়ালকে প্রার্থী ঘোষণা করে, তারপর থেকেই কার্যত জনসমক্ষে দেখা যায়নি এই অভিজ্ঞ নেতাকে।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থতার কারণে তিনি কলকাতায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। তবে শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় সম্প্রতি তিনি নিজের এলাকায়, বুধবার গোলঘরে ফিরে আসেন।এদিন ভোটের দিনে তিনি নিজেই বুথে গিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন। বহুদিন পর প্রিয় নেতাকে সামনে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন তাঁর অনুগামীরা। তাঁদের মতে, দাদা সুস্থ হয়ে ফিরেছেন, এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সুখ বর।

রাজনৈতিক মহলেও করিম চৌধুরীর এই উপস্থিতি নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। যদিও তিনি এদিন কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করেননি, তবে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ঘিরে জল্পনা যে আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

গোলপোখরে তৃণমূল-বিজেপি প্রার্থীর মুখোমুখি, ভোটে অনিয়মের অভিযোগে উত্তেজনা

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ উত্তর দিনাজপুর জেলার গোলপোখর বিধানসভা কেন্দ্রের উকুশভাষা এলাকায় ভোটগ্রহণ চলাকালীন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোলাম রব্বানী এবং বিজেপি প্রার্থী সরজিৎ বিশ্বাসের মধ্যে তীব্র বচসার ঘটনা সামনে আসে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।বিজেপি প্রার্থী সরজিৎ বিশ্বাস অভিযোগ করেন,

২০৫ নম্বর বুথে ভোটগ্রহণে অনিয়ম হয়েছে। তাঁর দাবি, কিছু বুথ এজেন্ট ভোটারদের বিভ্রান্ত করে নির্দিষ্টভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে চাপ সৃষ্টি করছেন এবং ভোটদানের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা চলছে। তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখতে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করার দাবি জানান এবং ওই বুথে

পুনরায় ভোটগ্রহণেরও দাবি তোলেন।অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোলাম রব্বানী সমস্ত অভিযোগ

অস্বীকার করে বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকা অবস্থায় ভোটে কারচুপি সম্ভব নয়। তিনি পাল্টা অভিযোগ করে জানান, বিজেপি প্রার্থীই তাঁকে বুথে প্রবেশ করতে বাধা দেন।পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়ী হবে এবং বিজেপি ১০ শতাংশ ভোটও পাবে না।দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে বচসা চললেও পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ভোটগ্রহণ স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে।

'ইভিএম নিয়ে কারচুপি করছে বিজেপি', ভোট দানে এসে অভিযোগ রেখা রায়ের

নয়া জামানা,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার কুশমন্ডি ব্লকের ৩৭ নম্বর কুশমন্ডি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফার ভোটগ্রহণে অংশ নিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেখা রায়। বৃহস্পতিবার সকালে তিনি ২৯ নম্বর ইসনাইল এফ.টি. প্রাথমিক বিদ্যালয় বুথে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।ভোটদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেখা রায় অভিযোগ করেন, কয়েকটি বুথে বিজেপির তরফে ইভিএম কারচুপির চেষ্টা হয়েছে। এর জেরে কিছু এলাকায় ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি ও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হয়েছে বলেও জানান তৃণমূল প্রার্থী।যদিও এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে বিজেপি। তাদের দাবি, ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে এবং অভিযোগ ভিত্তিহীন।এদিকে, এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে

কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অভিযোগ-প্রত্যাঘাতের আবহ থাকলেও কুশমন্ডি বিধানসভায় সাধারণ ভোটারদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখা যায়।সব মিলিয়ে, উৎসবমুখর পরিবেশের পাশাপাশি রাজনৈতিক টানাপোড়েনও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কুশমন্ডির ভোটপর্বে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 24-04-2026 10:29 Page 6

ভোটের আগের রাতে গ্রেফতার হুমায়ুন কবীরের ভাইপো

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের ঠিক আগের রাতে মুর্শিদাবাদে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল। ধর্ষণের মামলায় গ্রেফতার করা হল তৃণমূল কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক তথা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির (এজেইউপি) প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীরের ভাইপো রাজা শেখ কে। বুধবার গভীর রাতে শক্তিপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে রেজিনগর থানায় রাজা শেখের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে চলা সেই মামলার ভিত্তিতেই বুধবার রাতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, আদালতে এক মহিলার ১৬৪ ধারায় বয়ান রেকর্ড হওয়ার পরই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর ভাইপোকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। হুমায়ুন বলেন, তআমি জেলার পুলিশ সুপারকে ফোন করেছিলাম। তিনি জানিয়েছেন, এক মহিলাকে দিয়ে আদালতে ১৬৪ ধারায় অভিযোগ করানো হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রাজাকে তুলে নেওয়া হয়েছে। কালকের ভোটটাও সে দিতে পারবে না।দ শুধু রাজা শেখ নন, গিয়াস নামে আরও এক ব্যক্তিকে শক্তিপুর থানার ওসি অতনু দাস তাঁর বাড়ি থেকে তুলে এনেছেন বলেও অভিযোগ করেন হুমায়ুন। তিনি বলেন, তআমি লোক পাঠিয়েছি খোঁজ নিতে।

সত্যিই মামলা থাকলে আমি মেনে নেব। কিন্তু যদি মামলা না থাকে, তা হলে রাতেই শক্তিপুর থানা ঘেরাও করে আন্দোলনে নামব।দ বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই দফায় মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রেও ভোটগ্রহণ চলছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দফায় রাজ্যের ১৫২টি আসনে মোট ১,৪৭৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট অনুষ্ঠিত হবে। এই আবহে ভোটের আগের রাতে এমন গ্রেফতারির ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে জেলায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার ২২ কেন্দ্রে ২২০ জন প্রার্থীর ভাগ্যনির্ধারণ

নয়া জামানা ।। মুর্শিদাবাদ

বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এ মুর্শিদাবাদ জেলার ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়।এই ২২ কেন্দ্রে মোট ২২০ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ভোটাররা।জেলাজুড়ে মোট ৬১৫৯টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৮টি বুথকে সুপার সেনসিটিভ হিসেবে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন। নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে ৩১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রশাসনের দাবি, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোট করাতে সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এবারের নির্বাচনে মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে চলেছেন মহিলা ভোটাররা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জেলার ২২টি আসনের ফল নির্ধারণে নারীদের ভোটই বড় ফ্যাক্টর হতে পারে। মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট ভোটার ৫০ লক্ষ ২৬ হাজার।

এর মধ্যে ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার মহিলা ভোটার। অর্থাৎ মোট ভোটের প্রায় অর্ধেকই মহিলা। ফলে তাঁদের ভোট কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বাড়তি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প মহিলা ভোটে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, বিধবা ভাতা-সহ একাধিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প মহিলাদের মধ্যে শাসকদলের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে বহু মহিলার হাতে নিয়মিত অর্থ পৌঁছচ্ছে। এতে তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতা যেমন বেড়েছে, তেমনই পরিবার ও সমাজে গুরুত্বও বেড়েছে। তাই মহিলা ভোটের বড় অংশ তৃণমূলের দিকে ঝুঁকতে পারে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য কেন্দ্র বহরমপুর। এসআইআরের পর এই কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারের তুলনায় মহিলা ভোটার বেশি। বহরমপুরে মহিলা ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ২২ হাজার। সেখানে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ১৮ হাজার। এছাড়া সীমান্তবর্তী ডোমকল ও জলঙ্গিতেও মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি। ডোমকলে মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ২৯ হাজার এবং জলঙ্গিতে ১ লক্ষ ২৬ হাজার। অন্যদিকে, জেলায় সবথেকে কম মহিলা ভোটার রয়েছে সামশেরগঞ্জ ও ফরাক্কায়। সামশেরগঞ্জে পুরুষ ভোটার ৭৮ হাজার হলেও মহিলা ভোটার ৮৩ হাজার। ফরাক্কায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৮৮ হাজার। জেলার অধিকাংশ কেন্দ্রে মহিলা ভোটার মোট ভোটের প্রায় ৫০ শতাংশের কাছাকাছি। নির্বাচনী সমীকরণে এবার বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং যুবসাথী প্রকল্প চালু হওয়া। বিজেপির একাংশের মতে, ভোটের আগে এই সিদ্ধান্ত শাসকদলকে বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। তৃণমূল এই সিদ্ধান্তকে সরকারের সাফল্য হিসেবে তুলে ধরছে। এর মোকাবিলায় বিজেপি অন্নপূর্ণা প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তবে সেই প্রতিশ্রুতি কতটা মানুষের মনে প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূল নেতা অশোক দাস বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমুখী প্রকল্প সমাজের সব স্তরের মানুষকে উপকৃত করেছে। বিশেষ করে মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মাধ্যমে আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছেন। তাই তাঁরা দিদির পক্ষেই ভোট দেবেন। অন্যদিকে বিজেপি নেতা লাল্টু দাস বলেন, বিজেপি সরকার গড়লে দ্রুত অন্নপূর্ণা প্রকল্প চালু করা হবে। মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিজেপিকে সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এখন দেখার, শেষ পর্যন্ত মহিলা ভোট কোন দলের ঝুলিতে যায়।

বহরমপুরে ভোটে উত্তেজনা, এজেন্ট মারধরের অভিযোগে সরব অধীর

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ঘিরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই একাধিক অভিযোগ ও উত্তেজনার ঘটনা সামনে এসেছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বুথে এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ তোলা হয়েছে। অভিযোগ, কুঞ্জঘাটা এলাকার ১ নম্বর বুথে কংগ্রেসের এজেন্ট মনোরঞ্জন সরকারকে মারধর করা হয়। ছেলেকে বাঁচাতে গেলে আক্রান্ত হন তাঁর বাবা বিষ্ণু সরকারও। আহত বিষ্ণু সরকারকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

অন্যদিকে, ভোটারদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে বুথের বাইরে অবস্থান নিলেন বহরমপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর রঞ্জন চৌধুরী। একটি মন্দিরের চাতালে বসে তিনি জানান, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্ত ভোটার ভোট না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই থাকবেন। ভোটের গতি অত্যন্ত ধীর বলে অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বহু বুথে ভোটারদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। বিশেষ করে বহরমপুর বিধানসভার ১৪১ নম্বর বুথে ধীরগতিতে ভোটগ্রহণের অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান অধীর। বুথ থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের তিনি জানান, সকাল থেকে ওই বুথে চার বার ইভিএম বিকল হয়েছে। প্রিসাইডিং অফিসারও তাঁর কাছে অসহায়তার কথা জানিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। কমিশনের ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা এসে মেশিন পরীক্ষা করলেও, মেশিন পাল্টানোর পরও একই সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। অধীর রঞ্জন চৌধুরী আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস যৌথভাবে তাঁর ভোট কাটার ষড়যন্ত্র করছে। যদিও তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের নেওয়া ব্যবস্থায় এখনও পর্যন্ত বহরমপুর বা মুর্শিদাবাদ জেলায় বড় কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটেনি। সব মিলিয়ে বহরমপুরে ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে অভিযোগ, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও রাজনৈতিক চাপানউতোরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নির্বাচনী পরিবেশ।

তৃণমূলের বোতাম টিপলে ভোট যাচ্ছে বিজেপিতে! 'ইভিএম বিভ্রাট' ঘিরে বিতর্ক

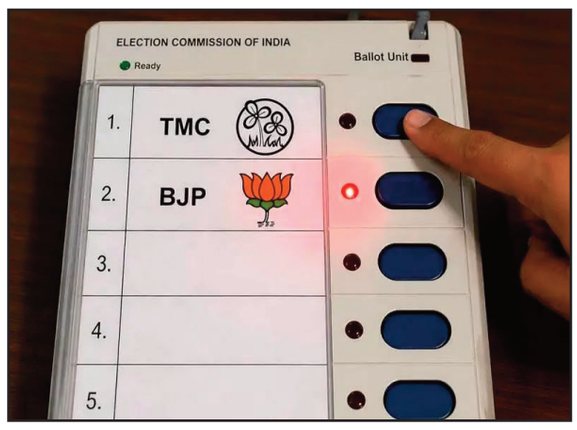

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এ মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক কেন্দ্রে ভোটগ্রহণকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। বড়ঞা বিধানসভার ১৮৬ নম্বর বুথে ইভিএম বিভ্রাটের অভিযোগকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় ভোটারদের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে বোতাম চাপলেও ভোট বিজেপির ঘরে চলে যাচ্ছে। এই অভিযোগ সামনে আসতেই বুথের বাইরে বিক্ষোভ শুরু হয়। ভোটাররা দাবি করেন, ভোটযন্ত্রে কারচুপি হয়েছে। ঘটনাটি বড়ঞার গোদাপাড়া এলাকার ১৮৬ নম্বর বুথে। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিছু সময়ের জন্য ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। প্রায় একই ধরনের অভিযোগ উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামেও। ১৫১ নম্বর বুথে বিরুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটাররা যাকেই ভোট দিচ্ছেন, ভোট বিজেপিতে চলে যাচ্ছে। এই অভিযোগ ঘিরেও উত্তেজনা তৈরি হয় এবং কিছু সময়ের জন্য ভোট বন্ধ থাকে। এদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরেও ইভিএম বিকল হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল প্রার্থী অখিল গিরি অভিযোগ করেন, রামনগর ১ নম্বর বুথ-সহ চারটি জায়গায় ইভিএমের ১ নম্বর বোতাম কাজ করছে না। তিনি বলেন, নতুন ইভিএম আনার দাবি জানানো হয়েছে। খারাপ ইভিএমের কারণে ধীর গতিতে ভোট চলছে বলেও দাবি করেন তিনি। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের নওদাতেও রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। নওদা থানা এলাকার শিবনগর গ্রামের ১৭৩ নম্বর বুথে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবীরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁকে লক্ষ্য করে 'চোর চোর', 'গো ব্যাক' এবং 'বিজেপির দালাল' স্লোগান ওঠে। অভিযোগ, বিক্ষোভের মুখে হুমায়ুন কবীর তৃণমূল কর্মীদের দিকে তেড়ে যান। পরে তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ভোটের দিন মুর্শিদাবাদ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ইভিএম বিভ্রাট, বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনায় নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ভোটার কার্ড হাতে, তবু ভোট নয়! কান্নায় ভাসল ৩০০ ভোটার

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বছরের পর বছর ভোট দিয়ে আসছেন। হাতে রয়েছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড;সব বৈধ পরিচয়পত্র। তবু এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারলেন না মুর্শিদাবাদের দিগরি গ্রামের বহু মানুষ। বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো অন্যদের ভোট দিতে দেখলেন তাঁরা। কারও চোখে জল, কারও গলায় ক্ষোভ, আবার কেউ আবেগে ভেঙে পড়লেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দিগরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৬১ নম্বর বুথে এই হৃদয়বিদারক ছবি ধরা পড়েছে। গ্রামের মাত্র ১০০ মিটার দূরে দিগরি প্রাথমিক স্কুলে ভোটগ্রহণ চলছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সীমার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রায় ৩০০ জন ভোটার। প্রত্যেকের হাতেই ভোটার কার্ড। অনেকের কাছে আধার কার্ডও ছিল। তবু তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় নেই। স্থানীয়দের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরেই তাঁদের নাম বাদ পড়েছে। বুথের মোট ৮৮২ জন ভোটারের মধ্যে ৩১৭ জনের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। ফলে তাঁরা ভোট দিতে না পেরে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যদের ভোট দেওয়া দেখলেন। এই বাদ পড়া ভোটারদের মধ্যে যেমন ৮০ বছরের প্রবীণ রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন ৩০ বছরের যুবক-যুবতী। এমনকি গত বছর নতুন ভোটার হওয়া কয়েকজনের নামও তালিকায় নেই। অনেকেই ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, তকোনও দলের কোনও প্রার্থী আমাদের পাশে দাঁড়াননি। ভোট চাইতে কেউ গ্রামে আসেনি। এখন আমরা কী করব?দ ঘটনায় গ্রামে চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারার কষ্টে অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়ায় গোটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম বাদ পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। তাই ভোটের দিনে দিগরি গ্রামের এই ছবি ফের সেই বিতর্ককে উসকে দিল।

ভোটের সকালেই রক্তাক্ত ডোমকল বামেদের বুথে যেতে বাধা তৃণমূলের

নয়া জামানা,ডোমকল ঃ নির্বাচনের সকালেই উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের ডোমকল। বুধবার রাত থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষের পর বৃহস্পতিবার সকালে ভোটদানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। বাম সমর্থকদের ভোট দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে দ্রুত রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার রাত থেকেই ডোমকলের বাম ও তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে জখমও হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বৃহস্পতিবার সকালে ফের ডোমকলের রায়পুর এলাকায় পরিস্থিতি চরম আকার নেয়। অভিযোগ, বামপন্থীদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।

ভোটারদের ভয় দেখানো এবং রাস্তা আটকে রাখার অভিযোগও সামনে এসেছে।প্রাথমিকভাবে ভোটারদের একাংশ অভিযোগ করেন যে, গোলমালের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল। বারবার সাহায্য চেয়েও লাভ হয়নি বলে দাবি সিপিএম সমর্থকদের। তবে বাহিনীর কর্তারা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পরবর্তীতে হ্যান্ডমাইক হাতে এলাকায় নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় জওয়ানরা।

সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে তাঁদের নিরাপত্তায় বুথে পৌঁছে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ওই বুথ পরিদর্শনে যান তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীর। তাঁকে দেখা মাত্রই ভোটারদের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। যদিও ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এই ঘটনায় ডোমকলজুড়ে চাপা উত্তেজনা। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও ভোটারদের বাধা দেওয়ার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের ভূমিকা। কমিশনের নির্দেশে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে বাহিনী।

তল্লাশি নিয়ে বচসা,ভোট না দিয়েই বুথ ছাড়লেন বাইরন বিশ্বাস

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তা নাকি পরিকল্পিত হেনস্থা? অভিযোগ তুলে সরব হলেন সাগরদীঘির বিদায়ী বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। তাকে পাঁচ-পাঁচবার তল্লাশি করার অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন তিনি। শেষমেশ ভোট না দিয়েই বুথ ছাড়লেন বিধায়ক। ঠিক কী ঘটেছিল ধুলিয়ানের গান্ধী বিদ্যালয়ে?বৃহস্পতিবার বিকেলে ধুলিয়ানের গান্ধী বিদ্যালয়ে নিজের বুথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়েছিলেন সাগরদীঘি বিধানসভার বিধায়ক বায়রন বিশ্বাস। কিন্তু বুথে ঢোকার মুখেই তাকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে। বিধায়কের দাবি, একবার বা দুবার নয়, তাকে মোট পাঁচবার তল্লাশি করা হয়। একজন জনপ্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও কেন বারবার এই হেনস্থা? এই প্রশ্ন তুলে জওয়ানদের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তিনি। এলাকায় তৈরি হয় চরম উত্তেজনা। বাহিনীর আচরণে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করায় শেষ পর্যন্ত ভোট না দিয়েই কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যান বাইরন বিশ্বাস।তিনি বলেন ক্ষুএটা একটা পরিকল্পিত চক্রান্ত। আমাকে পাঁচবার তল্লাশি করা হয়েছে। আসলে শামশেরগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নূর আলমকে হারানোর উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনী এই ভাবে হয়রানি করছে। ওরা চাইছে সাধারণ মানুষ আর কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিতে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদেই আমি ভোট না দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।ক্ষুবিধায় কের স্পষ্ট অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিরপেক্ষভাবে কাজ না করে শাসকদলের প্রার্থীকে হারানোর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। তৃণমূল শিবিরের দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাদের বিধায়ককে অপমান করা হয়েছে। অন্যদিকে, ঘটনার জেরে গান্ধী বিদ্যালয় বুথ চত্বরে দীর্ঘক্ষণ থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করে।নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনে তল্লাশি, নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে অন্য কোনো রাজনৈতিক সমীকরণ? সেই বিতর্ক এখন ধুলিয়ানের অলিতে-গলিতে। তবে একজন বিধায়কের ভোট না দিয়ে ফিরে যাওয়ার ঘটনা এই দফার ভোটে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জিয়াগঞ্জে ভোট দিলেন গায়ক অরিজিৎ সিং

নয়া জামানা,জিয়াগঞ্জে ঃ প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে বৃহস্পতিবার বিকালে মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২৬ নম্বর বুথে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন দেশের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক অরিজিৎ সিং। জিয়াগঞ্জের শিবতলা ঘাট এলাকার বাসিন্দা এই শিল্পী নিজের বাড়ির কাছেই প্রীতম সিং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দেন।এদিন বিকালে স্ত্রী কোয়েলকে সঙ্গে নিয়ে সস্ত্রীক স্কুটিতে করে হঠাৎই ভোটকেন্দ্রে হাজির হন তিনি। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ওই বুথেই নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন গায়ক। তবে ভোট দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি অরিজিৎ সিং। দূর থেকেই নিজের আঙুলের কালি দেখিয়ে তিনি বলেন কি বার্তা দেবেন? সাংবাদিকের প্রশ্ন শুনে হেসে লুটপুটি খেলেন গায়ক। বললেন, আমি আবার কি বার্তা দেব? লোকে ভাববে আমি নেতা হয়ে গেছি। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাজ্যে প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই আবহেই সাধারণ মানুষের পাশাপাশি তারকারাও ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশ নেন।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 24-04-2026 10:29 Page 7

‘বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলেই সিএএ, এটাই মোদির গ্যারান্টি’ ঃ কৃষ্ণনগর থেকে হুংকার প্রধানমন্ত্রীর

‘জয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে’, নদীয়ায় বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখ থেকে শোনা গেল এই ভক্তিমূলক সুর। বৃহস্পতিবার নদীয়ার কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দানের জনসভা থেকে তৃণমূলকে তীব্র নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী। ২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের পরে তৃণমূলকে ঝাল মুড়ি খাওয়াবো, দাবি প্রধানমন্ত্রীর। এছাড়াও ভোটে জিতলে গোটা পশ্চিমবাংলায় লাড্ডু বিলাবে বিজেপি, এবার নির্বাচন ৫০ বছরের রেকর্ড তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী জানান, আমি নির্বাচন কমিশনকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। লোকতন্ত্রকে বজায় রেখে এবার নির্বাচন হচ্ছে এই রাজ্যে। তৃণমূলের সিন্ডিকেট সরকার আর চলবেনা, এই রাজ্যে ডবল ইঞ্জিনের সরকার গড়বে বিজেপি। তৃণমূলের জঙ্গল রাজের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ অলিতে গলিতে লড়াই করবে। এবারের নির্বাচণ বাংলায় জনতা জনার্দনের

নির্বাচন, রায় দেবে জনতা জনার্দন। আমি যেখানে যেখানে যাচ্ছি, মানুষ একটাই কথা বলছে অনেক হলো আর নয়।

তৃণমূলের সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে এবার হবে বাংলায় নির্বাচন। বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃণমূল, কিন্তু কারোর বাড়িতে পৌঁছায়নি পানীয় জল। প্রত্যেকটি নির্বাচনে স্বাস্থ্য পরিসেবা নিয়ে বড় কথা বলে তৃণমল।কৃষ্ণনগরের অঞ্জনা নদীতে চলছে প্রোমোটার রাজ, এইসব আর চলবে না। তৃণমূলের গুন্ডারাজ শেষ।

জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর দাবি নমঃশূদ্র, উদ্বাস্তু পরিবার এবং মতুয়া পরিবারদের তৃণমূলের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। বাংলায় বিজেপি সরকার তৈরি হতেই প্রথম শুরু হবে সিএএ, এটা মোদির গ্যারান্টি। আমি সবাইকে কথা দিচ্ছি আপনাদের প্রত্যেকের সমস্যার সমাধান আমি করব। আগামী ৪ঠা মের পর ডবল ইঞ্জিনের সরকার ডবল গতিতে বাংলার বিকাশ করে দেখাবে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে আবারও প্রধানমন্ত্রীর এই গ্যারান্টি রাজ্যের মানুষকে কতটা প্রবাহিত করতে পারে তা বলবে ৪ঠা মে।

হয়রানির পর সুরাহা, প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ভোট দিলেন নন্দলাল বসুর নাতি

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর নাতি সুপ্রবুদ্ধ সেন ও তাঁর পরিবার। তবে সেই অধিকার প্রয়োগের পথে একাধিক বাধার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁদের, এমনই অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার সকালে শান্তিনিকেতনের স্টাফ ক্লাবে ভোট দিতে যান ৮৮ বছর বয়সি সুপ্রবুদ্ধ সেন, তাঁর স্ত্রী দীপা সেন এবং পরিবারের সদস্য চক্রধর নায়েক। সদ্য প্রকাশিত সংশোধিত ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম থাকা সত্ত্বেও প্রথমে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বুথে তাঁদের জানানো হয়, সিউড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। সমস্ত বৈধ পরিচয়পত্র সঙ্গে থাকলেও তাঁদের দু'বার ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে দাবি পরিবারের।

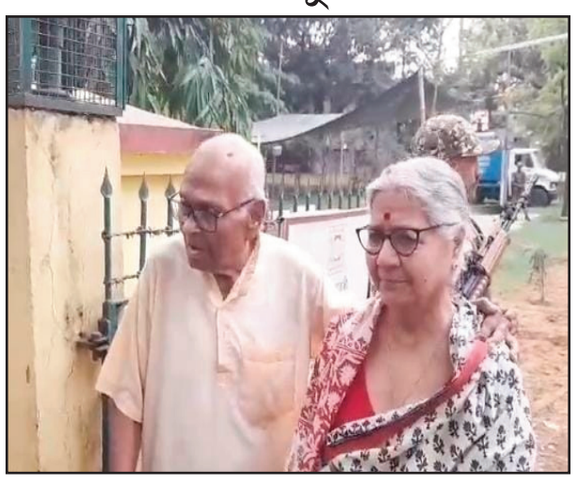

জানা গিয়েছে, এই ঘটনার সূত্রপাত খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় থেকে। তখন তাঁদের নাম ‘বিবেচনাধীন’ রাখা হয়। পরে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা বাড়িতে গিয়ে নথি যাচাই করেন। সেখানে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখানো হলেও চূড়ান্ত তালিকায় নাম ওঠেনি। এই বিষয়টি সামনে আসতেই প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয় ও তাঁদের ফর্ম ৬ পূরণ করানো হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সমস্যার সমাধানের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে বুধবার প্রকাশিত নতুন ভোটার তালিকায় সুপ্রবুদ্ধ সেন, দীপা সেন এবং চক্রধর নায়েকের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পরিবারের অভিযোগ, নাম ওঠার পরও তাঁদের সঙ্গে কোনও প্রশাসনিক যোগাযোগ করা হয়নি। ফলে বিভ্রান্তি থেকেই যায়। এদিনে ভোট দিতে গিয়ে সেই বিভ্রান্তির জেরেই সমস্যার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। পরে ঘটনাটি জানাজানি হতেই প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত বিকালে তাঁদের ভোটদানের ব্যবস্থা করা হয়। ভোট দিয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন পরিবারের সদস্যরা। চক্রধর নায়েক বলেন, শেষ পর্যন্ত ভোট দিতে পেরে ভালো লাগছে, কিন্তু অযথা যে ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হল, তা এড়ানো যেত। সুপ্রবুদ্ধ সেন বলেন, আমার ৮৮ বছর বয়স, এত সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে ভাবিনি। শেষ পর্যন্ত ভোট দিতে পারলাম। হয়তো এটাই আমার শেষ ভোট।

তৃণমূলের বোতাম টিপলে বিজেপিতে ভোট ; অভিযোগে অশান্ত দুবরাজপুর, লাঠিচার্জ-ইট ছোঁড়াছুঁড়িতে জখম একাধিক

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভার লোকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬৫ নম্বর বুথে ইভিএম সংক্রান্ত অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় কয়েকজন ভোটার দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নরেশ বাউরির প্রতীকে বোতাম টিপলেও ভোট বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহার ঘরে চলে যাচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রিজাইডিং অফিসার সাময়িকভাবে ভোটগ্রহণ বন্ধ রেখে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান।ঘটনার পরেই বুথের সামনে ভিড় জমাতে থাকেন গ্রামবাসীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উত্তেজনা আরও বাড়ে। প্রথমে লাঠিচার্জ করা হয়, পরে স্থানীয়দের তরফে ইট-পাটকেল ছোঁড়া শুরু হয়। এই সংঘর্ষে হিমাচল পুলিশের তিন জওয়ান, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দুই কর্মী এবং সেক্টর গাড়ির চালক আহত হন।পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ডিআইজি ও জেলা পুলিশ সুপার সূর্য কুমার যাদব। প্রায় এক ঘণ্টা ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকার পর পুনরায় ভোট শুরু হয় এবং পরে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় ভোট প্রক্রিয়া। আহতদের নাকড়াকোন্দা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। জেলা পুলিশ সুপার সূর্য কুমার যাদব জানান, ঘটনার জেরে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।পরবর্তীতে কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ভোট হয়েছে। পাশাপাশি, ভোটের আগের রাত থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনায় জেলাজুড়ে মোট প্রায় ২৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ভোটার তালিকায় ভুল, কমিশনের গাফিলতির জেরে হয়রানির শিকার ৯ জন ভোটার

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূম জেলার রামপুরহাট ২৯১ বিধানসভা কেন্দ্রের সোঁতশাল গ্রামে ভোটগ্রহণের দিন একাধিক ভোটারকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় চরম বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা। অভিযোগ, ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও সকালবেলা বুথে গিয়ে অন্তত ৯ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। এই ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামজুড়ে এবং প্রশ্ন ওঠে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে।বঞ্চিত ভোটারদের অভিযোগ, তাঁদের কাছে সমস্ত বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও বুথে গিয়ে জানানো হয়, তালিকায় তাঁদের নাম নেই। অথচ আগে থেকেই বিএলও তাঁদের ভোট দেওয়ার জন্য চিরকুট দিয়ে গিয়েছিলেন। সাহিদুল সেখ বলেন, সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ভোট দিতে পারিনি, মনে হচ্ছিল আমাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। রিয়াজ সেখের কথায়, চিরকুট ছিল, নামও ছিল;তবুও ফিরিয়ে দেওয়া হয়, খুব অপমানিত লাগছিল।

আমিনা খাতুন জানান, অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেও কোনও লাভ হয়নি, আমরা অসহায় হয়ে পড়েছিলাম।পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠলে সামনে আসেন পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি সুমজান সেখ। তিনি জানান, সকাল ৯টা থেকেই এই সমস্যা চোখে পড়ে। একের পর এক মানুষ এসে জানাতে থাকেন যে তারা ভোট দিতে পারছেন না। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করি এবং বিকেল ৪টা পর্যন্ত লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যাই যাতে কেউ বঞ্চিত না হন। তাঁর দাবি, শুধু সোঁতশাল নয়, পুরাতন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৭০ জন ভোটার একই সমস্যার মুখোমুখি হন।ঘটনার মূল কারণ হিসেবে পরে জানা যায়, প্রিজাইটিং অফিসারের কাছে থাকা ভোটার তালিকাটি আপডেটেড ছিল না। সেই পুরনো তালিকার ভিত্তিতেই ভোট প্রক্রিয়া চলছিল, যার ফলে প্রকৃত ভোটারদেরও প্রথমে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বিষয়টি প্রশাসনের উচ্চস্তরে জানানো হলে মোহাম্মদবাজার ব্লকের বিডিও দ্রুত হস্তক্ষেপ করেন।মহঃবাজার ব্লকের বিডিও সাহেব এই ব্যাপার নিয়ে প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করেন এবং তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে দ্রুত আপডেটেড তালিকা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় ভোটার ও বাসিন্দারা তাঁর এই তৎপরতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁকে ধন্যবাদ জানান।বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ আপডেটেড ভোটার তালিকা বুথে পৌঁছয়। এরপর একে একে বঞ্চিত ভোটারদের ডেকে এনে তাঁদের ভোট গ্রহণ করা হয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভোট দিতে পেরে স্বস্তি ফিরে পান ভোটাররা। মুসকান খাতুন বলেন, অনেক কষ্টের পর ভোট দিতে পেরেছি, এখন ভালো লাগছে। মনিরা খাতুনের কথায়, শেষ পর্যন্ত আমাদের ভোট নেওয়া হয়েছে, এজন্য আমরা খুশি।স্থানীয়দের একাংশ সুমজান সেখের নিরলস প্রচেষ্টা এবং প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মতে, সময়মতো উদ্যোগ না নিলে অনেকেই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থেকে যেতেন।তবে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, এমন গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপডেটেড তালিকার অভাব কোনওভাবেই কাম্য নয় এবং এটি বড় ধরনের প্রশাসনিক ত্রুটি বলেই মনে করা হচ্ছে।ভোট দিতে পারলেও নির্বাচন কমিশনের এহেন আচরণ নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

মেয়ে সুকন্যাকে সাথে নিয়ে সকাল সকাল ভোট দান করলেন অনুব্রত

বীরভূমে ভোটের দিনে যেন বদলে যাওয়া এক রাজনৈতিক চিত্রের সাক্ষী থাকল রাজ্য। দীর্ঘ বিরতির পর আবার ভোটের লাইনে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে।একসময় যাঁর দাপটে বীরভূমের রাজনীতি উত্তপ্ত থাকত, সেই ‘কেষ্ট’ এদিন অনেকটাই সংযত, শান্ত মেজাজে ভোট দিলেন।বৃহস্পতিবার প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে বোলপুরের ভগবতী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের বুথে কন্যা সুকন্যা মণ্ডলকে পাশে নিয়ে ভোট দেন তিনি। সকাল সকাল বুথে পৌঁছে ভোটদান সারেন, আর বুথ থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বার্তায় বলেন, খুব ভালো ভোট হচ্ছে।

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বীরভূমে ভোটের দিনে যেন বদলে যাওয়া এক রাজনৈতিক চিত্রের সাক্ষী থাকল রাজ্য। দীর্ঘ বিরতির পর আবার ভোটের লাইনে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে।একসময় যাঁর দাপটে বীরভূমের রাজনীতি উত্তপ্ত থাকত, সেই ‘কেষ্ট’ এদিন অনেকটাই সংযত, শান্ত মেজাজে ভোট দিলেন।বৃহস্পতিবার প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে বোলপুরের ভগবতী নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের বুথে কন্যা সুকন্যা মণ্ডলকে পাশে নিয়ে ভোট দেন তিনি। সকাল সকাল বুথে পৌঁছে ভোটদান সারেন, আর বুথ থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বার্তায় বলেন, খুব ভালো ভোট হচ্ছে। আপনারাও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন।গরমের মধ্যেও ভোটারদের উৎসাহ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর এটাই অনুব্রত মণ্ডলের প্রথম ভোটদান।

২০২২ সালে গরু পাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি তিনি। সেই অধ্যায় কাটিয়ে ফের ভোটমুখী রাজনীতিতে তাঁর প্রত্যাবর্তন স্বাভাবিকভাবেই বীরভূমের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্য তৈরি করেছে।একসময় ভোটের দিন ‘গুড়-বাতাসা’ বিলি, ‘চড়াম-চড়াম’ মন্তব্য কিংবা বিরোধীদের উদ্দেশ্যে কড়া ভাষার জন্য পরিচিত ছিলেন অনুব্রত। কিন্তু এদিন সেই চেনা আগ্রাসী চেহারার বদলে দেখা গেল এক সংযত, হাস্যোজ্জ্বল নেতা।সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিনয়ী সুরে জবাব দিয়ে অনুগামীর বাইকে চেপে বাড়ি ফিরে যান তিনি।তবে রাজনৈতিক আত্মবিশ্বাসে কোনও ঘাটতি ছিল না। ভোট দিয়ে বেরিয়েই তিনি দাবি করেন, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ২৩০-র বেশি আসনে জয়ী হবে। তাঁর কথায়, অমানুষ নিজের মতামত দিচ্ছেন। বীরভূমের সব আসন তৃণমূলের দখলেই থাকবে।দ একইসঙ্গে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন শান্তিপূর্ণ ভোট চেয়েছিলেন, তেমনই নির্বাচন হচ্ছে।এদিনের আরেকটি আবেগঘন মুহূর্ত ছিল তাঁর মেয়ে সুকন্যা মণ্ডলের উপস্থিতি। হাতে মায়ে ছবি নিয়ে তিনি বাবার সাথে আসেন ভোট।

রণক্ষেত্র লাভপুর ! বিজেপির ইলেকশন এজেন্ট থেকে প্রার্থী- উভয়ের উপর দুষ্কৃতি হামলা

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ফের রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা।লাভপুর বিধানসভার ভ্রমরকল অঞ্চলের ভ্রমরকল গ্রামে ৬৮ নাম্বার বুথে আক্রান্ত হলেন বিজেপির ইলেকশন এজেন্ট বিশ্বজিৎ মন্ডল। তাঁকে মারধোর করার অভিযোগ উঠলো তৃনমূলের বিরুদ্ধে। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, গ্রামে যাচ্ছিল ইলেকশন এজেন্ট আর তখন তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা তার গাড়ির উপর ইট পাথর দিয়ে হামলা চালায়। তারপর বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ মন্ডল এর মাথায় আঘাত করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীকে আটক করা হয় বলে জানা গেছে পুলিশ সূত্রে। এই মুহূর্তে বিজেপি নেতা হাসপাতালে গুরুতরভাবে যখন অবস্থায় ভর্তি রয়েছে। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝার উপর বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কীর্ণাহার থানার অন্তর্গত ঠিবা অঞ্চলের কাজীপাড়া গ্রামে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে একটি বুথ পরিদর্শনে যাওয়ার সময় দেবাশিস ওঝার গাড়ি

লক্ষ্য করে ইঁট-পাথর ছোড়া হয়। অভিযোগ, একদল দুষ্কৃতী গাড়ির উপর উঠে পড়ে প্রার্থীকে লক্ষ্য করে কিল-ঘুষি ও ইট দিয়ে আঘাত করে। হামলায় প্রার্থীর দেহরক্ষীও আক্রান্ত হন।শুধু তাই নয়, ঘটনায় পুলিশের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয় এবং কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন বলে অভিযোগ।ঘটনার পর দেবাশিস ওঝা বলেন, গ্রামে ঢুকতেই তৃণমূল নেতাদের নেতৃত্বে আমাদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। আমরা কি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে বাস করছি? আমার আশঙ্কা, ওই বুথগুলিতে অনিয়ম হয়েছে। বিষয়টি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি।দ তিনি ওই বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবিও জানান।অন্যদিকে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে শাহীন কাজী অভিযোগ করেন, হঠাৎই ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দেওয়ায় স্থানীয় ভোটাররা ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন, যার জেরেই এই ঘটনা ঘটে।ঘটনার জেরে এলাকায় চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে কীর্ণাহার থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে লাভপুরে ফের একবার ভোট-পরবর্তী নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, কমিশনে যাওয়ার হুমকি কাজল শেখের

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলাকালীন বীরভূমের হাঁসন বিধানসভার অন্তর্গত নওয়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি বুথে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা হাসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কাজল শেখ বুথে প্রবেশ করতে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে তাকে বাধা দেওয়া হয়। এর জেরে বেশ কিছুক্ষণ বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাকে।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোটগ্রহণ চলাকালীন পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও হঠাৎই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। কাজল শেখের দাবি, তিনি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য বুথে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী বিনা কারণে তাকে আটকে দেয়। যদিও এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করে কাজল শেখ স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন এবং প্রিজাইডিং অফিসারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলবেন।এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা। ভোটের দিনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে বলে মনে করছেন অনেকে।

বোলপুরে বিক্ষিপ্ত ঘটনা, শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন প্রথম দফার ভোট

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বোলপুর মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নির্বিঘ্নেই চলে ভোট প্রক্রিয়া।

তবে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা সামনে এসেছে।

বোলপুরের ২২২ নম্বর বুথে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ সপরিবারে ভোট দিলেও তাঁর হাতে কালি না লাগানো এবং ভিভিপ্যাট স্লিপ দেখতে না পাওয়ার অভিযোগ ওঠে। ইলামবাজারের একাধিক বুথে আইএসএফ এজেন্টদের বসতে না দেওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে।

একাধিক জায়গায় ইভিএম বিকল হওয়ায় ভোটগ্রহণ ব্যাহত হয়; বোলপুরের বাঁধগোড়া হাই স্কুল, বনডাঙ্গা ১৬১ নম্বর বুথ এবং সাত্তোর ১৪২ নম্বর বুথে দীর্ঘক্ষণ ভোট বন্ধ থাকে, ফলে রোদে লাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ভোটাররা।

লাভপুরের একটি বুথে ইভিএমের বোতামে কালি থাকার অভিযোগ উঠলেও পরে তা পরিষ্কার করা হয়।এদিকে, ইলামবাজারের ধানসরা গ্রামে এক আইএসএফ কর্মীকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

পাশাপাশি নানুরে ভোটারদের ভয় দেখানো ও বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী খোকন দাস।যদিও প্রশাসনের দাবি, কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ চলছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 24-04-2026 10:29 Page 8

হাইভোল্টেজ পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্রে নির্বাচন হলো নির্বিঘ্নে , সস্ত্রীক ভোট দিতে এসে প্রশাসনের প্রশংসায় তৃণমূল প্রার্থী

রাকেশ লাহা ।। নয়া জামান।। পশ্চিম বর্ধমান

সকাল সাতটা থেকে ভোট গ্রহণের সমাপ্তি পর্যন্ত জেলার হাইভোল্টেজ বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত পাণ্ডবেশ্বরে ভোট গ্রহণ হল নির্বিঘ্নে। সস্ত্রীক ভোট দিতে এসে ভোটকেন্দ্রে প্রশাসনিক নিরাপত্তা, এবং বিশৃঙ্খলা এড়াতে মুহুর্মুহু এলাকায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারী নিয়ে প্রশংসা করলেন তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৫২ টি বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন। যার মধ্যে একটি খনি অঞ্চল পাণ্ডবেশ্বর। যা জেলা পশ্চিম বর্ধমানের বুকে একটি হাই ভোল্টেজ বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবেই চিহ্নিত ছিল সকলের কাছে। যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থী দিলেও ওয়াকিবহাল মহলের মতে এই কেন্দ্রের লড়াই ছিল মূলত তৃণমূল বিজেপি এবং সিপিএমের অর্থাৎ ত্রিমুখী। তবে এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে মানুষ কাকে বেশি অগ্রাধিকার দিল সেটি নিশ্চয়ই ৪ তারিখের পরই দেখা যাবে। কিন্তু নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হাইভোল্টেজ বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন যেভাবে হলো তা কেউই কল্পনা করতে পারেনি। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক ও পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের অধিকাংশ বুথেই ছিল ভোটার কার্ড হাতে ভোটারদের ব্যাপক ভিড়। সুশৃংখলভাবে ও প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে ভোট কেন্দ্রে এসে সকল ভোটার টিপলো ইভিএম এর বোতাম। এদিন পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সস্ত্রীক বালুডাঙ্গা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ৮৭ নম্বর বুথে ভোট দিতে এসে জানান, প্রখর রৌদ্রকে উপেক্ষা করে মানুষ উৎসবের মেজাজে ভোট দান করছে পাণ্ডবেশ্বর জুড়ে। ভোট কেন্দ্র গুলিতে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ও উৎসাহ এর আগে কখনো দেখা যায়নি। অন্যদিকে তিনি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে জানান ,উনারা খুবই তৎপর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভোটারদের সহযোগিতা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোনরকম কোন বিশৃঙ্খলা এড়াতে এলাকায় ঘনঘন টহলদারিও জারি রেখেছে। এমন নির্বাচনে সাধারণ মানুষও সন্তুষ্ট প্রকাশ করেন। তারা জানান ভোট এবার ভোটের মতোই হল।

সর্বকালীন রেকর্ড, ছ'টা পর্যন্ত ৯০ পার!

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ এখনো পর্যন্ত হওয়া সব নির্বাচনের ভোট পড়ার পুরনো রেকর্ড ভেঙে, ভোট পড়ার ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার সর্বকালীন রেকর্ড হলো। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ভোট পড়েছে ৯০.১৬ শতাংশ। এসআইআর প্রক্রিয়া শেষে প্রথম দফায় হওয়া আরো ১৫ টি জেলার সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই রেকর্ড সংখ্যায় ভোট পড়লো। রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা নির্বাচনী দপ্তর সূত্রে এমনটাই জানা গেছে। সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত ভোট হওয়ার কথা। সেই মতো পশ্চিম বর্ধমান জেলার নয়টি বিধানসভায় ২৫৮৮ টি বুথের মধ্যে বেশিরভাগ বুথে ভোট শেষ হয়েছে বলে জানা যায়। কয়েকটি বুথে ছটার পরেও ভোটারদের লাইন ছিলো। সেই কারণে মনে করা হচ্ছে, সন্ধ্যে ছটার পরে যে শতাংশ পাওয়া গেছে, তার সামান্য রকমফের হতে পারে। এদিন সন্ধ্যে পাঁচটা পর্যন্ত পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ভোট পড়েছিলো ৮৬.৯৭ শতাংশ।ভোট শতাংশের হিসেবে জেলার পান্ডবেশ্বর বিধানসভায় সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে। এখানে ভোট শতাংশের হার প্রায় ৮৯ শতাংশের মতো। সবচেয়ে কম আসানসোল উত্তর বিধানসভায় ভোট পড়েছে।

এখানে ভোট পড়ার হার সাড়ে ৮৪ শতাংশের বেশী। সকাল সাতটা থেকে ভোট শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময় ছিলো। কিন্তু তার প্রায় আধঘন্টা আগে থেকেই বুথে বুথে ভোটার লাইন পড়ে যায়। তারপর যত সময় গড়িয়েছে, একদিকে ততো গরম বেড়েছে, অন্যদিকে, ভোটারদের লম্বা লাইন পড়েছে বুথে বুথে। জেলার নয়টি বিধানসভার শহর থেকে গ্রামে ছিলো একই ছবি। ভোট শুরুর পরে প্রতি দু'ঘন্টায় জেলার নয়টি বিধানসভায় গড়ে ২০ শতাংশ হারে ভোট পড়েছে। দুপুরের দিকে গড়ে ভোট পড়ার হার সামান্য কমে যায়। বলতে গেলে, এদিনের ভোটে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বড় কোন ঘটনা ঘটেনি। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে পশ্চিম বর্ধমানে ভোট প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। একমাত্র আসানসোল উত্তর বিধানসভার বার্নপুরের রহমতনগরে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। তাতে গাড়ির পেছনের কাঁচ ভেঙ্গে গেলেও, কেউ জখম হননি।

গোটা বিষয়টি জানিয়ে হিরাপুর থানায় বিজেপি প্রার্থী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তবে, কিছু বুথে সকাল থেকে খুব স্লো পোলিং বা আস্তে ভোট হচ্ছিলো। যা নিয়ে, সাধারণ পর্যবেক্ষক ও পুলিশ পর্যবেক্ষকের কাছে অভিযোগ জানানো হয়।

তারপরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। একইভাবে, বেশ কয়েকটি বুথের কেন্দ্রীয় বাহিনীর পরিবর্তে রাজ্য পুলিশ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠে। নির্বাচন কমিশনের কাছে এই ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের হয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো পুলিশ পর্যবেক্ষক সেই বুথে যান ও অভিযোগ খতিয়ে দেখেন। দুর্গাপুরের একটি বুথের ইভিএম মেশিন খারাপ হয়ে যায়। যে কারণে ভোট শুরু হতে সামান্য দেরী হয়।

বর্ধমান দক্ষিণে মৌমিতার প্রচারে মনোজ তেওয়ারিঃ ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা,বর্ধমান ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটগ্রহণকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপের মাঝেই বর্ধমান-দক্ষিণে প্রচারে এসে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন বিজেপি সাংসদ মনোজ তেওয়ারি। বর্ধমান দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রের সমর্থনে আয়োজিত এক প্রচার শোভাযাত্রায় অংশ নিতে তিনি বর্ধমান শহরে আসেন। এদিন বর্ধমান শহরের মেহেদীবাগান এলাকা থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে লক্ষ্মীপুর মাঠ পর্যন্ত গড়ে ওঠে।

তবে র‍্যালি চলাকালীন মাঝপথেই তিনি তা ছেড়ে চলে যান, যা নিয়ে কিছুটা চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনোজ তেওয়ারি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ চলছে। তার কথায়, তএক-দুটো বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া ভোট প্রক্রিয়া ঠিকঠাকই এগোচ্ছে। কোথাও গণ্ডগোলের চেষ্টা হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।দ তিনি জানান, প্রথম পর্যায়ে ১৫২টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ চলছে এবং অধিকাংশ জায়গাতেই তা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে। যেসব জায়গায় সমস্যা হয়েছে, সেগুলির রিপোর্ট নেওয়া হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বীরভূম ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বিরোধীদের কটাক্ষ করেন। নাম না করেই তিনি বলেন, ভোট এলেই কিছু দলের তছাপ্পা ভোটদেওয়ার অভ্যাস রয়েছে, তবে এবার নির্বাচন কমিশনের কড়া পদক্ষেপে সেই সুযোগ কমে গেছে। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি দাবি করেন, তাদের সক্রিয়তার ফলেই ভোট প্রক্রিয়া অনেকটাই স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। তার মতে, দুপুরের মধ্যেই প্রায় ৬৭ শতাংশ ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হওয়া ভোটারদের উৎসাহের প্রতিফলন। তিনি আরও বলেন, আগের নির্বাচনে যেখানে শতাধিক অভিযোগ জমা পড়ত, সেখানে এবার এখন পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক অভিযোগ সামনে এসেছে। এতে নির্বাচন কমিশনের কার্যকারিতা স্পষ্ট বলেই দাবি করেন তিনি। বর্ধমান-দক্ষিণে এই প্রচার কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের জেতার ব্যাপারে আশাবাদী সাংসদ হয়ে আসানসোলে প্রথমবার ভোট দিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা বৃহস্পতিবার আসানসোলে রবীন্দ্র ভবনে হওয়া বুথে বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। তার সঙ্গে ছিলেন আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মলয় ঘটক।এই প্রসঙ্গে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন , বাংলায় এই প্রথম ভোট দেওয়ার জন্য আমি রবীন্দ্র ভবনে এসেছি।

বাংলায় ভোট দিয়ে আমার খুব ভালো লাগছে। এদিন ভোট দেওয়ার পরে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি বাংলারই একটি অংশ হয়ে গেছি। তিনি আরো বলেন , বাংলার মানুষের কাছ থেকে, বিশেষ করে আসানসোলের মানুষের কাছ থেকে আমি এত ভালোবাসা পেয়েছি যে, এখন তিনি নিজেকে বাংলারই একটি অংশ বলে মনে করি। বাংলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্য কেন্দ্রের সঙ্গে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রে প্রথম দফার ভোট নেওয়া হয়েছে। যেভাবে ভোটগ্রহণ হয়েছে,

তাতে আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী যে ৪ মে যখন ভোট গণনা হবে, তখন তৃণমূল আরও শক্তিশালী হয়ে ক্ষমতায় ফিরবে। কারণ তৃণমূলের নেতৃত্বে রয়েছেন এমন একজন নেতা যিনি সর্বদা জনগণের জন্য লড়াই করেছেন।

বাংলার জনগণের উপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এর পাশাপাশি, আসানসোলে ম্যাজিক ম্যান হিসেবে মলয় ঘটক আছেন।

জামুড়িয়ায় প্রায় ৯০ % ভোটার অংশগ্রহণ করল ভোটে , ৯৯ % এরও বেশি বুথে পোলিং এজেন্ট দিল বিজেপি

রাকেশ লাহা , নয়া জামানা , পশ্চিম বর্ধমান ঃ বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৩শে এপ্রিল রাজ্যে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন। বৈশাখের প্রখর দাবদাহকে উপেক্ষা করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ম্বর মতন প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা জেলা পশ্চিম বর্ধমানের জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন বুথে দেখা গেল ভোটারদের ব্যাপক উপস্থিতি। কোনরকম কোনো আপত্তিকর ঘটনা ঘটেনি এলাকায়। সাধারণ ভোটারদের অধিকাংশের দাবি এরকম ভোট এর আগে কখনোই হয়নি আমাদের এলাকায়। এই প্রথমবার শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হল জামুড়িয়া জুড়ে।

একই দাবি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের। সাধারণ মানুষ জনের বক্তব্য , ভোট মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার এবার প্রথম দফার নির্বাচনে সকাল থেকে সন্ধ্যা সেই অধিকার বজায় ছিল সাধারণ ভোটারদের। সকলেই তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। এদিন জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের শ্যামলা , চিচুড়িয়া ,

ডোবরানা , পড়াশিয়া , তফসি, কুনুস্তরিয়া সহ জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের আরো বিভিন্ন স্থানের মানুষজন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট দিতে পেড়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন। জানা যায় যে এবারের নির্বাচনে জামুরিয়া বিধানসভায় আনুমানিক ৯০ শতাংশ ভোটার ভোট দান করেন। এলাকার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র ঘুরে দেখা কালীন জামুরিয়ার তৃণমূল প্রার্থী হরেরাম সিং সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এদিন জানান, এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নেই ভোট হচ্ছে এলাকায়। তিনি জানান, বিভিন্ন বুথে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভিড়ই বেশি। এছাড়াও প্রশাসনও খুব সুন্দর ভাবে সহযোগিতা করছেন বলে জানান তৃণমূল প্রার্থী হরে রাম সিং। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী বিজন মুখার্জি জানান,

তীব্র গরম কে উপেক্ষা করে ভোট উৎসবে মানুষের অংশগ্রহণ ব্যাপক। নির্বাচন কমিশন খুব সুন্দর পদক্ষেপ নিয়েছে সমস্ত রকম বিশৃঙ্খলা এড়াতে। এদিন বিজন মুখার্জি আরও জানান প্রশাসনিক টহলদারি থাকার পরও বিভিন্ন স্থানে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা সাধারণ ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছেন এবং বুথের অদূরে বিভিন্ন স্থানে জমায়েত করছেন। বিজেপি প্রার্থীর কথায়,

অন্যান্য নির্বাচন গুলির তুলনায় এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে নিজের ভোট নিজে দিতে পারছেন এবং জামুরিয়া বিধানসভা এলাকার প্রায় ৯৯

স্থানে বিজেপি তাদের পোলিং এজেন্ট বসাতে পেরেছে। তাছাড়াও আরো অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদেরও একই দাবি দুই একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সাধারণ মানুষ এবারের নির্বাচনে সুষ্ঠ ভাবেই অংশগ্রহণ করতে পেরেছে। তবে এখন দেখার জামুড়িয়ায় প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন ?

ভোট হবে না জেনে ফিরতে হল খালি হাতে দুর্গাপুরে চাঞ্চল্য বুথে গিয়ে হতবাক বৃদ্ধা ভোট হয়ে গেছে

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ ভোট দিতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন এক বৃদ্ধা ভোটার। অভিযোগ,

তিনি বুথে ভোট দিতে গিয়ে জানতে পারেন তার ভোট ইতিমধ্যেই পড়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার বেনাচিতি হাই স্কুলের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৮৬ নম্বর বুথের।

স্থানীয় বাসিন্দা গীতা অধিকারী এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট বুথে ভোট দিতে আসেন। কিন্তু তাকে, ভোটকর্মীরা জানান, তার ভোট আগেই হয়ে গেছে। অথচ তিনি নিজে ভোট দিতে আসেননি আগে।

স্বাভাবিক ভাবেই তিনি হতচকিত হয়ে পড়েন। বৃদ্ধা বলেন, বুঝতে পারছি না। কি করে এমনটা। কারণ আমার আছে পরিচয়পত্র ও নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ভোটার স্লিপ রয়েছে।

এর ফলে হতবাক হয়ে ভোট না দিয়েই ফিরতে বাধ্য হন ঐ বৃদ্ধা। এদিকে, এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত ঐ বুথ বা ভোট কেন্দ্রে আসেন ও ভোটারের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি অভিযোগ করেন, এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি রয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্তের দাবি জানান।

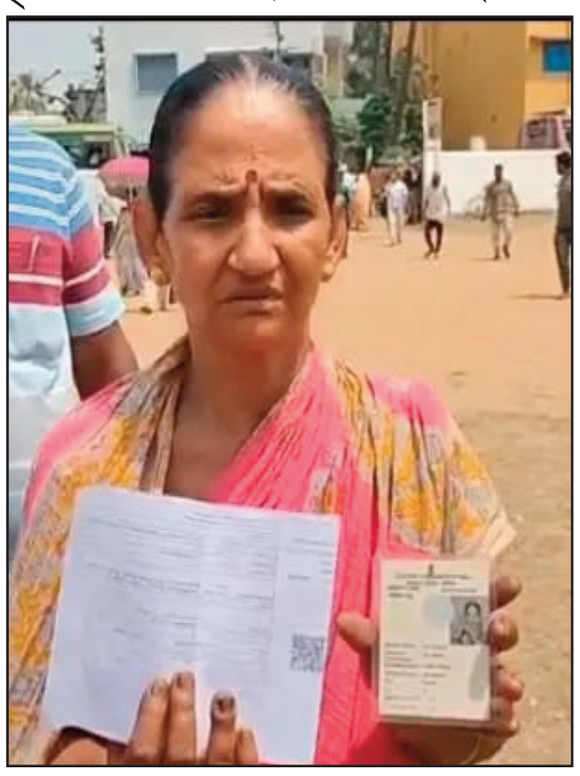

কালনা আদালতে হওয়া নিউজ পোর্টালের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ কলকাতা হাইকোর্টে

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি চৈতালি চ্যাটার্জি দাসের এজলাস এক নিউজ পোর্টালের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা খারিজ করলো। পূর্ব বর্ধমান জেলার 'মঙ্গলকোট ডটকম' নামে এক ওয়েব পোর্টালের সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে ৫০৫ (বি) ধারায় কালনা মহকুমা আদালতে মামলাটি ছিল। যা 'পূর্বস্থলী সাংস্কৃতিক মঞ্চ' স্থানীয় থানায় এফআইআর করেছিল। নিউজ পোর্টালের পক্ষে আইনজীবী ডঃ সিদ্ধার্থ গোস্বামী জানিয়েছেন -' প্রকাশিত সংবাদ ঘিরে যে সম্মানহানির অভিযোগ গুলি আনা হয়েছিল, তা পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই মামলায় চার্জশিটে যে সংবাদ মাধ্যম গুলির নিউজ কাটিং জমা দেওয়া হয়েছে, তার কোনটির সাংবাদিক বা সম্পাদক আমার মক্কেল নন। রাজ্যের উচ্চ আদালত জানিয়েছে যে, কালনা মহকুমা আদালতে ওই মামলা চলতে দেওয়া হলে তা আইনের অপব্যবহার হবে '। আদালত সুত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে ৬ আগস্ট এক আর্থিক দুর্নীতির খবর নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে জনরোষ তৈরি করার অভিযোগ আনে সংশ্লিষ্ট এনজিওর সম্পাদক । সাংবাদিক শ্যামল রায় (বর্তমানে প্রয়াত) ও নিউজ পোর্টালের সম্পাদকের বিরুদ্ধে ১০ আগস্ট বর্ধমান সদর সাইবার ক্রাইম সেলে জিডি হয়। এরপর ৩০ আগস্ট পূর্বস্থলী থানায় সাংবাদিক শ্যামল রায় এবং সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিনের বিরুদ্ধে ৫০৫ (বি) ধারায় মামলা রুজু হয়েছিল। দাখিল মামলায় প্রশ্ন তুলে নিউজ পোর্টাল সম্পাদক মোল্লা জসিমউদ্দিন জানিয়েছেন -' প্রকাশিত খবর সত্য না মিথ্যা -- সেটি নির্ণয় করবে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া। এখানে পুলিশ কি করে খবর সংক্রান্ত মামলা রুজু করলো। তাছাড়া কোন খবর মিথ্যা বলে অভিযোগকারীর মনে হলে তা সংশ্লিষ্ট সম্পাদক কে চিঠি বা ইমেল মারফত সংশোধনের জন্য জানাতে হয়। এরপর আইনী নোটিশ পাঠাতে হয়। কোথায় খবরটি তথ্য বিকৃত করা হয়েছে তা জানানো হয়নি' পূর্বস্থলী থানার মামলা গ্রহণে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই এই মামলার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার, সংশ্লিষ্ট থানার আইসি এবং জেলার পুলিশ সুপারকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছিলেন নিউজ পোর্টাল সম্পাদক ।তার উত্তর অবশ্য দেয়নি পুলিশ কর্তৃপক্ষ। অপরদিকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গঠিত 'প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া' রয়েছে সংবাদ সম্পকিত অভিযোগগুলি পর্যালোচনা করে ব্যবস্থা নিতে। প্রবীণ সাংবাদিকরা জানিয়েছেন -' প্রকাশিত খবরে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা যথাযথ নিয়ম না মেনে এইভাবে মানহানি মামলা করলে নির্ভীক সাংবাদিকতা করা দুস্কর হয়ে উঠবে'।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 24-04-2026 10:29 Page 9

ই-রিকশায় বুথে শুভেন্দু, ‘পরিবর্তন আনুন’ বার্তার সঙ্গেই তৃণমূলকে কড়া আক্রমণ

নয়া জামানা ।। নন্দীগ্রাম

পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে ভোটের দিন সকাল থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ স্পষ্ট। বিজেপি প্রার্থী তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দিন শুরু করেন শান্তিকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ তিনি বাড়ি থেকে বেরোন এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে সংক্ষিপ্ত বার্তায় বলেন, ‘পরিবর্তন চাই, পরিবর্তন আনুন।’

তাঁর এই বক্তব্যে ভোটের আগে থেকেই রাজনৈতিক বার্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদিন তিনি গাড়ি ব্যবহার না করে ই-রিকশায় চেপে নিজের বুথের উদ্দেশে রওনা দেন। পথে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগও করেন এবং সমর্থকদের উদ্দেশে বিভিন্ন বার্তা দেন। গ্রামের পথ পেরিয়ে তিনি পৌঁছন নন্দনায়কবাড় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, যেখানে তাঁর নির্ধারিত বুথ। সেখানে প্রায় আধ ঘণ্টা অবস্থান করার পর তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট দেওয়ার আগে ও পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেন শুভেন্দু।

তাঁর কথায়, ‘ভোটের আগের রাতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যা দেখেছি, তাতে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ধন্যবাদ জানানো যায়।

তিনি জানান, সামগ্রিকভাবে ভোট প্রক্রিয়া সন্তোষজনকভাবেই এগোচ্ছে। তবে এর পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন তিনি।

শুভেন্দুর দাবি, নন্দীগ্রামের দু’টি গ্রামে কিছু ভোটারকে ভোট দিতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া তাঁর অভিযোগ, বিজেপির পোলিং এজেন্টদের হেনস্তা করা হয়েছে এবং পিংলার ওসি চিন্ময় প্রামাণিকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ

তুলে তাঁর অবিলম্বে সাসপেনশনের দাবি জানান।

ভোট দেওয়ার পর তিনি নিজের কার্যালয়ে গিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেন এবং কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সারাদিনের ভোট পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, ‘ভোটের সকালে গুন্ডাদের রাস্তায় থাকতে দেব না। যদিও তিনি এ-ও স্বীকার করেন যে বড় কোনও অশান্তির খবর নেই এবং মোটের উপর ভালোভাবেই ভোটগ্রহণ চলছে। নন্দীগ্রামে দিনভর ভোটের আবহে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের মধ্যেই নজর এখন পড়েছে শেষ ফলাফলের দিকে।

খড়্গপুরে ভোট দিয়ে দিলীপের বার্তা, ‘আন্ডারকারেন্ট নয়, এখন বিজেপির স্পষ্ট হাওয়া’

নয়া জামানা, খড়্গপুর ঃ সকালের শুরুতেই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন খড়্গপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। নির্ধারিত ২৬৩ নম্বর বুথে গিয়ে ভোট দেন তিনি। ভোট দেওয়ার পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ চলছে এবং সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি সন্তোষজনক।

দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘আমি ভোট দিলাম। এখানে শান্তিতেই ভোট হচ্ছে, ভালোভাবেই ভোট হচ্ছে। আমার মনে হয়, শুধু খড়্গপুর নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গেই এভাবেই ভোট চলছে।’ তাঁর কথায়, ভোটের পরিবেশ এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত এবং সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন। জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে আত্মবিশ্বাসী সুরেই জবাব দেন বিজেপি প্রার্থী। তিনি বলেন, ‘খড়্গপুরে বরাবরই বিজেপি শক্তিশালী। আমরা আগেও জিতেছি, এবার লক্ষ্য শুধু জয় নয়, জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ানো।’ তাঁর এই মন্তব্যে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ দেখা যায়। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘আগে একটা আন্ডারকারেন্ট ছিল, যা চোখে পড়ত না। এখন সেটা সামনে চলে এসেছে। মানুষের সমর্থন স্পষ্টভাবে বিজেপির দিকে ঝুঁকছে।’ তাঁর দাবি, সাধারণ ভোটাররা এবার খোলাখুলি মত প্রকাশ করছেন এবং তার প্রতিফলন ভোটবাক্সে দেখা যাবে। এদিন তিনি আরও জানান, তাঁর এলাকায় এখনও পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের অশান্তির খবর মেলেনি। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি বলেন, দাঁতন এলাকায় একটি ছোটখাটো গোলমালের কথা শোনা গেছে, কিন্তু তা ছাড়া বড় কোনও সমস্যা হয়নি। সব মিলিয়ে, খড়্গপুরে ভোটের দিন শুরু হয়েছে শান্ত পরিবেশে। এখন দেখার বিষয়, দিনভর এই পরিস্থিতি বজায় থাকে কি না এবং শেষ পর্যন্ত ফলাফলে তার কতটা প্রভাব পড়ে।

ভোটের দিনে মানবিক ছবি, বয়স্ক ভোটারকে সাহায্যে এগিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান

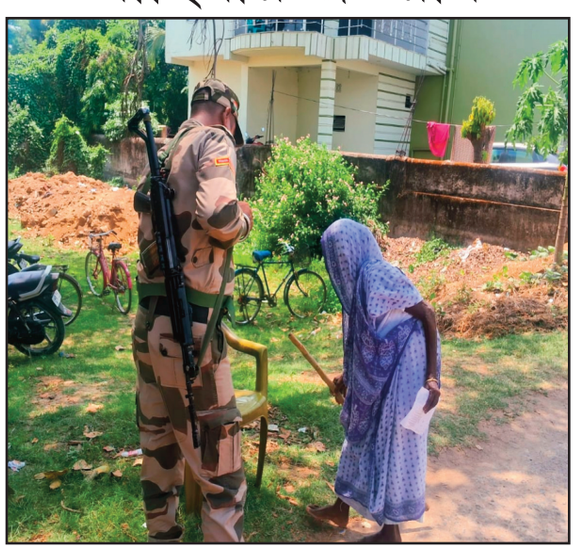

নয়া জামানা , মানবাজার ঃ নির্বাচনের উত্তেজনার মাঝেই মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা গেল পুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রে। ২৪৩ (এসটি) বিধানসভার অন্তর্গত ২৭২ নম্বর বারকুড়ি বুথে এক বয়স্ক ভোটারকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান। এই দৃশ্য উপস্থিত মানুষের নজর কাড়ে এবং প্রশংসাও কুড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই প্রবীণ ভোটার শারীরিকভাবে দুর্বল হওয়ায় নিজে হেঁটে বুথে পৌঁছাতে সমস্যায় পড়ছিলেন। সেই সময় দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান তাঁর কাছে এগিয়ে আসেন এবং ধীরে ধীরে তাঁকে বুথ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। শুধু তাই নয়, ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা পর্যন্ত তিনি পাশে থেকে সহায়তা করেন। এই ঘটনাকে ঘিরে বুথ চত্বরে এক ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়। উপস্থিত অন্যান্য ভোটাররাও এই মানবিক আচরণে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনেকেই বলেন, নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে এমন সহমর্মিতার ছবি সত্যিই প্রশংসনীয় এবং তা সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থার বার্তা দেয়। উল্লেখ্য, ভোটের দিনে নিরাপত্তা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ তাদের দায়িত্ববোধের পাশাপাশি সহানুভূতির দিকটিকেও তুলে ধরে। সব মিলিয়ে,

রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেও এই ধরনের ছোট ছোট ঘটনা প্রমাণ করে, গণতন্ত্রের উৎসব শুধু ভোট দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মধ্যেও তার সৌন্দর্য লুকিয়ে রয়েছে।

ওন্দায় ভোটের শুরুতেই অমরনাথের ভোটদান, জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বিজেপি প্রার্থী

রাখি গরাই, নয়া জামানা,ওন্দা ঃ বাঁকুড়ার ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্রে সকাল হতেই শুরু হল ভোটগ্রহণ পর্ব, আর সেই সূচনাতেই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন বিজেপি প্রার্থী অমরনাথ শাখা। শুক্রবার সকাল সাতটা বাজতেই ভোট শুরু হয় রামসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৫৫ নম্বর বুথে। ভোট শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই বুথে পৌঁছে ভোট দেন তিনি,

যা ঘিরে এলাকায় তৈরি হয় উৎসাহের পরিবেশ। ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমরনাথ শাখা জানান, আজ সকাল থেকেই তিনি পুরো বিধানসভা এলাকা ঘুরে ভোটের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন। কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা নজরে রাখবেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রশাসনের ভূমিকাকেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান। এদিন তিনি নিজের জয়ের ব্যাপারেও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী সুরে কথা বলেন। ২০২১ সালের নির্বাচনে জয়লাভের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এবারের নির্বাচনেও তিনি আগের চেয়ে বেশি ব্যবধানে জিতবেন বলে আশা করছেন। তাঁর এই বক্তব্যে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন করে উদ্দীপনা দেখা যায়। ভোটের শুরুতেই প্রার্থীর উপস্থিতি এবং সক্রিয় ভূমিকা সাধারণ ভোটারদের মধ্যেও প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ভোটারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এখন দেখার বিষয়, দিনভর ভোট কতটা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত ফলাফল কোন দিকে যায়।

সকালেই ভোটে চন্দনা বাউরি, পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বুথে প্রথম উপস্থিতি

রাখি গরাই,নয়া জামানা,শালতোড়া ঃ বাঁকুড়ার শালতোড়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হতেই নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন বিজেপি প্রার্থী চন্দনা বাউরি। শুক্রবার সকাল সাতটা বাজতেই ভোটের প্রক্রিয়া শুরু হয়, আর ঠিক সেই সময়েই তিনি ক্যানথলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৪১ নম্বর বুথে পৌঁছে প্রথম ভোট দেন। শুরুতেই তাঁর এই উপস্থিতি ভোটারদের মধ্যে আলাদা উৎসাহ তৈরি করে।

এদিন চন্দনা বাউরি একা নন, পরিবারের সদস্যদের নিয়েও বুথে আসেন।

তাঁর শ্বশুর, শাশুড়ি এবং স্বামী; সকলেই একসঙ্গে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। পরিবারের সবাইকে পাশে নিয়ে ভোট দেওয়ার এই দৃশ্য সাধারণ মানুষের নজর কেড়েছে এবং অনেকের কাছেই তা ইতিবাচক বার্তা হিসেবে ধরা পড়েছে। ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চন্দনা বাউরি বলেন, গণতন্ত্রের উৎসবকে সফল করতে প্রত্যেকেরই ভোট দেওয়া উচিত। তিনি সকল ভোটারকে নির্ভয়ে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি আশা প্রকাশ করেন, গোটা ভোট প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ভোটারদের লাইন লক্ষ্য করা গিয়েছে। নির্বাচনী উত্তেজনার মাঝেই প্রার্থীর এই সকালের ভোটদান কর্মসূচি কেন্দ্রের রাজনৈতিক আবহকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। এখন নজর, দিনভর ভোটগ্রহণ কতটা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় তার ওপর।

দুপুরেই ৬২ % পেরোল ভোট, জেলায় উচ্ছ্বাসে বাড়ছে অংশগ্রহণ

নয়া জামানা ঃ অশান্তির বিক্ষিপ্ত অভিযোগের মাঝেও প্রথম দফার নির্বাচনে রাজ্যজুড়ে ভোটারদের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। বেলা ১টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটদানের হার পৌঁছেছে ৬২.১৮ শতাংশে। সকাল থেকে বিভিন্ন বুথে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখা গিয়েছে সাধারণ মানুষকে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণকেই তুলে ধরছে। জেলায় জেলায় ভোটের হারে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও সামগ্রিকভাবে চিত্র যথেষ্ট ইতিবাচক। ঝাড়গ্রামে সর্বাধিক ৬৫.৩১ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা রাজ্যের মধ্যে অন্যতম শীর্ষে। পশ্চিম মেদিনীপুরেও ভোটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, সেখানে ৬৫.৭৭ শতাংশ ভোটদান হয়েছে। বাঁকুড়ায় ৬৪.৫৮ শতাংশ এবং বীরভূমে ৬৩.৯৩ শতাংশ ভোট পড়েছে, যা ভোটারদের সক্রিয়তার প্রমাণ। দক্ষিণ দিনাজপুরে ভোটের হার দাঁড়িয়েছে ৬৩.০৫ শতাংশ এবং মুর্শিদাবাদে ৬২.৭১ শতাংশ। পূর্ব মেদিনীপুরে ৬২.৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিম বর্ধমানে ৬০.৩৭ শতাংশ, কোচবিহারে ৬০.৭৫ শতাংশ এবং আলিপুরদুয়ারে ৬০.০৩ শতাংশ ভোট রেকর্ড করা হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরে ভোটের হার ঠিক ৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে কিছু জেলায় তুলনামূলকভাবে ভোটের হার কম। পুরুলিয়ায় ৫৯.৮৩ শতাংশ, দার্জিলিংয়ে ৫৯.৮১ শতাংশ এবং কালিম্পংয়ে ৫৯.৫২ শতাংশ ভোট পড়েছে। মালদায় ভোটের হার ৫৮.৪৫ শতাংশ। সবচেয়ে কম ভোটের হার লক্ষ্য করা গেছে জলপাইগুড়িতে, যেখানে দুপুর ১টা পর্যন্ত মাত্র ৩৯.৫১ শতাংশ ভোট পড়েছে।

সামগ্রিকভাবে, ভোটের এই প্রবণতা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিকেলের দিকে ভোটের হার আরও বাড়তে পারে। প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখন নজর, শেষ পর্যন্ত মোট ভোটের হার কত শতাংশে গিয়ে দাঁড়ায় এবং এই প্রবণতা নির্বাচনের ফলাফলে কী প্রভাব ফেলে।

ভোটকেন্দ্রে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু, পটাশপুরে গরমে প্রাণ গেল ভোটারের

নয়া জামানা , পটাশপুর ঃ ভোট দিতে গিয়ে হঠাৎই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে। মৃতের নাম নৃপেন্দ্র দাস (৫৮)। তিনি পটাশপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। শুক্রবার সকালেই ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি। নির্ধারিত বুথ, ২৩৪ নম্বর বুথ বামনবার জুনিয়র হাই স্কুলে পৌঁছে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় আচমকাই অসুস্থ বোধ করেন নৃপেন্দ্রবাবু। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ করে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ভোটকর্মী ও স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সেখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, প্রচণ্ড গরম ও শারীরিক অসুস্থতার কারণেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এলাকায় এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে ভেঙে পড়েন। স্থানীয় প্রশাসন পুরো ঘটনার খোঁজখবর নিচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি নির্বাচনে তীব্র গরমের মধ্যেই ভোটগ্রহণ চলছে। ফলে ভোটারদের দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা। পর্যাপ্ত জল পান করা, মাথায় ছাতা বা কাপড় ব্যবহার করা এবং শরীর খারাপ লাগলে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

হেলেদুলে ভোটকেন্দ্রে ‘রামলাল’, কড়া প্রহরাতেও বন দপ্তরকে চ্যালেঞ্জ!

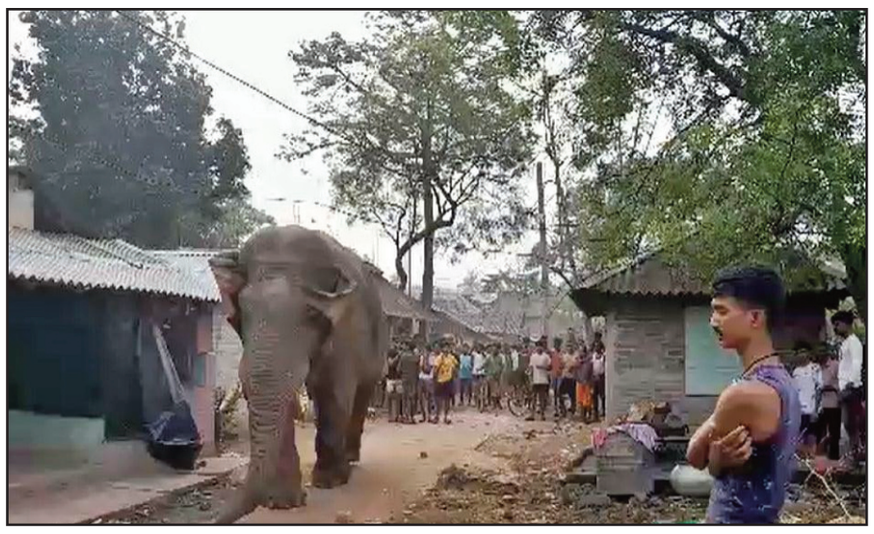

নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ ভোটের দিনে অঘটন এড়াতে কড়া নিরাপত্তা থাকলেও শেষরক্ষা হলো না। ঝাড়গ্রামে পরিচিত হাতি রামলাল আচমকাই হাজির হয়ে গেল ভোটকেন্দ্রের সামনে। বৃহস্পতিবার সকালে জিতুশোল আংশিক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রের সামনে তাকে হেলেদুলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। আর সেই দৃশ্য দেখতে মুহূর্তেই ভিড় জমে যায় এলাকাজুড়ে। ভোট চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল। বন দপ্তরও আগেভাগে রামলালকে নজরবন্দি করে রেখেছিল, যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। কিন্তু সব নজরদারি ভেঙে সে বেরিয়ে আসে এবং সরাসরি মানুষের ভিড়ের মাঝখানে চলে আসে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে কিছুটা আতঙ্কিত হলেও পরে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। অনেকেই মোবাইলে ছবি ও ভিডিও তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে এসব কিছুর প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপ ছিল না রামলালের। নিজের মতো করে রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, কখনও প্লাস্টিকের মধ্যে খাবার খোঁজা;সবই চলছিল তার স্বাভাবিক ছন্দে। বন দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন।

হোস পাইপ দিয়ে জল ছিটিয়েও তাকে সরানো সহজ হয়নি। পরে অনেক চেষ্টা করে তাকে ধীরে ধীরে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, কয়েক সপ্তাহ আগেই আরেক হাতি শ্যামলালের সঙ্গে লড়াইয়ে আহত হয়েছিল রামলাল। স্থানীয় মানুষের সহায়তা ও বন দপ্তরের চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এরপর তাকে আবার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিনের ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, এত কড়া নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে রামলাল ভোটকেন্দ্রের এত কাছে পৌঁছে গেল। প্রশাসনের প্রস্তুতি নিয়েও শুরু হয়েছে আলোচনা।

পুরুলিয়ায় দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রায় ৬০% ভোট, এগিয়ে রঘুনাথপুর

নয়া জামানা , পুরুলিয়া ঃ প্রথম দফার নির্বাচনে পুরুলিয়া জেলায় ভোটারদের অংশগ্রহণ যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বেলা ১টা পর্যন্ত পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, জেলায় মোট ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৫৯.৮৩ শতাংশে। সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা গিয়েছে, যা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানুষের আগ্রহকেই স্পষ্ট করছে। বিধানসভা ভিত্তিক ভোটের চিত্রে দেখা যাচ্ছে, রঘুনাথপুর কেন্দ্রে সর্বাধিক ৬২.২০ শতাংশ ভোট পড়েছে। তার ঠিক পরেই রয়েছে বান্দোয়ান (৬১.৯৮) এবং পাড়া (৬১.৬৭)। এই কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের সক্রিয় উপস্থিতি বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। বলরামপুর কেন্দ্রে ভোটের হার ৬০.৮৫ শতাংশ এবং জয়পুরে ৬০.৫৪ শতাংশ। বাঘমুণ্ডিতেও খারাপ নয় চিত্র, সেখানে ৫৯.১৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। যদিও কিছু কেন্দ্রে তুলনামূলকভাবে ভোটের হার কিছুটা কম। কাশীপুরে ৫৭.৯২ শতাংশ, মানবাজারে ৫৭.০৯ শতাংশ এবং পুরুলিয়া কেন্দ্রে ৫৬.৭৮ শতাংশ ভোট রেকর্ড করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে, জেলার বেশিরভাগ বিধানসভাতেই ৫৫ থেকে ৬২ শতাংশের মধ্যে ভোটদানের হার ঘোরাফেরা করছে, যা মোটের উপর একটি ইতিবাচক প্রবণতা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কিছু বিক্ষিপ্ত উত্তেজনার খবর এলেও অধিকাংশ জায়গাতেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ চলছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই হারে ভোট পড়া অব্যাহত থাকলে বিকেলের দিকে মোট শতাংশ আরও বাড়তে পারে। এখন নজর রয়েছে শেষ পর্যন্ত পুরুলিয়ার মোট ভোটদানের হার কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এবং এই প্রবণতা নির্বাচনের ফলাফলে কী প্রভাব ফেলে।

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা
নয়া জামানা

কারখানার ভিতর থেকে যুবকের ঝুলন্ত দেহ, চট্টায় চাঞ্চল্য !

গোপাল শীল, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার কালিতলা আশুতি থানার অন্তর্গত চট্টা মাঝের পোলে এক কারখানার ভিতর থেকে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনাটি সামনে আসতেই স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও কৌতূহল তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সানি মোল্লার বাড়িতে ভাড়ায় থাকতেন ওই যুবক ও তাঁর স্ত্রী। বুধবার রাতে স্বাভাবিকভাবেই খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমোতে যান তাঁরা।

কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে স্বামীকে ঘরে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন স্ত্রী। এরপর তিনি চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে বাড়ির নিচে থাকা একটি বন্ধ কারখানার ভিতর ওই যুবককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিতলা আশুতি থানার পুলিশ। দরজা খুলে দেহ উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে মৃতের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম আব্দুল খালেক (২০)।

তিনি উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা এবং কয়েক মাস আগে বিয়ে করে কাজের সূত্রে এই এলাকায় ভাড়া থাকছিলেন। স্থানীয়দের দাবি, ভোটের সময় অনেক শ্রমিক গ্রামে ফিরে গেলেও তিনি কোথাও যাননি। ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।

পারিবারিক অশান্তি, মানসিক চাপ নাকি অন্য কোনও কারণ;সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে এবং দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে পুলিশ ও স্থানীয়রা।

কাকদ্বীপে মোদির সভা

দুর্নীতিমুক্ত বাংলার ডাকের সঙ্গে মৎস্যজীবীদের বড় বার্তা !

গোপাল শীল ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

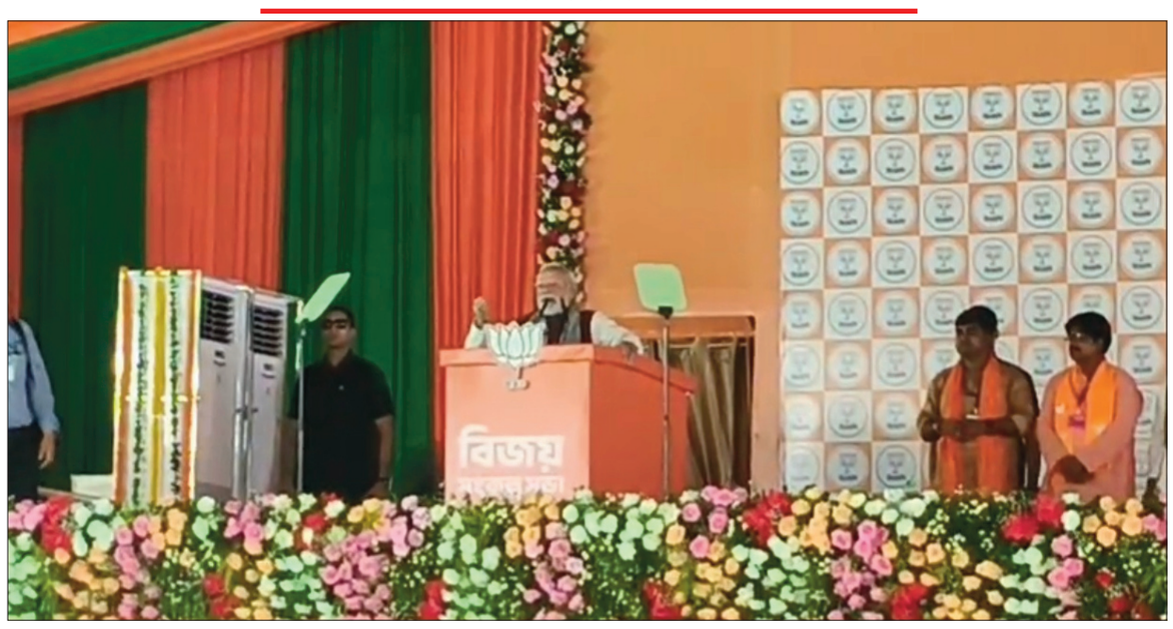

বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ স্টেডিয়াম গ্রাউন্ডে বড় জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এই সভায় মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে বিপুল জনসমাগম দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী এবং ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের প্রার্থীও। সভা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বাংলায় দুর্নীতিমুক্ত সরকারদ গড়ার আহ্বান জানান। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে বর্তমানে দুর্নীতি ও কাটমানির সংস্কৃতি বেড়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাঁর দাবি, প্রতিটি কাজে কাটমানির চাপ পড়ছে এবং এর থেকে মুক্তি পেতে রাজনৈতিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে সুন্দরবন এলাকার মৎস্যজীবীদের জন্য বিশেষ বার্তাও দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী জানান, আগামী দিনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের জন্য নতুন প্রকল্প নেওয়া হবে। তিনি তঅ্যাকোয়াটিকা হাবদ তৈরির প্রস্তাব দেন, যা মৎস্যজীবীদের আয় বাড়াতে এবং আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করবে বলে দাবি করেন। পাশাপাশি তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন। এদিনের সভায় তিনি আরও অভিযোগ তোলেন যে, ভোটের স্বার্থে রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়টি উপেক্ষা করা হচ্ছে। এই ইস্যুতেও তিনি কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে নিরাপত্তা,

উন্নয়ন এবং স্বচ্ছ প্রশাসনের প্রসঙ্গ। সভা শেষে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী সংগঠিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বুথস্তর থেকে সবাইকে একজোট হয়ে ভোটের প্রস্তুতি নিতে হবে।

কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে তিনি জয়ের বিষয়ে আশাবাদও ব্যক্ত করেন। সব মিলিয়ে, কাকদ্বীপের এই জনসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিল। বিশেষ করে মৎস্যজীবীদের নিয়ে ঘোষণাগুলি সুন্দরবন এলাকায় কী প্রভাব ফেলে, তা এখন দেখার বিষয়।

কুলতলীতে জনস্রোত, গণেশচন্দ্রের সভায় মহিলাদের ঢল !

নয়া জামানা , কুলতলী ঃ কুলতলী বিধানসভা নির্বাচনের আগে কুলতলীতে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শনের বড় ছবি সামনে এল। বৃহস্পতিবার নলগোরা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী গণেশচন্দ্র মণ্ডলের সমর্থনে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সভাটিকে অন্য মাত্রা দেয়। এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, প্রার্থী গণেশচন্দ্র মণ্ডল, অভিনেত্রী রোহিনী গুহ রায় এবং নলগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি প্রদ্যুৎ অধিকারী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সভা জুড়ে ছিল উৎসাহ, স্লোগান এবং সমর্থকদের উচ্ছ্বাস। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বিরোধী শিবিরকে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি অভিযোগ তোলেন, রাজ্যের রাজনীতিতে বাইরের নেতাদের এনে অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। নারী ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী সহ একাধিক প্রকল্পের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই সব উদ্যোগে মহিলারা সরাসরি উপকৃত হয়েছেন বলেই তাদের এত বড় অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে, প্রদ্যুৎ অধিকারী দাবি করেন, বিরোধীদের বিভাজনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষ একজোট হয়েছেন। তাঁর কথায়, এই বিপুল জনসমাগমই প্রমাণ করছে কুলতলীতে তৃণমূলের সংগঠন মজবুত অবস্থায় রয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রার্থী গণেশচন্দ্র মণ্ডল বড় ব্যবধানে জয়ী হবেন। সব মিলিয়ে, এই জনসভা নির্বাচনের আগে কুলতলীর রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

সীমান্তে বড় ভাঙন, এক হাজার কর্মী নিয়ে তৃণমূলে শক্তি বাড়াল শাসক শিবির !

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্ত এলাকায় বড়সড় রাজনৈতিক পরিবর্তনের ছবি সামনে এল। বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগরের বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথ থেকে বাম, কংগ্রেস ও বিজেপি শিবিরের প্রায় এক হাজার কর্মী-সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। এই যোগদান ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে। জানা গেছে, স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিনা মন্ডল -এর হাত থেকেই নতুন সদস্যরা দলীয় পতাকা তুলে নেন। একসঙ্গে এত সংখ্যক কর্মীর যোগদানকে তৃণমূল নেতৃত্ব বড় সাফল্য হিসেবেই দেখছে।

যোগদানকারীরা জানিয়েছেন, এলাকার উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের লক্ষ্যে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের দাবি, তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা শাসক দলে যোগ দিয়েছেন। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, এই যোগদান প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষের আস্থা ক্রমশ তাদের দিকেই বাড়ছে। আগামী দিনে এই ধারা আরও জোরদার হবে বলেও আশাবাদী তারা। স্থানীয় স্তরে সংগঠন আরও শক্তিশালী করতে এই ধরনের যোগদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সীমান্ত এলাকার এই বড় ভাঙন নির্বাচনের আগে স্থানীয় সমীকরণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। বিরোধী শিবিরের শক্তি কিছুটা হলেও কমবে, অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস আরও সংগঠিত হয়ে উঠবে। সব মিলিয়ে, স্বরূপনগরের এই ঘটনা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলেছে। এখন নজর, এই পরিবর্তন ভোটের ফলাফলে কতটা প্রভাব ফেলে।

বসিরহাট উত্তরে ওবিসি ভোটে নজর, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আশ্বাসে বিজেপির প্রচার জোরদার

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রে ওবিসি ভোটব্যাঙ্ককে লক্ষ্য করে জোর প্রচার শুরু করল বিজেপি। মালতিপুর ঘোষপাড়া এলাকায় ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে এক বিশেষ নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থ এবং রাজ্য বিজেপির ওবিসি সেলের সহ-সভাপতি তথা স্থানীয় নেতা তাপস ঘোষ। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেন, রাজ্যে প্রায় ৪৮ শতাংশ ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন, কিন্তু তারা নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী -র সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছচ্ছে না। বক্তারা জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন

প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া ওবিসি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। এই সভা থেকেই বিজেপি কর্মীদের সংগঠিত হয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছানোর বার্তাও দেওয়া হয়। প্রচারে উপস্থিত নেতারা আরও বলেন, এই নির্বাচনে পরিবর্তন আনতে হলে সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। ওবিসি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও অধিকার রক্ষার জন্যই এই বিশেষ প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানান তাঁরা। সব মিলিয়ে, বসিরহাট উত্তরে ওবিসি ভোটকে সামনে রেখে বিজেপির এই উদ্যোগ রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের আগে এই প্রচার কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেটাই দেখার।

বসিরহাটে দেবের ভবিষ্যৎবাণী, ‘৫-১০টি সিট বেশি পাবে তৃণমূল’ !

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ প্রথম দফার ভোটের দিনই বসিরহাটে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে জয়ের বার্তা দিলেন সাংসদ ও জনপ্রিয় অভিনেতা দেব। বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুরজিৎ মিত্র ওরফে বাদলের সমর্থনে টাকির এরিয়ান মাঠে এক জনসভায় যোগ দেন তিনি। যদিও নির্ধারিত সময়ে পৌঁছাতে পারেননি, প্রায় চার ঘণ্টা দেরিতে হেলিকপ্টারে করে সভাস্থলে পৌঁছান দেব। তাঁর আগমনের অপেক্ষায় সকাল থেকেই ভিড় জমিয়েছিলেন সমর্থকরা। দেব মঞ্চে উঠতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন উপস্থিত জনতা। অনেকে মোবাইলে

ছবি ও সেলফি তুলতেও ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সভা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেব বলেন, বাংলার মানুষ এখনও মমতা ব্যানার্জী-র ওপরই আস্থা রাখছেন। তাঁর দাবি, ২০২১ সালের তুলনায় এবার তৃণমূল কংগ্রেস ৫ থেকে ১০টি আসন বেশি পাবে। তিনি আরও বলেন, এই ফলাফল নিয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। দেব সমর্থকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, বসিরহাট দক্ষিণের প্রার্থী সুরজিৎ মিত্রকে জেতাতে হবে, যাতে উন্নয়নের কাজ অব্যাহত রাখা যায়। তিনি আশ্বাস দেন, নির্বাচনে জিতলে এলাকায় আরও উন্নয়নমূলক কাজ হবে। বিশেষ করে বসিরহাট ও টাকি পৌরসভা এবং সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে উন্নয়নের গতি বাড়ানোর কথাও উল্লেখ করেন। সব মিলিয়ে, ভোটের দিনে দেবের এই সভা বসিরহাটের রাজনৈতিক আবহকে আরও জমিয়ে তুলেছে। তাঁর বক্তব্য ও ভবিষ্যৎবাণী ঘিরে এখন রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

মগরাহাট পশ্চিমে লাল শিবিরে ধাক্কা, সামিমের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান !

নুরউদ্দিন,নয়া জামানা,মগরাহাট ঃ মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিমে রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মোড় দেখা গেল। হরিহরপুর অঞ্চলের ৭৯ নম্বর বুথে সিপিআইএমের সদস্য মুজ্জাফর আহমেদ মোল্লা সহ একাধিক কর্মী-সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চর্চা শুরু হয়েছে। জানা গেছে, মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সামিম আহমেদের হাত ধরেই এই যোগদান সম্পন্ন হয়। যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত

কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। নতুনভাবে দলে যোগ দেওয়া কর্মীরা জানান, এলাকার উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সামিম আহমেদ বলেন, এই যোগদান প্রমাণ করছে যে মানুষ উন্নয়নের পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আস্থা রেখেই মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। তাঁর দাবি, আগামী দিনে এই যোগদানের ধারা আরও বাড়বে এবং মগরাহাট পশ্চিমে দলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে এই ধরনের দলবদল স্থানীয় রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এতে শাসক দলের সংগঠন যেমন মজবুত হচ্ছে, তেমনি বিরোধী শিবিরেও চাপ বাড়ছে। ফলে ভোটের আগে মগরাহাট পশ্চিমে রাজনৈতিক লড়াই আরও জমে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ঘোষদের আবার ওবিসি তালিকায় ফেরানোর আশ্বাস কৌশিক সিদ্ধার্থের

বসিরহাট উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচারে ঘোষ সম্প্রদায়কে পুনরায় ওবিসি তালিকাভুক্ত করার আশ্বাসকে সামনে রেখে রাজনৈতিক বার্তা জোরদার করলেন বিজেপি প্রার্থী কৌশিক সিদ্ধার্থ। ভোটের আবহে এই প্রতিশ্রুতি ঘিরে এলাকায় নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। চৈতা গ্রাম পঞ্চায়েতের গাংআটী ঘোষপাড়ায় প্রচারে গিয়ে কৌশিক সিদ্ধার্থ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি তুলে ধরেন। সভামঞ্চ থেকে তিনি স্পষ্টভাবে জানান, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ঘোষ সম্প্রদায়কে পুনরায় ওবিসি তালিকাভুক্ত করা হবে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা এই সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও দাবি করেন, বর্তমান ব্যবস্থায় বহু প্রকৃত সুবিধাভোগী বঞ্চিত হচ্ছেন এবং সেই সমস্যার সমাধান করতেই এই প্রতিশ্রুতি। কৌশিক সিদ্ধার্থের বক্তব্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের নীতির তুলনাও টানা হয়, যেখানে তিনি বিজেপির সামাজিক ন্যায়বিচারের অবস্থানকে তুলে ধরেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির ওবিসি মোর্চার রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ, সর্বভারতীয় ওবিসি মোর্চার কো-কনভেনার রাজেশ গুপ্তা, উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগের কনভেনার জয়দেব পাল ও বসিরহাট ২ নম্বর মোর্চার সভাপতি হরি ঘোষসহ একাধিক নেতা। তাঁদের বক্তব্যেও একই সুর শোনা যায়; ওবিসি তালিকা থেকে বাদ পড়া সম্প্রদায়গুলির পুনর্বিবেচনা জরুরি। পুরো কর্মসূচির আয়োজন করেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা বিজেপির ওবিসি মোর্চার নেতা তাপস ঘোষ। স্থানীয় স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে এবং ঘোষ সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জন করতে এই সভাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ভোটের আগে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি কতটা বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠছে, তেমনি ঘোষ সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে আশার সঞ্চারও হয়েছে। বসিরহাট উত্তর বিধানসভায় এই ইস্যু যে আগামী দিনে রাজনৈতিক সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

হিঙ্গলগঞ্জে শাহের সভা ঘিরে উত্তেজনা, লেবুখালীতে শেষ মুহূর্তের জোর প্রস্তুতি !

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। তারপরই উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে বড় জনসভা করতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । শুক্রবার, ২৪শে এপ্রিল বেলা ১১টা নাগাদ লেবুখালীতে বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের সমর্থনে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। এই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। হেলিপ্যাড তৈরি থেকে শুরু করে বিশাল প্যান্ডেল নির্মাণ; সব কাজই প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রশাসনিক আধিকারিকদের মধ্যেও তৎপরতা চোখে পড়ার মতো। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে, পাশাপাশি জনসমাগম সামলাতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ

ব্যবস্থা। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এই সভায় প্রায় ৫০ হাজার মানুষের উপস্থিতি হতে পারে। হিঙ্গলগঞ্জ মণ্ডল সভাপতি হেমন্ত মণ্ডল জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ তৈরি হয়েছে। গোটা এলাকায় এখন যেন উৎসবের আবহ। বিজেপি সূত্রে খবর, এই সভা থেকে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে পারেন অমিত শাহ। পাশাপাশি প্রার্থী রেখা পাত্রের সমর্থনে ভোটের আহ্বান জানানো হবে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার তীব্র হচ্ছে, আর এই সভা সেই প্রচারের অন্যতম বড় আকর্ষণ হতে চলেছে। সব মিলিয়ে, হিঙ্গলগঞ্জের লেবুখালী এখন রাজনৈতিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সভা ঘিরে মানুষের আগ্রহ ও প্রত্যাশা তুঙ্গে।

রায়দিঘিতে আইএসএফে ধাক্কা, ১৫০ পরিবার নিয়ে তৃণমূলে মনোয়ার !

নুরউদ্দিন, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের আগে রায়দিঘির রাজনৈতিক ময়দানে বড়সড় ভাঙনের ছবি সামনে এল।

মথুরাপুর দুই নম্বর ব্লকের আইএসএফ নেতা মনোয়ার হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। শুধু তিনিই নন, তাঁর নেতৃত্বে প্রায় ১৫০টি পরিবারও এদিন তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেয়, যা এলাকায় যথেষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্য তৈরি করেছে। জানা গেছে, মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর বাজারে তৃণমূল প্রার্থী তাপস মণ্ডলের সমর্থনে আয়োজিত এক মহিলাদের সভার পর এই যোগদান পর্ব সম্পন্ন হয়। সভা শেষে সাংসদ বাপি হালদারের হাত ধরে মনোয়ার হোসেন ও তাঁর অনুগামীরা আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে নাম লেখান।

উল্লেখযোগ্যভাবে, মনোয়ার হোসেন দীর্ঘদিন আইএসএফের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং মথুরাপুর দুই নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যের উন্নয়ন দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই যোগদানের ফলে এলাকায় তৃণমূলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। যোগদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন মতিউর ঘরামি, মমতাজুল মোল্লা, নুরুলহক মোল্লা, মোরসেলিম সেখ, সাহাবুদ্দিন দপ্তরী, তৌসিক মোল্লা, জয়নাল দপ্তরী, মুন্নাফ সেখ ও আব্দুল হাকিম সেখ।

ভোট স্পেশাল

নয়া জামানা

পদযাত্রায় জনতার মাঝে কুশল বিনিময়ে বাংলার অগ্নিকন্যা তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

কাশীপুর বেলগাছিয়ায় স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে দোর থেকে দোর প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ । ছবি নয়া জামানা, কাশীপুর

বামুনপাড়ায় জনসংযোগে পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায়। ছবি-অত্রি চক্রবর্তী, পূর্বস্থলী

আমডাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জনাব কাশেম সিদ্দিকীর সমর্থনে জনসভায় নেতৃত্বে দিচ্ছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

কসবা বিধানসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাভেদ আহমেদ খান । ছবি নয়া জামানা, কসবা

সকাল সকাল ভোট দেওয়ার জন্য আসানসোল গার্লস কলেজে ভোটের লাইনে আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। ছবি সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা,আসানসোল

রাজারহাট গোপালপুরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী অদিতি মুন্সির সমর্থনে জনসভায় দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

নাকাশীপাড়া বিধানসভায় দলীয় প্রার্থীর প্রচারে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র । ছবি নয়া জামানা, নাকাশীপাড়া

বেলেঘাটায় দলীয় কর্মীদের মাঝে পথসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল প্রার্থী বিশিষ্ট সাংবাদিক কুণাল ঘোষ । ছবি নয়া জামানা, বেলেঘাটা

নোয়াপাড়ায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের সমর্থনে রোড শোতে তৃণমূল সেনাপতি শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

বারাসত বিধানসভায় প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত । ছবি নয়া জামানা, বারাসত

শ্যামপুকুর বিধানসভায় দলীয় প্রচারের অংশ হিসেবে পথসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল প্রার্থী ডঃ শশী পাঁজা ।
ছবি নয়া জামানা, শ্যামপুকুর

বিধাননগর বিধানসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজিত বোস। ছবি নয়া জামানা, বিধাননগর

বৃহস্পতিবার পূর্বস্থলী দক্ষিণের তৃনমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপন দেবনাথের সমর্থনে রোড- শো করলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান।

মধ্যমগ্রাম বিধানসভার খামারপাড়া অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার পর্বে রোড শোতে প্রার্থী রথীন ঘোষ । ছবি নয়া জামানা, মধ্যমগ্রাম

হাই কোর্টে ইয়াসিন মালিকের মৃত্যুদণ্ডের দাবি NIA-র

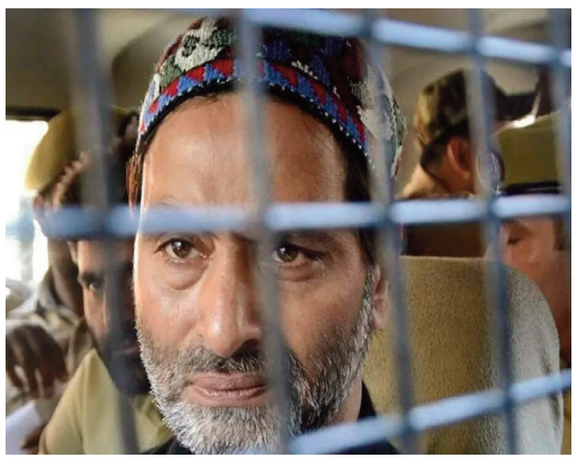

জম্মু ও কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিককে ফাঁসিতে ঝোলানোর আর্জি জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ)। ইউএপিএ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা খাটছেন ইয়াসিন। এনআইএ-র দাবি, ইয়াসিনের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। তাঁর জন্য যাবজ্জীবন সাজা যথেষ্ট নয়, ওনাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। গত বছর দিল্লি হাই কোর্টে একটি হলফনামা জমা দিয়েছিলেন সন্ত্রাসে মদতের অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ইয়াসিন। ওই হলফনামায় তিনি দাবি করেছেন, ইউপিএ সরকারের আমলে পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও জঙ্গিনেতাদের সঙ্গে ব্যাক চ্যানেল দিয়ে আলোচনার মাধ্যম হিসাবে তাঁকে ব্যবহার করা হত। ইয়াসিনের দাবি, ২০০৬ সালে তিনি নিজে তৎকালীন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর স্পেশ্যাল ডিরেক্টর ভিকে জোশীর নির্দেশে পাক জঙ্গি নেতা হাফিজ সইদের সঙ্গে দেখা করেন। ভারত সরকারের শান্তি বার্তা তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। আরও জানিয়েছিলেন, তিনিই ভারত সরকারের শান্তিবার্তা জঙ্গিনেতার কাছে পৌঁছে দেন। আসলে ওই সময় পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের চেষ্টা করছিল মনমোহন সিংয়ের সরকার। ইয়াসিনের এই দাবি শোরগোল ফেলে দিয়েছিল দেশে।সেই ঘটনার রেশ টেনেই দিল্লি হাই কোর্টে এনআইএ-র পেশ করা হলফনামায় জানানো হয়েছে, শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের নাম করলেই ইয়াসিনের অপরাধ কম হয়ে যায় না। জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের প্রধান একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। উনি লস্কর প্রধান হাফিজ সইদ ও হিজবুল মুজাহিদিনের প্রধান সৈয়দ সালাউদ্দিন-সহ পাকিস্তানের একাধিক শীর্ষ জঙ্গি নেতার সঙ্গে ওর দহরম মহরম ছিল। জম্মু ও কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদে মদত যোগাতে ও ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রে হাত ছিল এই জঙ্গির। সেই লক্ষ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, সাংসদ ও মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে সরাসরি যোগ ছিল ওর। শুধুমাত্র সহানুভূতি আদায় করতেই দেশের শীর্ষ নেতাদের নাম নিয়েছে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী। এরপরই এনআইএ জানায়, ইয়াসিনকে ফাঁসি দেওয়া উচিত। উল্লেখ্য, আপাতত ইউএপিএ মামলায় যাবজ্জীবন জেলের সাজা কাটাচ্ছেন ইয়াসিন। নিজের সাজার বিরুদ্ধে ইউএপিএ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন 'জঙ্গি নেতা'। সেখানেই তিনি দাবি করছেন, 'অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছি, আমি এখন গান্ধীবাদী।' ইউএপিএ ট্রাইব্যুনালে দেওয়া হলফনামায় ইয়াসিন বলেন, ত১৯৯৪ সালেই আমি অস্ত্র ছেড়েছি। ৩ দশক হয়ে গেল। আমি এখন গান্ধীবাদী।দ ইয়াসিনের বক্তব্য, তঐক্যবদ্ধ কাশ্মীরের স্বার্থেই আন্দোলন করছি। তবে সেটা অহিংসার পথে।দ তবে ইয়াসিনের ভোলবদলে একেবারেই ভোলার নয় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

বিস্ফোরণে মোদিকে ওড়ানোর হুমকি ইমেল

খতম তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীরাও

জারি হাই অ্যালার্ট

বোমা বিস্ফোরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হত্যার হুমকি (স্কদ্রদ্বত্ন ঠন্ত্রখষ্ঠ)। এমন হুমকি ইমেল পেল পাঞ্জাবের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। খতম তালিকায় রয়েছে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীরাও। ২৪ এপ্রিল, শুক্রবার দুই রাজ্যের রেললাইনে বোমা বিস্ফোরণে হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হবে বলেও দাবি করা হয়েছে। এছাড়াও হামলা চালানো হবে লুধিয়ানা, অমৃতসর, ভাটিন্ডা এবং ফিরোজপুরে! 'হাই অ্যালার্ট' জারি করেছে দুই রাজ্যের পুলিশ। সীমান্তবর্তী রাজ্য পাঞ্জাবে বরাবর সক্রিয় পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। মাদক থেকে অস্ত্রপাচার, চরবৃত্তির অভিযোগ গ্রেপ্তারি লেগেই থাকে। গত এক বছরে একাধিকবার পাঞ্জাব সীমান্তে পাকিস্তানি ড্রোন গুলি করে নামিয়েছে ভারতীয় সেনা। এই অবস্থায় হুমকি ইমেলটিকে হালকা ভাবে নিচ্ছে না পাঞ্জাব ও হরিয়ানা দুই রাজ্যের পুলিশ এবং অন্য নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। জরুরি ভিত্তিতে সতর্কতা জারি হয়েছে দুই রাজ্যেই। গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশনগুলিতে খানাতল্লাশি শুরু হয়েছে। রেলের ট্র্যাকগুলিতে অতিরিক্ত নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে আরপিএফকে। দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদেরও সতর্ক করা হয়েছে।এই প্রথম নয়, এর আগে একাধিকবার মোদিকে খুনের হুমকি ইমেল, ফোন এসেছে। গত বছরের নভেম্বর মাসে মোদিকে খুনের হুমকি ফোন পায় মুম্বই পুলিশ। মুম্বইয়ের প্রধান পুলিশ কন্ট্রোল রুমে এক মহিলা ফোন করে বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে খুনের ছক কষা হচ্ছে। হত্যার অস্ত্রও প্রস্তুত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ। যদিও কলারকে চিহ্নিত করা যায়নি। ভবিষ্যতে কোনও বিপদও ঘটেনি। ২০২২ সালেও ২০টি শহরে নাশকতার হুমকি ইমেল পায় এনআইএ। সেই সময়েও মোদিকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়।

এবার ইরানের বিরুদ্ধে 'অর্থনৈতিক যুদ্ধ' ট্রাম্পের

ইরানকে 'শিক্ষা দিতে' অপারেশন 'এপিক ফিউরি' শুরু করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সেই অভিযান এখন পরিণত হয়েছে 'ইকোনমিক ফিউরি'তে। গোলা-বারুদ আর নয়, এবার ইরানকে ভাতে মারতে এক প্রকার 'অর্থনৈতিক যুদ্ধ' শুরু করে দিলেন ট্রাম্প। বুধবার আমেরিকা-ইরানের সংঘর্ষবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, ইরানের উপর নতুন করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, যার লক্ষ্য দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেওয়া। এসবের মাঝেই মুখ খুলেছেন মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট। কার্যত তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন ট্রাম্পের ষড়যন্ত্র। তিনি জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতির মেয়াদবৃদ্ধির নেপথ্য কারণ ইরানের বন্দরগুলিতে নৌ-অবরোধ অব্যাহত রেখে খার্গ দ্বীপে তেল উৎপাদন বন্ধ করা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবার ইরানকে ভাতে মারতে চান। দেশটির আয়ের প্রধান উৎস তেল। সেখানেই তিনি আঘাত হানতে চান, যাতে ক্ষতি স্থায়ী হয়।বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, গত এক মাস ধরে বোমাবর্ষণের পরও প্রত্যাঘাত থেকে ইরানকে নিবৃত্ত করা যায়নি। উলটে গোটা মধ্যপ্রাচ্য উত্তাল করে তুলেছিল তেহরান। ইরান যেন আহত বাঘ। ট্রাম্প এখন ভালো করেই জানেন, শুধুমাত্র গোলা-বারুদে শায়েস্তা করা যাবে না ইরানকে। তেহরানকে 'উচিত শিক্ষা' দিতে গেলে তার প্রাণ ভ্রমরায় আঘাত হানতে হবে। যেটা হল তেল। কারণ, ইরানের অর্থনীতির গোটাটাই নির্ভর করছে তেলের উপর। সুতরাং এখানে আঘাত হানলে তেহরানের কোমড় ভেঙে যাবে, যা মেরামত করা এই মুহূর্তে কঠিন হয়ে পড়বে।তবে বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ট্রাম্পের এই ষড়যন্ত্র সম্ভবত ধরে ফেলেছে খামেনেইয়ের দেশ। সেই কারণেই তারা মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তানকে বারবার অনুরোধ করছে, যাতে দ্বিতীয় দফার শান্তি বৈঠকের আগে ওয়াশিংটন এই অবরোধ তুলে নেয়। অন্যদিকে, আমেরিকাও এবিষয়ে অবহিত যে ইরানের বর্তমান নেতৃত্বের মধ্যে ফাটল রয়েছে।মঙ্গলবার এবিষয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন ট্রাম্প। বলেন, তইরানের শাসনব্যবস্থা এখন দ্বিধাবিভক্ত। ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের যোদ্ধা আহমদ ভাহিদি কূটনৈতিক খেলা খেলছেন।দ তাঁর এই মন্তব্যের পরই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। তাহলে কি ইরানি সেনার মধ্যেই রয়েছেন কোনও 'গদ্দার'? যিনি গোপনে আমেরিকাকে সাহায্য করছেন? বিষয়টি নিয়ে জোর জল্পনা চলছে। তবে এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি তেহরান। হরমুজ দিয়ে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল পরিবাহিত হয়। তাই এটি 'তৈল ধমনী' নামেও পরিচিত। কিন্তু মার্কিন অবরোধের জেরে ইরানি তেলবাহী জাহাজগুলির চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। বন্দরে প্রবেশ এবং বেরোনো দুই দিকেই বাধা তৈরি হয়েছে। হরমুজে মার্কিন অবরোধ বেশিদিন স্থায়ী হলে এর প্রভাব সরাসরি পড়বে খার্গ দ্বীপে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরানের তেল রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই দ্বীপে তেল সংরক্ষণের জায়গা ফুরিয়ে আসবে। তখন বাধ্য হয়ে ইরানকে তেল উৎপাদন কমাতে বা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হতে পারে। এর ফলে দেশের মূল আয়ের উৎস বড়সড় ধাক্কা খাবে।এ প্রসঙ্গে বেসেন্ট সতর্ক করে জানিয়েছেন, যদি কোনও দেশ গোপনে ইরানকে তেল বাণিজ্যে সাহায্য করে, তাহলে তাদের উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি আরও জটিল আকার নিয়েছে। আমেরিকার দাবি, অবরোধ শুরু হওয়ার পর গত এক সপ্তাহে অন্তত ২৭টি জাহাজকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সম্প্রতি গালফ অফ ওমান এলাকায় ইরানের পতাকাবাহী দু'টি কার্গো জাহাজকেও আটক করেছে ওয়াশিংটন। সব মিলিয়ে সামরিক সংঘর্ষের বদলে অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করে ইরানকে কোণঠাসা করার কৌশল এখন পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করছে আমেরিকা। এমনটাই মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা। সাম্প্রতিক একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরানে এখন প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুত রয়েছে। মজুতের প্রায় ৬০ শতাংশই ভরে গিয়েছে। আর ২০ মিলিয়ন ব্যারেলের মতো খালি রয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন প্রায় ১৫ লক্ষ ব্যারেল তেল উদ্বৃত্ত থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ, ইরান যতটা তেল উৎপাদন করছে, তার তুলনায় বিক্রি হচ্ছে অনেক কম।বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, তেল কূপ বন্ধ করা মোটেই সহজ নয়। উৎপাদন থামলে তেলের স্তরের চাপ কমে যায়, যার ফলে সেখানে জল ঢুকে পড়তে পারে। এতে ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এছাড়াও, ইরানে যে তেল উত্তোলিত হয়, তা ভারী ধরনের। এটির রূপ ঘন এবং আঠালো। দীর্ঘ সময় ধরে এই তেল স্থির অবস্থায় থাকলে তা জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে তেল কূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। একবার যদি এই তেল কূপ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে উৎপাদন পুনরায় শুরু করা অত্যন্ত কঠিন। লেগে যেতে পারে কয়েক বছর। তাছাড়া উৎপাদন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। এর ফলে ইরান বছরে প্রায় কোটি কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

ট্রাম্পের 'নরক' মন্তব্যের পালটা মুখ খুলল দিল্লি,

ভারতকে 'সভ্যতার আঁতুড়ঘর' বলল ইরান

ভারতকে উদ্দেশ্য করে কুকথার ফুলঝুরি ছুটিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চূড়ান্ত অপমানের সুরে ভারতকে নরক বলে আক্রমণ করেন তিনি। এই ঘটনায় এবার মুখ খুলল নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার এই ইস্যুতে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানালেন, 'এই সংক্রান্ত কিছু রিপোর্ট আমাদের নজরে এসেছে।' শুধু তাই নয়, এই ইস্যুতে ট্রাম্পকে তোপ দেগে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে ইরান। একটি রেডিও পডকাস্টে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করা হয় জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব প্রদানের ইস্যুটি নিয়ে। সেখানেই বিতর্কিত মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর কথায়, তভারত, চিন বা অন্যান্য হেলহোল থেকে সকলে আসে, নবম মাসে আমেরিকায় এসে সন্তানের জন্ম দেয়, সেই সন্তান সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন নাগরিক হয়ে যায়। তারপর সেই সন্তানের গোটা পরিবার আমেরিকায় এসে নাগরিক হয়ে যায়।দ এখানেই শেষ নয়, মার্কিন মুলুকে কর্মরত ভারতীয়দের নাম না করে 'ল্যাপটপ থাকা গ্যাংস্টার' বলেও তোপ দেগেছেন ট্রাম্প ট্রাম্পের এহেন মন্তব্য সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় বিশ্বে। প্রশ্ন ওঠে বন্ধুরাষ্ট্র ভারত সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য কীভাবে বলতে পারেন ট্রাম্প। বিতর্ক চরম আকার নিতেই বৃহস্পতিবার এই ইস্যুতে মুখ খোলেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। চরম আপত্তিকর মন্তব্যের পরও সেভাবে কোনও প্রত্যুত্তর দেখা যায়নি ভারত সরকারের তরফে। বিষয়টিকে কার্যত এড়িয়ে যাওয়ার ছলে রণধীর বলেন, 'এই সংক্রান্ত কিছু রিপোর্ট আমাদের নজরে এসেছে। এবং এই বিতর্ককে এখানেই শেষ করছি আমরা।' তবে এই ইস্যুতে সরব হয়েছে কংগ্রেস। কড়া সুরে জানানো হয়েছে, এই ধরনের আপত্তিকর ও ভারত বিরোধী মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত ভারত সরকারের। তবে সরকার মুখ কুলুপ এঁটে রয়েছে। পাশাপাশি মোদিকে 'দুর্বল প্রধানমন্ত্রী' আখ্যা দিয়ে কংগ্রেসের তোপ, 'এর ফল পুরো দেশকেই ভোগ করতে হচ্ছে।' তবে কেন্দ্র এই ইস্যুতে উচ্চবাচ্য না করলেও ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে সুর চড়িয়েছে ইরান। ভারতে অবস্থিত ইরানের দূতাবাসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'চিন ও ভারত সভ্যতার আঁতুড়ঘর। প্রকৃতপক্ষে, আসল নরক হল সেই জায়গা, যেখানে বসে এক যুদ্ধাপরাধী প্রেসিডেন্ট ইরানের সভ্যতাকে ধ্বংস করার হুমকি দিয়েছিলেন।'

শাহবাজ-মুনিরকে ছেড়ে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় চিনকে চায় ইরান

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধির জেরে দ্বিতীয় দফায় আলোচনার মৃদু সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ইরান ও আমেবিকাবমধ্যে।তবে মধ্যস্থতাকারীরভূমিকায় পাকিস্তানকে একেবারেই ভরসা নেই ইরানের। এই অবস্থায় দ্বিতীয় দফার আলোচনা শুরু করতে চিনের দ্বারস্থ হচ্ছে পাকিস্তান। সূত্রের খবর, ইরানের দাবি মেনেই এই পদক্ষেপ করছেন শাহবাজ-মুনিররা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় পাকিস্তানের পাশাপাশি থাকতে পারে চিনের প্রতিনিধিরা। লক্ষ চেষ্টার পরও আমেরিকার-ইরানের মধ্যে স্থায়ী সংঘর্ষবিরতি কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। এই অবস্থায় শীর্ষ কূটনৈতিক সূত্রকে উদ্ধৃত করে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম এক রিপোর্ট সামনে এনেছে। যেখানে দাবি করা হয়েছে, পাকিস্তানের উপর ভরসা কমতে শুরু করেছে ইরানের। এই অবস্থায় এই যুদ্ধ থামাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে চিন। দ্বিতীয় দফার আলোচনায় ৬টি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। ৬টি বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইরানের প্রধান দাবিগুলি পূরণ করা এবং স্থায়ী শান্তির গ্যারান্টি দেওয়া। এছাড়াও আরও বেশকিছু বিষয়কে মাধ্যম করে আলোচনা শুরু করতে চাইছে ইরান ও আমেরিকা।উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল ইরান। তেহরানের সরকারি সংবাদমাধ্যমের তরফে পাকিস্তানকে দু'মুখো বলে কটাক্ষ করা হয়। পাক সেনাপ্রধান আসিফ মুনিরকে নিশানায় নিয়ে জানানো হয়, ইসলামাবাদ আমেরিকার দিকে ঝুঁকে রয়েছে আমার ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার নাটক করে চলেছে। ইরানের তরফে আরও দাবি করা হয়, পাকিস্তানের ইরানের দাবিকে কোণঠাসা করে আমেরিকার পুতুলের ভূমিকা পালন করছে। এবং ওয়াশিংটনের ১৫ থেকে ১৬টি নয়া দাবি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় ইরান চায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে চিন এখানে অংশ নিক। এখানে চিনের অন্তর্ভুক্তি কূটনৈতিকভাবেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইরানের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর। পাকিস্তান আমেরিকার পায়ের নিচে শুয়ে থাকলেও, চিন তা নয়। প্রয়োজনে আমেরিকাকে জবাব দিতেও দ্বিধা করে না। ফলে ইরানের কাছে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে চিনই সবচেয়ে বেশি পছন্দের।

বাজেয়াপ্ত ২ পণ্যবাহী জাহাজে অভিযানের ভিডিও প্রকাশ ইরান সেনার

ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হরমুজে হামলা চালিয়েছে ইরান। দু'টি পণ্যবাহী জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি চালানোর পর সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। জাহাজদু'টির নাম যথাক্রমে 'এপামিনোডস' এবং 'এমএসসি ফ্রান্সেসকা'। সম্প্রতি এই অভিযানের এক ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে ইরানের সেনাবাহিনীর তরফে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মুখে মাস্ক পরে জাহাজে ঢুকে সেটির নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে আইআরজিসি। ঘটনার যে ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে স্পিড বোটে করে জাহাজটির কাছে আসে ইরান সেনা। তাঁদের মুখে মাস্ক ও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। মাঝ সমুদ্রেই জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে ভিতরে প্রবেশ করে যোদ্ধারা। এরপর জাহাজটিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হয়। দাবি করা হয়েছে, দুটি জাহাজকে ইরানের উপকূলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জাহাজে কী পণ্য রয়েছে তার তল্লাশি শুরুকরেছে আইআরজিসি।ব্রিটেনের 'মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস'-এর খবর অনুযায়ী, বুধবার হরমুজ প্রণালীর ওমান উপকূলবর্তী অঞ্চলে আইআরজিসি-র তরফে হামলা চালানো হয় ওমান থেকে প্রায় ১৫ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পূর্বে। গুলিচালনায় জাহাজটির 'ব্রিজ' ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি। এর কিছু সময় পর আরও একটি জাহাজে হামলা হয়। জানা গিয়েছে, 'এপামিনোডস' জাহাজটিতে লাইবেরিয়ার পতাকা ছিল। আর 'এমএসসিফ্রান্সেসকা' ইজরায়েলের। প্রথম জাহাজটি দুবাইয়ের জেবেল আলি বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। গন্তব্য ছিল গুজরাট। কিন্তু হরমুজ পেরোনোর আগেই জাহাজ দু'টিকে বাজেয়াপ্ত করে ইরানি বাহিনী। তবে দু'টি ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেই।আইআরজিসি-র তরফে দাবি, যে দু'টি জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তাদের কাছে কোনও অনুমতি পত্র ছিল না। নিয়ম লঙ্ঘন করে তারা চলাচল করছিল। শুধু তাই নয়, আরও জানা গিয়েছে যে, জাহাজ দু'টি নেভিগেশন সিস্টেমে কিছু 'কারসাজি' করেছিল, যার ফলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘিত হয়েছিল। ইরানের তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, তাদের সেনা জাহাজদু'টিকে বার বার সতর্ক করেছিল। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। জাহাজদু'টি তাদের সতর্কবার্তায় সাড়া দেয়নি। আর তাই 'সমুদ্র আইন' মেনেই জাহাজদু'টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সকালেই অভিযোগ শুভেন্দুর, দুপুরেই বুথ ফাঁকা করে চলল ভোজ!

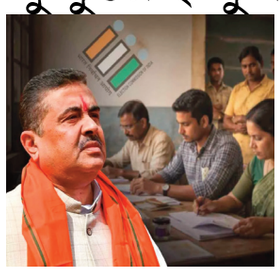

ভোট চলছে! তাতে কী? দুপুর হতেই বুথ ফাঁকা করে সমস্ত কর্মীদের নিয়ে মধ্যহ্নভোজে গেলেন প্রিসাইডিং অফিসার। এমনকী বুথে দেখা পাওয়া যায়নি সেক্টর অফিসারকেও। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা বিধানসভার ৯ নম্বর বুথে। যদিও বিষয়টি জানতে পেরেই নড়েচড়ে বসে নির্বাচন কমিশন। গোটা ঘটনায় পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাতারাতি সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছে ওই বুথের প্রিসাইডিং অফিসার-সহ সমস্ত কর্মীকে।জানা যাচ্ছে, অন্যান্য কেন্দ্রের মতোই পিংলা বিধানসভার ৯ নম্বর বুথেই সকাল থেকেই ছিল ভোটারদের লম্বা লাইন। বেলা গড়াতেই ভোটারদের ভিড় বাড়ে। কিন্তু অভিযোগ, তার মাঝেই বুথ ছেড়ে খেতে চলে যান প্রিসাইডিং অফিসার। তবে তিনি একা নন, সঙ্গে নিয়ে যান ভোটগ্রহণের দায়িত্বে থাকা অন্যান্য আধিকারিকদেরও। বুথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা প্রিসাইডিং অফিসার-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের ভিড়ের কথা বলা হলে জানানো হয়, 'আমরা বাইরে আছি, পরে আসছি।' সেই সময় পাওযাযায নিসেক্টব অফিসারকেও।ঘটনার খবর যায় নির্বাচন কমিশনে। এরপরেই বুথের প্রিসাইডিং অফিসার-সহ সমস্ত নির্বাচন কর্মীদের সাসপেন্ড করে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। শুধু তাই নয়, রিজার্ভ পোলিং পার্টিকে কাজ চালানোর নির্দেশ দেন বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত। বলে রাখা প্রয়োজন, তাৎপর্যপূর্ণ এদিনই পিংলার ওসি চিন্ময় প্রামাণিকের অপসারণের দাবি তোলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ওসির বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ করেন। শুভেন্দুর অভিযোগ, বিজেপির এজেন্টদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। অবিলম্বে পিংলার ওসিকে সরাতে হবে। এই মর্মে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানান নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী। আর এরপরেই এই ঘটনায় রীতিমতো তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

আইপিএলে খেলতে না পেরে বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলা

ফিট হয়েও আইপিএল খেলার অনুমতি পাচ্ছিলেন না বলে নিজের দেশের বোর্ডকে আদালতে নিয়ে গিয়েছিলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর তারকা ক্রিকেটার। বোর্ড কর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিলেন নুয়ান থুসারা। তবে সেই মামলা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নিলেন শ্রীলঙ্কার এই জোরে বোলার।ঠিক কী কারণে নিজের দেশের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন থুসারা? এবারের আইপিএলে ১.৬০ কোটি টাকায় শ্রীলঙ্কার তারকা পেসারকে দলে নিয়েছিল আরসিবি। আইপিএলের আগে তাঁর চোটের সমস্যাও ছিল না। তা সত্ত্বেও দ্বীপরাষ্ট্রের বোর্ডের তরফ থেকে আইপিএল খেলার ছাড়পত্র দেয়নি শ্রীলঙ্কা বোর্ড। বিদেশি লিগে খেলতে আগ্রহী ক্রিকেটারদের জন্য ফিটনেসের বিশেষ মাপকাঠি সাজিয়েছিল দ্বীপরাষ্ট্রের বোর্ড। সেই মান পর্যন্ত পৌঁছতে না পারলে ছাড়পত্র পাবেন না শ্রীলঙ্কার কোনও ক্রিকেটার। সেখানেই আটকে গিয়েছিলেন থুসারা। যার জেরে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি।শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার পেসারের আইপিএল খেলাকে কেন্দ্র করে আইনি জটিলতার অবসান ঘটেছে বৃহস্পতিবার। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করে নিলেন তিনি। তবে জেলা আদালতে তাঁর আইনজীবী জানান, আইপিএলের অধিকাংশ ম্যাচ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ায় এই মামলার আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। সেই কারণে মামলাটি প্রত্যাহার করতে চান থুসারা। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে নেয়। পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা বোর্ডের কাছে ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, এবারের আইপিএলে গতবারের চ্যাম্পিয়ন আরসিবি'র হয়ে খেলার কথা ছিল থুসারার। এর আগে ২০২৪ ও ২০২৫ মরশুমেও তিনি আইপিএলে অংশ নিয়েছিলেন। যদিও গতবার তিনি খেলেছিলেন একটি মাত্র ম্যাচ। নিয়েছিলেন খেলে ২৬ রানে ১ উইকেট। এই থুসারাই এপ্রিলের শুরুতে জানিয়েছিলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁকে আটকে দেওয়া হচ্ছে। সেই অভিযোগে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শাম্মি সিলভা এবং সচিব বান্দুলা দিশানায়েকের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন।

আয়ুষের পরিবর্ত হিসাবে পেসারের নাম ঘোষণা

সিএসকে'র সিদ্ধান্তে উঠছে প্রশ্ন

আইপিএলের মাঝপথে বিরাট ধাক্কা খেয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। গোটা আইপিএল (IPL ২০২৬) থেকে ছিটকে গিয়েছেন ফর্মে থাকা আয়ুষ মাত্রে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাট করার সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন ১৮ বছরের এই তরুণ ব্যাটার। মঙ্গলবার সিএসকে'র তরফে এক বিবৃতিতে তাঁর ছিটকে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। এবার আয়ুষের পরিবর্ত হিসাবে আকাশ মাধওয়ালের নাম ঘোষণা করেছে দক্ষিণী ফ্র্যাঞ্চাইজি।৩২ বছরের এই ডানহাতি পেসার ২০২৩-২৪ সালে খেলেছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে। ২০২৫ সালে তাঁর গায়ে উঠেছিল রাজস্থান রয়্যালসের জার্সি। সব মিলিয়ে ১৭ ম্যাচে ২৩টি উইকেট নিয়েছেন তিনি। ৩০ লক্ষ টাকায় মাধওয়ালকে দলে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। তাঁর ঝুলিতে আইপিএলে পাঁচ উইকেট নেওয়ারও কৃতিত্বও রয়েছে। মুম্বইয়ের জার্সিতে অভিষেক মরশুমে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে এলিমিনেটর ম্যাচে ৩.৩ ওভার বল করে ৫ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। সেটাই তাঁর সেরা বোলিং পরিসংখ্যান। সেই মরশুমে ৮ ম্যাচে ১৪ উইকেট নিয়েছিলেন। ২০২৫-এ রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ৪ ম্যাচে ৪ উইকেট নেন। ডেথ ওভারে তাঁর বোলিং দক্ষতা এবং গতি চেন্নাইয়ের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।এবারের আইপিএলে ভালো ফর্মে ছিলেন আয়ুষ। সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে তাঁকে ইমপ্যাক্ট সাব হিসাবে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামায় সিএসকে। সঞ্জু স্যামসন, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অধিনায়ক ঈশান কিষান কেউ রান পাননি। এই পরিস্থিতিতে ভঙ্গুর চেন্নাই ব্যাটিংকে পথ দেখান আয়ুষ। যতক্ষণ ব্যাট করেছেন, ততক্ষণ প্রয়োজনীয় রান রেট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। ১৩ বলে ৩০ রান করে যান অনূর্ধ্ব-১৯ দলে বৈভব সূর্যবংশীর অধিনায়ক। চোটে কাবু হয়েছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ছিটকেই যান আয়ুষ। চেন্নাই সুপার কিংসের তরফে সোশাল মিডিয়ায় লেখা হয়, 'গত ১৮ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ম্যাচে ব্যাটিং করার সময় বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার কারণে আয়ুষ মাত্রে আইপিএল বাকি অংশ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। আয়ুষের এই চোট সারিয়ে উঠতে ৬ থেকে ১২ সপ্তাহের রিহ্যাবের প্রয়োজন হবে। আমরা ওর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।'

তবে, আয়ুষের জায়গায় সিএসকে'তে নেওয়া হল একজন জোরে পেসারকে। কেন এমন 'আজব' নির্বাচন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এছাড়াও, ডান উরুতে চোটের কারণে সিএসকে-র অন্যতম প্রধান পেসার খলিল আহমেদও চলতি আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন। যদিও ২৮ বছর বয়সি এই খেলোয়াড়ের বদলি এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করেনি সিএসকে। মনে করা হচ্ছে, এই জায়গায় হয়তো কোনও ব্যাটারকে নেবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

২৩ কোটির নাইট 'রত্ন' থেকে আরসিবি'তে বঞ্চিত, কেকেআর'কে এখনও মিস করেন ভেঙ্কটেশ?

আইপিএল (IPL ২০২৬) নিলামে এবার ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিয়েছে আরসিবি (ট্রঙ্খঙ্ক)। কিন্তু বিরাট কোহলিদের টিমে নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছেন না ভেঙ্কটেশ। কেকেআরে থাকার সময় তিনি অটোমেটিক চয়েস ছিলেন। কিন্তু আরসিবিতে সেটা নন। এখনও পর্যন্ত একটা ম্যাচে সুযোগ পেয়েছেন। সেটাও ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে। তাতে অবশ্য অসুবিধে নেই ভেঙ্কটেশের। তাঁর কাছে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের থেকেও প্রাধান্য পাচ্ছে টিম।এক সাক্ষাৎকারে ভেঙ্কটেশ বলেন, তএটা ঠিক যে, কেকেআরে খুব বেশি আমাকে বাইরে থাকতে হয়নি। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার, সবার আগে টিম। আমাদের টিমের যে সংস্কৃতি রয়েছে, সেটা মেনে চলা আমার কাজ। আমার কর্তব্য। তাছাড়া আমরা গতবারের চ্যাম্পিয়ন। যে কম্বিনেশনে সাফল্য এসেছে, সেখানে খুব বেশি বদল করা একেবারেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। টিম আমাকে যে দায়িত্ব দেব, সেটাই পালন করতে হবে।দনিলাম থেকে কলকাতা নাইট রাইডার্স ২৩.৭৫ কোটি টাকায় কিনেছিল ভেঙ্কটেশকে। কিন্তু পারফর্ম করতে পারেননি। তাঁকে আর রিটেইন করেনি নাইটরা। মিনি নিলাম থেকে ভেঙ্কটেশকে মাত্র ৭ কোটি টাকা কিনে নেয় আরসিবি। তবে এখনও কেকেআরে কাটানো সময়ের কথা মনে পড়ে। আরসিবি অলরাউন্ডার বলেন, তকেকেআরে অনেকটা সময় কাটিয়েছি। অনেক কিছু শিখেছি। কেকেআর নিয়ে আমার কোনও আবেগ নেই বললে মিথ্যা বলা হবে। আমার সঙ্গে নাইট কোচ অভিষেক নায়ারের ভালো সম্পর্ক। আমাকে ছাড়ার আগে বলেছিল, দল কী চায়। আর দল যা চায়, তার জন্য আমি সব করতে রাজি।দ

'২৪ বছরের খরা কাটানোর এটাই সময়', ভিনিদের বিশ্বজয়ী দেখছেন ব্রাজিল কিংবদন্তি কাফু

পেরিয়ে গিয়েছে ২৪ বছর। ২০০২ ফুটবল বিশ্বকাপে তাঁর অধিনায়কত্বেই ব্রাজিল পঞ্চম এবং শেষবার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। পরবর্তী যে ক'টি বিশ্বকাপ হয়েছে, প্রতিটিতেই শুধু হতাশাই প্রদর্শন করেছে ব্রাজিল। যাঁর অধিনায়কত্বে ব্রাজিল শেষবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেই কিংবদন্তি ফুটবলার কাফু বলছেন, বিশ্বকাপ (FIFA World Cup ২০২৬) জয়ের খরা কাটানোর এটাই ব্রাজিলের উপযুক্ত সময়। লরিয়াস পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রাক্তন ব্রাজিল অধিনায়ক। সেখানেই কিংবদন্তি ফুটবলার বলেন, তশেষবার খেতাব জয়ের ২৪ বছর কেটে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস, এবারই ব্রাজিলের জন্য চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সঠিক সময়।দ ২০২২ বিশ্বকাপের পর থেকে ব্রাজিল ফুটবল উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কোচও বদল হয়েছে। অবশেষে প্রখ্যাত বর্ষীয়ান কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ব্রাজিলের দায়িত্ব। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর কিছুটা বদল হয়েছে ব্রাজিলের পারফরম্যান্স। সম্প্রতি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ফ্রান্সের কাছে হারলেও ক্রোয়েশিয়াকে ব্রাজিল হারিয়েছে।কাফু বলছিলেন, তআমাদের দলে আন্সেলোত্তির মতো অভিজ্ঞ কোচ রয়েছেন। তিনি অভিজ্ঞ এবং সফল। তিনি দলের ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবেন।দ কাফুর বক্তব্য, তবিশ্বকাপে আমরা যদি গোল হজম না করি, তা হলে এই দলের প্রতিটি ম্যাচেই গোল দেওয়ার ক্ষমতা আছে।দ তিনি আস্থা রাখছেন ব্রাজিল ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়াস জুনিয়রের উপর।

দিল তো বাচ্চা হ্যায় জি

কার্টুন দেখেই নিজেকে চাপমুক্ত রাখে 'খুদে' প্রতিভা বৈভব

মাত্র ১৫ বছর বয়সেই আইপিএলে (জ্জঞ্চজ্র ২০২৬) দাপুটে পারফরম্যান্স করছে সে। একের পর এক নজিরও তার নামে। বৈভব সূর্যবংশী এই মুহূর্তে আলোচনার কেন্দ্রে বিহারের সমস্তিপুরের এই বিস্ময়প্রতিভা। অনেকেরই প্রশ্ন, এত কম বয়সে এহেন সাফল্যের রসায়ন কী? উত্তর দিয়েছে মাঠের বাইরের জীবন সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত বৈভব নিজেই। ম্যাচের আগে কার্টুন দেখার সহজ অভ্যাসেই নিজেকে চাপমুক্ত রাখে রাজস্থানের 'খুদে' তারকা।লখনউয়ের বিরুদ্ধে ওপেন করতে নেমে ১১ বলে মাত্র ৮ রান আসে বৈভবের ব্যাট থেকে।

তা সত্ত্বেও আউট হওয়ার আগে জোড়া রেকর্ড গড়ে ফেলেছে বৈভব। আইপিএলের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম হিসাবে ৫০০ রানের গণ্ডি পেরিয়েছে সে। এতদিন পর্যন্ত এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন পৃথ্বী শ। ১৯ বছর ১৬৪ দিন বয়সে তিনি এই রেকর্ড গড়েছিলেন। ি

কন্তু বৈভব ১৫ বছর ২৬ দিনেই সেই মাইলফলক পেরিয়ে গেল রাজস্থান তারকা। একই সঙ্গে দ্রুততম ব্যাটার হিসাবে আইপিএলে ৫০০ রান পূর্ণ করেছে বৈভব। ২২৭ বলে ৫০০ রান করেছে সে। এর আগে দ্রুততম হিসাবে ২৬০ বলে ৫০০ রানের নজির ছিল গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের।রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে দুরন্ত ফর্মে থাকা বৈভব লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে জয়ের পর জানিয়েছে, চাপের মুহূর্তেও কীভাবে নিজেকে স্থির রাখে। তার কথায়, তআমার মাথা সব সময় পরিষ্কার থাকে।

এখনও প্রত্যেক ম্যাচের আগে কার্টুন দেখি। এটা আমার অভ্যাস। তবে কার্টুন দেখলেও মনোযোগ থাকে সম্পূর্ণ খেলার দিকে।দ দলের পরবর্তী লক্ষ্যও স্পষ্ট করে দিয়েছে বৈভব। তার সংযোজন,

তলখনউকে হারিয়ে আমরা ২ পয়েন্ট পেয়েছি। এখন আমাদের লক্ষ্য প্লে-অফেরদিকে এগোনো। দআইপিএলে এখন পর্যন্ত সাত ম্যাচে ২৫৪ রান করেছে বৈভব। স্ট্রাইক রেট ২২০.৮৭।

গড় ৩৬.২৯। রাজস্থানের হয়ে চলতি মরশুমে সর্বোচ্চ রান তারই। এর মধ্যে রয়েছে সিএসকে'র বিরুদ্ধে ১৭ বলে ৫২ এবং আরসিবি'র বিরুদ্ধে ২৬ বলে ৭৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে, তার আগ্রাসনের মাত্রা। রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে ১৫ বছরের কিশোর নামছে মানেই নিশ্চিত আগুনে পারফরম্যান্স। ২০২৪ সালে তাকে ১.১ কোটি টাকায় কিনেছিল রাজস্থান।

গত বছর প্রথমবার আইপিএল খেলতে নেমেই সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিল বৈভব। এরপর ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলেও অভিষেক হয়।

বিশ্বকাপ ফাইনালে ১৭৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে ভারতকে চ্যাম্পিয়নও করে। যদিও আইপিএলের শেষ তিন ম্যাচে কিছুটা ছন্দপতন লক্ষ্য করা গিয়েছে বৈভবের ব্যাটে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং লখনউয়ের বিরুদ্ধে তার নাম যথাক্রমে ০, ৪৮ ও ৮। তবুও রাজস্থানের পারফরম্যান্সে তার প্রভাব স্পষ্ট। বিশেষ করে শুরুতেই ঝড় তোলার ক্ষেত্রে বৈভবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে আইপিএলের অন্যতম আকর্ষণ এখন এই কিশোর প্রতিভা। সে যেমন প্রথম বলেই বুমরাহকে ছক্কা, হ্যাজেলউডকেও একইভাবে আক্রমণ করে, তেমনই ম্যাচের আগে কার্টুন দেখে নিজেকে চাপমুক্ত রাখে।

ভারতের টেস্ট ব্যর্থতায় বুমরাহকে নিয়ে কঠোর সিদ্ধান্ত বোর্ডের! গুরুত্ব কমছে ওয়ানডে বিশ্বকাপের?

ওয়ানডে বিশ্বকাপ নাকি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল? জশপ্রীত বুমরাহকে কোনটার জন্য তৈরি রাখতে চায় বিসিসিআই? আগামী বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত আছে ষষ্ঠ স্থানে। সামনে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট সিরিজ আছে। বোর্ড চাইছে আগামী ৯টা টেস্টে যেন বুমরাহকে পাওয়া যায়। প্রশ্ন হল, তাতে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের তারকা পেসারের সমস্যা হবে না তো? আইপিএলের পরেই ভারতের ঠাসা ক্রীড়াসূচি। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে চুনকামের পর যথেষ্ট চাপে গম্ভীর বাহিনী। এরপর শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টি করে টেস্ট। তারপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচটি লাল বলের ম্যাচ। এই ৯টা টেস্টের জন্য বুমরাহকে 'ফিট' রাখতে চাইছে। ওয়ানডে বিশ্বকাপ তো মাথায় রাখা হচ্ছেই, তবে আপাতত প্রাধান্য বিশ্ব টেস্ট

চ্যাম্পিয়নশিপ।বোর্ডের এক সূত্র বলছেন, তবুমরাহকে ফিট রেখে সবকটা টেস্ট খেলানোই লক্ষ্য। তাতে যদি বুমরাহকে কয়েকটা ওয়ানডে সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়, তাতেও নির্বাচকদের আপত্তি নেই। মূল বিষয় হল, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের আগে ওকে ফিট রাখা। মাঝে প্রায় দু'বছর ও টি-টোয়েন্টি খেলেনি। তারপরও এশিয়া কাপে গিয়ে অসাধারণ বল করেছে।দ ৩১ মে আইপিএলের ফাইনাল। কোন দুই দল ফাইনালে নামবে সেটা সময়ই বলবে। এদিকে ৬ জুন থেকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একটি মাত্র টেস্ট। এত ঠাসা সূচিতে যথেষ্ট বিরক্ত গৌতম গম্ভীর ও শুভমান গিল। এর আগেও এত ঘন ঘন ম্যাচ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে জশপ্রীত বুমরাহ, শুভমান গিল, কেএল রাহুল, এমনকী রবীন্দ্র জাদেজাকেও বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। বিশেষ করে বুমরাহ টানা ক্রিকেট খেলে চলেছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে এবার যাঁরা ভালো খেলেছেন, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁদের সুযোগ দেওয়া হতে পারে। সেই তালিকায় আছেন গুর্নুর ব্রার, মানব সুথার, আকিব কবি ও দেবদত্ত পাড়িক্কলের মতো তরুণ মুখ।

পাকিস্তানে 'নিষিদ্ধ' ক্রীড়া সাংবাদিক, নিখোঁজ ভাইও, নেপথ্যে পাক বোর্ড কর্তা?

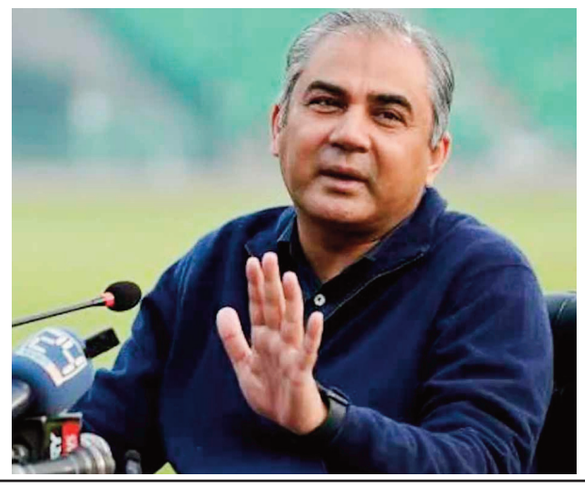

পাকিস্তানে নিখোঁজ সাংবাদিক। তাঁর দাদা সানাউল্লা খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও পাঞ্জাব প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মারিয়াম নওয়াজের কাছে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নকভির সমালোচনা করায় সানাউল্লাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবার তাঁর ভাই আমানুল্লার অপহরণেও নকভির যোগ খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে। তিনি নাকি নকভির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় ভারতের ক্রীড়া সাংবাদিককে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সানাউল্লা। সেখানে গিয়ে একাধিক ভিডিও করেন ভারতীয় সাংবাদিক। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তান সাফল্য পায়নি। চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। বিভিন্ন ক্রিকেটীয় কারণে সানাউল্লা বারবার পিসিবি চেয়ারম্যান নকভির সমালোচনা করেন। অভিযোগ, সেই কারণে সানাউল্লাকে পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। আপাতত তিনি অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন।এবার তিনি ভিডিওবার্তায় অভিযোগ করেছেন, তাঁর সাংবাদিক ভাইকে লাহোর থেকে অপহরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে ইসলামাবাদে এক বিরাট বাণিজ্যিক প্রকল্পের পরিকল্পনা চলছে। এই 'ম্যানহাটান-সাংহাই' ধরনের প্রকল্প নাকি নকভির স্বপ্নের। সেই জন্য হাজার-হাজার মানুষকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সানাউল্লার ভাই নাকি সেটারই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ।সানাউল্লার বিরুদ্ধে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা রয়েছে পাকিস্তানে। নকভির সঙ্গে প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ হাফিজের সম্পর্ক ভালো নয়। অথচ সেই হাফিজেরই সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন সানাউল্লা। তারপরই নিষেধাজ্ঞা নেমে আসে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।